উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,১১৮.৬০ (-৫৭৩.৩৮)

নিফটি : ২৪,৭১৮.৬০ (-১৬৯.৬০)

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে হামলা ইজরায়েলের
ইরানের পরমাণুকেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে শুক্রবার কাকভোরে হামলা চালায় ইজরায়েল। নিহত হয়েছেন ইরানি সেনাবাহিনীর প্রধান ও ৬ জন পরমাণু বিজ্ঞানী। » ৮

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে এবার বোমাতঙ্ক
শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান থাইল্যান্ড থেকে দিল্লি রওনা হয়। তাতে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। পরে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৫°	৩৬°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

রবি-স্মৃতি নষ্ট হয়নি, দাবি বাংলাদেশের
বাংলাদেশ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দাবি, কাছারিবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কোনও নিদর্শন নষ্ট হয়নি। অভিযুক্ত ৫ ধৃত। » ৮

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 27

নো থ্রাস্ট, লুজিং পাওয়ার...

সাদা চোখে সাদা কথায়

রণংদেহি বিশ্বে সবাই স্বেচ্ছা সেনা হতে মরিয়া

গৌতম সরকার

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা!

যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই- স্লোগানটাই মিথ্যা।

মুখে শুধু শান্তির বাগাড়ম্বর। আসলে পৃথিবী এখন শান্তি চায় না। যুদ্ধই চায়। আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় প্রায় ২৫০ জনের মৃত্যুর পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতে আঁতকে উঠলাম যুদ্ধের খবরে। কবি সুকান্তর কবিতার পংক্তির মতো অবশ্য বলা যাচ্ছে না, 'এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্য...।' এ যুদ্ধ ক্ষমতার জন্য, এ যুদ্ধে আছে বিশ্ব রাজনীতি।

গাজাকে ইতিমধ্যে ছারখার করে দিয়েছে ইজরায়েল। এবার নজরে ইরান। ইজরায়েলি হামলা ইরানের ছয়জন পরমাণু বিজ্ঞানীকে খতম করে দিয়েছে। এই যুদ্ধ তাই শুধু মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে নয়। এই যুদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরুদ্ধে। পারমাণবিক শক্তি ইরানের আছে। নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে পরমাণু গবেষণাও করছে। কিন্তু তার বিচারের অধিকার ইজরায়েলকে কেউ দেয়নি। কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করছেন দেশে নিজের ক্ষমতা নিশ্চিত রাখতে।

ইরান পালটা দেশের ধর্মীয় রাজধানী কোম শহরের জামকারান মসজিদের চূড়োয় লাল পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের বিউগল বাজিয়ে দিয়েছে। এভাবেই ওই দেশ যুদ্ধের বার্তা দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে বাড়াবাড়ি না করার হুমকি দিয়ে পরিস্থিতিকে যুদ্ধের দিকে আরও ঠেলে দিলেন।

হামাস যে জঙ্গিগোষ্ঠী, ইসলামিক মৌলবাদী জেহাদের অংশ- তাতে সন্দেহ নেই। ইজরায়েলের নিরীহ জনতার ওপর হামাসের হামলা, যাকে-তাকে অপহরণ সমর্থনযোগ্য ছিল না। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় বা সংবাদপত্রের পাতায় প্যালেস্তিনীয় শিশুদের ক্ষুধার্ত মুখ কিংবা সাদা কাপড়ে মোড়া সন্তানের দেহ আঁকড়ে বাবা-মা'র ছবি ভেসে উঠলে বিপর্যস্ত হৃদয়ে উপলব্ধি হয়, এ বিশ্ব আসলে যুদ্ধই চায়, শান্তি নয়।

এরপর দশের পাতায়

আহমেদাবাদের দুর্ঘটনাস্থলে প্রধানমন্ত্রী (উপরে)। বৃহস্পতিবারের বিমান দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে আশপাশে থাকা বাসিন্দাদের কয়েকজনকে হারিয়ে হাসপাতালের বাইরে স্বজনহারাদের কান্না। -এএফপি

মৃত্যুঞ্জয়ীর মন্তব্যেও রহস্যভেদের ইঙ্গিত

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বাসের দুটি মন্তব্য থেকেই অভিশপ্ত বিমান দুর্ঘটনার রহস্যভেদ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তাঁর নিজের এখনও মনে হচ্ছে না, তিনি বেঁচে আছেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ওই বিমানের ১১এ আসনের যাত্রী বিশ্বাস কুমার রমেশ বলেছেন, 'ওড়ার পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে বিমানে সবুজ ও সাদা আলো জ্বলতে নিভতে থাকে। মনে হয়, বাতাসে আর এগোচ্ছে না প্লেন। আটকে গিয়েছে। আর ওপরে উঠতে পারছে না। তারপরই ভয়ংকর শব্দ। একটা বিল্ডিংয়ের ওপর পড়ল।'

এভাবে আলো জ্বলা ও নেভার পাশাপাশি হঠাৎ থেমে যাওয়ার লক্ষণ আসলে 'পাওয়ার ফেলিওর'-এর ইঙ্গিত, এমনই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। ব্রিটেনের বেশ কিছু কাগজে বলা হচ্ছে, এই মন্তব্য দুর্ঘটনার রহস্যভেদ করছে।

ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালের শেষ বার্তাতেও রয়েছে সেই ইঙ্গিত, 'মে ডে... নো থ্রাস্ট, লুজিং পাওয়ার, আনেবল টু লিফট'।

সাক্ষাৎ মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন রমেশ। নিজে বেঁচে গেলেও তাঁর ভাই মারা গিয়েছেন দুর্ঘটনায়। তাঁর কথাই বারবার বলছেন রমেশ। শুক্রবার হাসপাতালে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন তিনি। বিশ্বাস কুমার রমেশ বলেন, 'আমি যে বেঁচে আছি এটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। প্রথমে মনে হচ্ছিল, আমি মরে গিয়েছি।'

বিশ্বাসের এভাবে বেঁচে ফেরার খবর ভারতের সংবাদমাধ্যমে তো বটেই, ফলাও করে ছেপে বেরিয়েছে ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলিতেও। তারাও এই ঘটনাকে মিরাকল বলে আখ্যা দিয়েছে। ব্রিটেনের বিশ্বখ্যাত কাগজ তাঁর খবর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। কেউ লিখেছে একমাত্র জীবিত যাত্রী, আবার কারও শিরোনাম, ১১এ আসনের মিরাকল।

শুক্রবার একটি সংবাদ চ্যানেলকে বিশ্বাস বলেন, 'সবকিছু আমার চোখের সামনে ঘটেছিল। আমার সামনে দুই এয়ার হোস্টেস, দুই প্রবীণ মারা গেলেন। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হচ্ছিল আমি মরতে বসেছি।'

অবিশ্বাস্যভাবে তাঁর বেঁচে ফেরার বিষয়টি এখনও অনেকের কাছে বিস্ময়কর। এরপর দশের পাতায়

বিশ্বাস কুমার রমেশের সঙ্গে কথোপকথনে প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার।

হাসপাতালে গরমে নাজেহাল শিশুরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : গত প্রায় ১৫ দিন ধরে আলিপুরদুয়ারে মারাত্মক গরম। প্রায় প্রতিদিনই তাপমাত্রা পৌঁছে যাচ্ছে ৩৫-৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও তাতে খুব একটা স্বস্তি মিলছে না। হাঁসফাঁস অবস্থা জেলাজুড়েই। তারই মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে শিশু বিভাগ ও পোস্ট নেটাল-২ বিভাগের রোগীদের ভোগান্তি চরমে।

শিশু বিভাগে গিয়ে দেখা গেল, রোগীদের ঠাসা ভিড়। একটা বেডে কোনওমতে দুজন করে বাচ্চা রাখতে হয়েছে। ওয়ার্ডে ফ্যান রয়েছে ঠিকই, তবে তাতে স্বস্তি মিলছে না। অধিকাংশ অভিভাবকের হাতেই হয় হাতপাখা, নাহলে বাজারে চলতি চার্জেবল ফ্যান। কয়েকটা জানলা খোলা থাকলেও সেটা দিয়ে খুব একটা হাওয়া আসছে না।

মাদার ও চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের ওপরতলায় রয়েছে পোস্ট নেটাল-২ বিভাগ। প্রসবের পর মা ও শিশুকে সেখানে নিয়ে এসে রাখা হয়। ওই ওয়ার্ডেও গরমে নাজেহাল অবস্থা। তার ওপরে ছাদ রয়েছে। সরাসরি সেখানে সারাদিন রোদ এসে পড়ে। তাতে গরম আরও বাড়ছে।

এদিন হাসপাতালে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল বারবিশা এলাকার বাসিন্দা বেচারাম সিংহের সঙ্গে। তাঁর বাচ্চা হাসপাতালে ভর্তি।

এরপর দশের পাতায়

মৃত বেড়ে ২৬৫

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : লন্ডনগামী বিমানটি আকাশ ছুঁতে চেয়েছিল। বদলে মুহূর্তে হয়ে উঠল মৃত্যুফাঁদ। সেই ফাঁদে প্রাণ গেল একজন বাদে বিমানের সমস্ত সওয়ারির। তারপর চাপা পড়ে কিংবা ঝলসে মৃত্যু হল আরও বেশ কয়েকজনের। শুক্রবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬৫। মৃত্যুমিছিল বেড়েই চলেছে। যে মেডিকেল কলেজের হস্টেলে বিমানটি আছড়ে পড়েছিল, সেখানকার আরও কিছু পড়ুয়া আছে মৃতের তালিকায়।

দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠেছে জুম্মাবারের আহমেদাবাদ। চারদিকে স্বজনহারানোর কান্না আর যন্ত্রণা। আহমেদাবাদের মেঘানিনগরে চিকিৎসকদের যে হস্টেলে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, তার ছাদ থেকে শুক্রবার উদ্ধার হয় ব্ল্যাক বক্সটি। তাতে বন্দি বিমানের প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ জানা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার তদন্ত করছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। তদন্তকারী দল এবং গুজরাট সরকারের ৪০ জন আধিকারিক শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে ব্ল্যাক বক্সটি উদ্ধার করেন। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপর দশের পাতায়

নাম বিতর্কে বাংলাদেশি ছাত্র

কমিশনারকে নালিশ এনবিইউ'র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : কাঁটাতারের ওপারে তাঁর নাম শান্ত ভৌমিক। পাসপোর্ট, ভিসাতেও তাই। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসে নাম ভাঁড়িয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে শান ভৌমিক। কীভাবে শান্ত থেকে শান হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ছাত্র তা নিয়ে দিন-দিন রহস্য আরও বাড়ছে। তাই ওই ছাত্র সম্পর্কে তদন্ত চেয়ে এবার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে এসে নিজের নামে বাইক কিনেছেন শান (WB-74-AZ4714)। সামাজিক মাধ্যমে সেই বাইক নিয়ে একাধিক পোস্টও করেছেন তিনি। শিলিগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের অধীনে বাইকটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। মোটরযান আইন অনুসারে কোনও বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে এসে বাইক কিনতে পারেন না। তাহলে কীভাবে কিনলেন? পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের বক্তব্য, ভোটার, আধার/প্যান কার্ড জমা দিয়েই বাইকের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। তাই, বাংলাদেশের শান্ত যে ভারতে শান হিসাবে অবৈধ উপায়ে ভোটার/আধার কার্ড তৈরি করেছেন সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত পরিবহণ আধিকারিকরা। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য,

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

ভারতে কেনা বাইক নিয়ে শান্ত ওরফে শান ভৌমিক।

কুকীর্তি ফাঁস

- নাম ভাঁড়িয়ে বাংলাদেশের শান্ত, ভারতে হয়ে গিয়েছে শান ভৌমিক
- শিলিগুড়িতে নিজের নামে বাইক কিনেছেন শান
- শিলিগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের অধীনে বাইকটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে
- বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে বাইক কিনতে পারেন না

নথিতে 'খোলা' বন্ধ দলসিংপাড়া

জয়গাঁ, ১৩ জুন : কাগজে-কলমে মৃত, অথচ বাস্তবে জীবিত, এমন ঘটনার কথা আগেও শোনা গিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে তো একটি হিন্দি সিনেমাও হয়েছে। কিন্তু কাগজে-কলমে খোলা, অথচ বাস্তবে বন্ধ বাগানের কথা শোনা গিয়েছে কি আগে কখনও? জসপার টেটের মতো বন্ধ দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা অবশ্য এতকিছু জানতেও চান না। তাঁরা পেটে ভাত চান।

দলসিংপাড়া গুদরিবাজার লাইন ধরে হেঁটে গেলেই দেখা মিলবে সেই চা বাগানের ফ্যাক্টরির। আড়াই বছর হতে চলল সকালে ফ্যাক্টরির সাইরেন আর শুনতে পান না শ্রমিক সহ এলাকার বাসিন্দারা। ফ্যাক্টরি গেটে ঝুলছে তালা। জং ধরেছে সেই তালাতে। একটু উঁকিঝুঁকি দিলে দেখা যায় ফ্যাক্টরির জরাজীর্ণ চেহারা। বড় বড় আগাছায় ঢেকেছে ফ্যাক্টরি। শ্রমিকরা বলছেন বাগান বন্ধ। কিন্তু শ্রম দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই দলসিংপাড়া চা বাগান খুলে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার শ্রম দপ্তরের ডেপুটি লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেছেন, 'এই বাগানটি চালু রয়েছে বলে আমাদের কাছে নথি রয়েছে।'

অর্থাৎ, বাগানটি কাগজে-কলমে 'জীবিত'। কিন্তু বাগানের শ্রমিকরা কী বলছেন? শ্রম দপ্তরের বাগান খুলে যাওয়ার দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন চা বাগানের তৃণমূল ও বিজেপি দুই ইউনিয়নের নেতারাই। তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক মহম্মদ সাজু বলেন, 'শ্রম দপ্তর কীভাবে বলছে বাগান খোলা? বাগান বন্ধ ছিল বলে ফাওলইয়ের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন বাগানের অধিকাংশ শ্রমিক। সেই ফাওলইও এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্র তা চালু না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।' আর বাগানের বিজেপি নেতা জয়বাহাদুর রাই বলেন, 'বাগান তো বন্ধই। শ্রমিকরাও কর্মহীন।'

গত ২০২৩ সালে দুর্গাপুজোর বোনাস নিয়ে শ্রমিক-মালিক বচসার জেরে বন্ধ হয়ে যায় দলসিংপাড়া চা বাগান। আড়াই বছরের বেশি সময় হয়ে গেল বাগান বন্ধই। এতদিন তো সেই বাগানে ফাওলই দিচ্ছিল প্রশাসন। গত মাস পাঁচেক ধরে সেটাও বন্ধ। বন্ধ তো হবেই, কারণ নথিতে তো বাগান খোলাই! এব্যাপারে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে ফাওলই বন্ধ করার, তাই করা হয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

দুর্দশা

- ২০২৩ সালে দুর্গাপুজোর বোনাস নিয়ে শ্রমিক-মালিক বচসার জেরে বন্ধ হয়ে যায় দলসিংপাড়া চা বাগান
- আড়াই বছরের বেশি সময় হয়ে গেল বাগান বন্ধই
- এতদিন সেই বাগানে ফাওলই দিচ্ছিল প্রশাসন
- গত মাস পাঁচেক ধরে সেটাও বন্ধ

রাজ্যসেরা পুলিশ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : রাজ্যসেরা পুরস্কার এল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের ঝুলিতে। ২০২৩ সালে আইনশৃঙ্খলাজনিত একাধিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় এই স্বীকৃতি। বছরভর জেলা পুলিশ কতটা দক্ষতার ছাপ রাখতে পেরেছে, সেই সংক্রান্ত রেকর্ড দেখেছে রাজ্য পুলিশের এক বিশেষ প্রতিনিধিদল। ওই প্রতিনিধিদল ২০২৪ সালে এসেছিল আলিপুরদুয়ারে। সদস্যরা পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের রেকর্ড খতিয়ে দেখেন। শুক্রবার এই পুরস্কারপ্রাপ্তির ঘোষণার পর জেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। তাঁর কথায়, 'জেলার মানুষের সহযোগিতা ছাড়া পুরস্কার পাওয়া সম্ভব ছিল না।'

২০২৩ সালে একাধিক বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেয় জেলা পুলিশ। এরমধ্যে রয়েছে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান, পুরোনো মামলার নিষ্পত্তি, সাধারণের সঙ্গে পুলিশের সুসম্পর্ক তৈরি, দ্রুত পদক্ষেপ করা ইত্যাদি।

জলপাইগুড়ি রোড ও শিয়ালদহর মধ্যে নতুন ট্রেনের প্রবর্তন

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে শিয়ালদহ এবং জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যে নতুন ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধনী যাত্রা জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৪-০৬-২০২৫-এর ১৪.০০ ঘণ্টায় অর্থাৎ ০৩১১৬ জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ উদ্বোধনী স্পেশাল (একমুখী) ট্রেনটি শুরু হবে।

উদ্বোধনী চলাচল

স্টেশন	03116 জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ উদ্বোধনী স্পেশাল		
	আগমন	প্রস্থান	দিন
জলপাইগুড়ি রোড	–	১৪.০০	শনিবার
নিউ জলপাইগুড়ি	১৫.০০	১৫.১০	
আলুয়াবাড়ি রোড	১৬.১০	১৬.১২	
কিষাণগঞ্জ	১৬.৪৫	১৬.৪৭	
বারসোই জং.	১৭.৪০	১৭.৪২	
সামসি	১৮.৪৩	১৮.৪৫	
মালদা টাউন	১৯.৫৫	২০.০৫	
নিউ ফারাক্কা জং	২০.৪৫	২০.৪৭	
জঙ্গিপুর রোড	২১.৩৮	২১.৪০	
আজিমগঞ্জ জং.	২২.৩৫	২২.৪০	
বহরমপুর কোর্ট	২৩.১৫	২৩.১৭	
কৃষ্ণনগর সিটি জং.	০১.১৩	০১.১৫	রবিবার
রানাঘাট জং.	০২.০০	০২.০২	
নৈহাটি জং.	০২.৫০	০২.৫২	
শিয়ালদহ	০৪.০০	—	

গঠনঃ এসি-৩ টিয়ার (ষোল), শয়ন শ্রেণি (দুই), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (দুই), এসি হট বুফে কার (এক) = ২১টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

মসান বিকেল ৫.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ বন্দিনী, ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.০৫ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.০০ জামাই ৪২০, রাত ৯.৪৫ জিও পাগলা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পিতা মাতা সন্তান, দুপুর ২.০০ গীত সংগীত, বিকেল ৪.৩০ সুন্দর বউ, রাত ৯.৩০ বাজি, ১২.৩০ দেব আই লভ ইউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পরমা, সন্ধে ৭.৩০ নবাব

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অন্নদাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ স্টুডেন্ট নম্বর ওয়ান

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, ২.৪৫ পিঙ্ক, বিকেল ৫.০০ মসান, সন্ধে ৬.৪৫ ভীরে দি ওয়েডিং, রাত ৯.০০ তুম মিলে, ১১.১৫ ভাগ জনি

জি সিনেমা এইচডি : বিকেল ৪.০০ ক্রু, ৫.৪১ রক্ষা বন্ধন, রাত ৮.০০ বনবাস, ১০.৩৫ সিম্বা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.৩১ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ১.৫৬ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৩১ রাউডি রক্ষক, সন্ধে ৭.৩০ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, রাত ১০.২০ বিগ ধমাকা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০০ বঙ্গিস্তান, দুপুর ১.১৭ নাম শবানা, বিকেল ৩.৫১ মনমর্জিয়া, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০০ সত্য প্রেম কি কথা, ১১.২৮ ওমেরতা

জি সিনেমা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ দুপুর ১২.০০ জি সিনেমা এইচডি

পরমা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

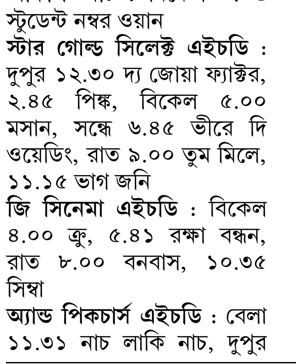

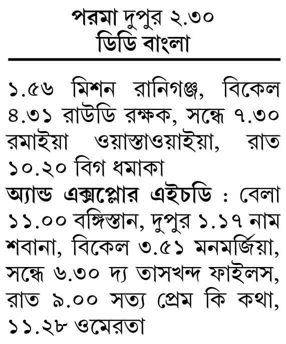

শাল পাতায় ভাপা চিকেন এবং বাটার বাগদা কারি তৈরি শেখাবেন বরুণ সেনগুপ্ত এবং অর্চিস্মান সেনগুপ্ত। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

৭ বছর বন্ধ পশুখাদ্য পরীক্ষাগার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন : সাত বছর আগে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ঘটা করে উদ্বোধন করা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের একমাত্র পশুখাদ্য পরীক্ষাগারের। কিন্তু প্রয়োজনীয় চিকিৎসক এবং টেকনিসিয়ান না থাকায় আজও চালুই করা যায়নি সেই পরীক্ষাগার। জলপাইগুড়ির নয়াবস্তিতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরে আজও তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে পশুখাদ্য পরীক্ষাগারটি। রাজ্য সরকারের অডিট রিপোর্টেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কোটি কোটি টাকার সরঞ্জাম এনে কেন পশুখাদ্য পরীক্ষাগার তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে? এই দপ্তরের অধীনেই পশুরোগ বীক্ষণাগারের আরেক আঞ্চলিক ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ানের অভাবে খুঁড়িয়ে চলছে।

পশুখাদ্য পরীক্ষাগার বন্ধ থাকায় এদিকে পশুখাদ্যে ভেজাল ধরা যাচ্ছে না। ক্রেতা সুরক্ষা সমিতি থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পোলট্রি মুরগিকে কী খাবার খাওয়ানো হচ্ছে যে, ডিমের স্বাদই বদলে যাচ্ছে। এমনকি একেক পোলট্রি ফার্মের মুরগির মাংসের স্বাদ একেকরকম হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

জলপাইগুড়ি প্রাণীসম্পদ বিকাশ অফিসে তালাবন্ধ পশুখাদ্য পরীক্ষাগার।

জলপাইগুড়ির প্রাণীসম্পদ দপ্তরে আগে থেকেই পশুরোগ বীক্ষণাগার চালু রয়েছে। এখানে গবাদিপশুর ও বন্যপ্রাণীর মলমূত্র, রক্তের নমুনা পরীক্ষা করার ল্যাবরেটরি আছে। এমনকি একজন সহকারী অধিকর্তা (ভেটেরিনারি রিসার্চ অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ) সহ হাতি চিকিৎসা বিষয়ক একজন মহিলা চিকিৎসক রয়েছেন। অথচ উপ অধিকর্তার পদে স্থায়ী কেউ না থাকায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডাঃ সুবোধ পালকে অস্থায়ী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই আঞ্চলিক বীক্ষণাগারে চারজন ল্যাব টেকনিসিয়ান, দুজন টেকনিসিয়ান অ্যাটেনড্যান্ট, একজন পিওন কাম ক্লিনার পদে কেউ নেই। ফলে এখানে সাধারণ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হলেও অধিকাংশ জটিল পরীক্ষার জন্য নমুনা কলকাতার বেলগাছিয়ায় রাজ্য গবেষণাগারে পাঠানো হচ্ছে।

অন্যদিকে কয়েক কোটি টাকার অত্যাধুনিক পশুখাদ্য পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এনে উদ্বোধন করা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক পশুখাদ্য পরীক্ষাগার। কিন্তু উদ্বোধনের পর চালুই হয়নি পরীক্ষাগার। কারণ প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, ল্যাব টেকনিসিয়ান পদে কাউকেই নিয়োগ করা হয়নি। ফলে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ফিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি।

জলপাইগুড়ি ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির মুখপাত্র তপন চক্রবর্তী বলেন, 'এই ধরনের পশুখাদ্য পরীক্ষাগারে পশুখাদ্যের গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা যে পোলট্রির ডিম খাই, অনেক সময় সেই ডিমের স্বাদ পাই না। ভালোমতো সেদ্ধও হয় না। এমনকি পোলট্রির মুরগিকে যা খুশি খাইয়ে ওজন বাড়ানো হচ্ছে। কী পশুখাদ্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু পরীক্ষাগারটি বন্ধ থাকায় তা হচ্ছে না।' সম্প্রতি দপ্তরের জেলা অফিসে অডিটের টিম এসেছিল। তারা প্রশ্ন তুলেছে, কেন বিপুল পরিমাণ অর্থের সরঞ্জাম কিনে পরীক্ষাগারটি তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে?

জলপাইগুড়ি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ অধিকর্তা ডাঃ সুবোধ পাল বলেন, 'পশুখাদ্য পরীক্ষাগার চালু করার জন্য রাজ্যকে জানানো হয়েছে। পশুরোগ বীক্ষণাগারে আরও কর্মী চেয়ে আবেদন করা হয়েছে।'

এক গাছে ৩ প্রজাতির আম

সাফল্য আলিপুরদুয়ারের শিক্ষকের

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৩ জুন : বারবিশা লাগোয়া জোড়াইয়ের বাসিন্দা উত্তমকুমার সাহার ফলের বাগানে একই গাছে তিন প্রজাতির আম পাড়াপড়শিদের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে বাড়ি লাগোয়া প্রায় ১৫ ডেসিমাল জমিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রজাতির আম, মালটা, লংগান, মুসম্বি, কামরাঙা ফলিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়াই হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক উত্তমকুমার সাহা। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চায় রয়েছে একটি গাছে তিন রকমের আমের একসঙ্গে হওয়া।

উত্তমের কথায়, 'থাইল্যান্ডের ব্যানানা ম্যাঙ্গো, কিং অফ চাকাপাত ম্যাঙ্গো এবং ভারতীয় অরুণিমা ম্যাঙ্গো গ্রাফটিং করে তিনি ওটি তৈরি করেছি। যার ফলে একটি গাছেই তিন রকমের আম হচ্ছে। আর মজার ঘটনা এতে তিন প্রজাতির আমের স্বাদ, গন্ধ এবং পুষ্টিগুণের এতটুকুও হেরফের হয়নি।' জোড়কলমের আরেকটি গাছে দক্ষিণ আফ্রিকার ফোর কেজি ম্যাঙ্গো এবং থাইল্যান্ডের ব্যানানা ম্যাঙ্গো ফলিয়েছেন বলে তিনি জানান। বাগানজুড়ে কলমের চারাগাছের মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ডের কিউজাই, কাটিমন, রেড আইভরি, জাপানের মিয়াজাকি, বাংলাদেশের গৌড়মতি, বারি ফোর, ভারতের আম্রপালি, পুশাসুরিয়া, অরুণিকার মতো ১৪টি প্রজাতির আম। এছাড়াও দক্ষিণ চিনের ডায়মন্ড রিভা ও পিংপং লংগান, বাংলাদেশের বারি-১ মাল্টা, ভারতের কামরাঙা, কাঁঠাল, মুসম্বি ফলের গাছে ভরে রয়েছে বাগান।

নিজের ফলের বাগানে আম গাছের পরিচর্যায় শিক্ষক উত্তমকুমার সাহা।

উত্তমের স্ত্রী শিখা সাহা বলেন, 'মেয়ে ঊর্মির উৎসাহে করোনাকালে ২০২১ সালে বাড়ির পেছনের নীচু জমি মাটি দিয়ে ভরাট করে ফলের বাগান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। টানা চার বছরের চেষ্টায় ফলের বাগান একটা জায়গায় এসেছে। যখন ফলগুলো দেখি, এত পরিশ্রম সার্থক হতে দেখে আনন্দে মন ভরে যায়।'

এদিকে উত্তমকে দেখে জোড়াই হাইস্কুলের সহশিক্ষক বিকাশ সাহাও বাড়ির ছাদ বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির আমের চারাগাছ লাগিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি যতই চারাগাছ লাগাই ওঁর ফল বাগানের জবাব নেই।' জোড়াই কালীমাঠ এলাকার বাসিন্দা বর্ণালি দাস জানান, স্যারের আম বাগানের কথা সবার মুখে মুখে এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় ষাটোর্ধ্ব হলধর সরকারের কথায়, 'প্রতিবেশী উত্তমের সৌজন্যে দেশ-বিদেশের আম খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি।' একই কথা বলেন নবতিপর রূপসুন্দর তালুকদারদের মতো পড়শিরা। পাড়ার খুদে দেবাংশু বিশ্বাস, ডোনা বিশ্বাস, স্বার্থিকা দাসরাও মুখিয়ে থাকে উত্তম জেঠুর বাগানের গাছ পাকা আমের দিকে।

বাংলাদেশিকে আশ্রয় দিয়ে ধৃত

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৩ জুন : ২১ মে সীমান্ত পার করার আগেই ধরা পড়েছিল এক বাংলাদেশি তরুণ। সীমান্ত পারাপারের আগে বালুরঘাটের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সে। সেই ঘটনার পর থেকে আশ্রয়দাতা গা-ঢাকা দিয়েছিল। শুক্রবার হরিরামপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

বালুরঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম ইজিকেল সরেন (৪২)। বাড়ি বালুরঘাটের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমরাইলে। তার বাড়ি থেকে গতমাসে ওই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বালুরঘাটের আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'হরিরামপুর ব্লকের এক গ্রামে লুকিয়েছিল ওই ব্যক্তি। এদিন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

নথিপত্র ছাড়া কয়েক মাস আগে সীমানা পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিল আবু জাফর গাফারি। ২১ বছর বয়সি ওই তরুণ সারা ভারতে অবশ্য ঘুরেছে সোপাল বর্মন নাম নিয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, সে ভারতের নাগরিকদের সহায়তায় বেঙ্গালুরু, মুম্বই সহ দেশের নানা প্রান্ত চষে কলকাতা হয়ে চিঙ্গিসপুর দিয়ে ফের অবৈধভাবে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করে। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। বালুরঘাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে জাফরকে।

তার আগে ওই তরুণ ইজিকেলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তরুণের গ্রেপ্তারির সময় থেকে বাড়ির মালিক পলাতক। এতদিন পরে শুক্রবার তার সন্ধান পায় পুলিশ। হরিরামপুরের একটি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভারতে এসে নাম ভাঁড়িয়ে সারা ভারত ঘুরে ফেলল। অথচ ফেরার সময় ধরা পড়ল। এই ঘটনায় দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২৫২ কিমি বাংলাদেশ সীমানাবেষ্টিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আসা-যাওয়া কার্যত জলভাত। এই জেলার সীমান্তকে সেফ করিডর হিসেবে ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা। ওপার বাংলা থেকে এদেশে আসার নেপথ্যে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

যা হয়েছিল

- সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে কয়েক মাস আগে ভারতে ঢোকে ওই বাংলাদেশি তরুণ
- নাম ভাঁড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন বড় শহরে ঘোরার পর বালুরঘাটে আসে
- সেখানের এক বাসিন্দার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল
- তরুণের গ্রেপ্তারির পর থেকে গা-ঢাকা দিয়েছিল সেই বাড়ির মালিক

রঙিয়া ডিভিশনে পে এবং ইউস শৌচালয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউস শৌচালয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: পিএনইউ-আরএনওয়াই২-২০২৫। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় (সকল লট): ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়।**

ক্রম নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	পিএনইউ-আরএনওয়াই-জিডিআর-টিওআই-৩৪-২৪-২ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	রঙিয়া ডিভিশনের গোরেশ্বর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।
এএ/২	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-টিওআই-১৮-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	নাহারলাগুন রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয়ের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/৩	পিএনইউ-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-টিওআই-৬-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির লাইসেন্স প্রদান।
এএ/৪	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-টিওআই-৩৫-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	বরপেটা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।
এএ/৫	পিএনইউ-আরএনওয়াই-বিজেএফ-টিওআই-৪-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	বিজনী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির লাইসেন্স প্রদান।
এএ/৬	পিএনইউ-আরএনওয়াই-এনএমএম-টিওআই-৭-২২-২ (পে অ্যান্ড ইউজ-টয়লেট)	নিউ মিসামারী স্টেশনের পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয় চুক্তির লাইসেন্স প্রদান।

লট বন্ধের তারিখ এবং সময়: ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৩:২০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTIFICATION

Following plot(s) of land owned by Scheduled Tribe Raiyat(s) is/are proposed to be alienated/ transferred in favour of non-tribal purchaser(s) by their respective recorded owners. If any person(s) belonging to Scheduled Tribe community is/are willing to purchase the said property, may submit application in writing along with photocopy of their ST certificate to office of the undersigned within 15 days of issuance of this notification. Any individual/organization having any compliant/demand/concern about the proposed transfer may also file written submission within 15 days of issuance of this notification.

Sl. No.	Name of Raiyat	Mouza	Khatian No.	Plot No.	Quantum	Consideration Price
1	Sri Fulu Byadh	Churabhandar Maynaguri Block (JL No. 78)	LR-1920	LR-2319 RS-2273	0.13 Acre	₹8,00,000.00
2	Sri Nibil Iswarary & Smt. Snehalata Iswarary	Kharia, Sadar Block, JL No. 07	LR-330 & 331	LR-386	953 sq. ft flat	₹13,00,000.00

Dated: The 13th June, 2025

Sd/-
Revenue Officer
Under Chapter-IIA of W.B.L.R. Act. 1955
Jalpaiguri

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

Requires Sales/ marketing person with two wheeler for water tank. M-9832917729

•

একজন অভিজ্ঞ DTP অপারেটর চাই, শিলিগুড়ি। M : 8250310051. (C/116912)

অ্যাফিডেভিট

I, Johnson Oraw S/o Barsel Oraw, resident of Kheripara, P.O.- Manuaganj, G.P.- Majhiali, P.S.- Bhorer Alo, Dist- Jalpaiguri, Declare that my Actual name is " Johnson Oraw" but my name has been wrongly recorded as "Julsshan Oraon" in place of "Johnson Oraw" in my Aadhaar Card, Vide Aadhaar SL No. 927064047556. I have familiared with everybody as "Johnson Oraw" by the Affidavit of EM Court of Jalpaiguri on 14/05/2025 & I am swearing this Affidavit for the purpose of correction of my 1st name and my last name. (C/113516)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই, থাকা ফ্রি খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা - M - 9832268306 (C/116820)

অ্যাফিডেভিট

I, Goutam Chatterjee S/o- Kanai Lal Chatterjee, R/O. Kaliyaganj, U.D. have corrected my name as Goutam Kumar Chatterjee, vide Affidavit No. 1451 dtd. 25.03.25 for all future purposes of my son Biswajit Chatterjee and me. (C/116921)

•

DL No. WB 71 2008 0077593 এ বাবার নাম LT B KR NAG আছে। গত 13.06.2025 তাং নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হতে অ্যাফিডেভিট বলে LATE BHUPENDRA KR NAG এবং LT B KR NAG একই ব্যক্তি। (C/116624)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No.:-07/BDO/Phd/2025-26, Dated : 11/06/2025, Memo No :-1256/Dev./ Phd, Date:11/06/2025, Last date for Submission of Bids-18/06/2025 upto 4.00 PM. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

NOTICE INVITING e-TENDER

Name of the work : Civil Work in Cremation ground at ward no. 01 to 06 under Tufanganj Municipality area. **NIT No. TUFANGANJ/03/2025-26 ID: 2025_MAD_863724_1, 2025_MAD_863724_2, 2025_MAD_863724_3, 2025_MAD_863724_4, 2025_MAD_863724_5, 2025_MAD_863724_6, 2025_MAD_863724_7, 2025_MAD_863724_8,** Memo no- 489, dt. 12.06.2025. Start date of dropping tender- 05.30 P.M. on 13.06.2025 to last date of dropping tender 05.30 P.M. on 27.06.2025. Tender opening date at 03.30 P.M. on 02.07.2025. Details will be available at office Notice Board & web portal http://wbetenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.-Tufanganj,
Dist.- Cooch Behar

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২১_২৫-২৬ তারিখ: ১১-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ইএল_টিআরডি_২১_২৫-২৬। কাজের নামঃ বালুরঘাটের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ-বালুরঘাট স্টেশনে একটি স্টাবলিং লাইনের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৩,৩৮,০১৪.৭৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১০-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **ক্রম নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** নিউ বঙ্গাইগাঁও – ১৭-০২-২০২৪ তারিখে আগুন লাগার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্টোর গোডাউন, ১০ নং ওয়ার্ডের প্রস্তাবিত মেরামত। **টেন্ডার মূল্য:** ৭২,৮৪,৭৬২.৫৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৪৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলা ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ভালো খবর পেতে পারেন। স্কুলজীবনের কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। **বৃষ :** প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। **মিথুন :** বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়বে। কাউকে উপকার করে সমস্যায় পড়তে পারেন। **কর্কট :** ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্কবিতর্ক। বন্ধুকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। **সিংহ:** উচ্চশিক্ষায় টাকার সমস্যা কেটে যাবে। হাড়ের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। **কন্যা :** কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। **তুলা :** কথাবার্তা সাবধানে বলুন। বাড়ির মূল্যবান কোনও জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। **বৃশ্চিক :** বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের আগমনে আনন্দের হাট। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **ধনু :** সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হতে পারেন। **মকর :** ঘরের কোনও কথা বন্ধুকে বলবেন না। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **কুম্ভ :** দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে উপকৃত হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। **মীন :** বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা মিটে যাবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ জুন, ২০২৫, ৩০ জেঠ, সংবৎ ৩ আষাঢ় বদি, ১৭ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২০। শনিবার, তৃতীয়া দিবা ২।৩৮। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪১। ব্রহ্মযোগ দিবা ১।১৪। বিষ্টিকরণ দিবা ২।৩৮ গতে ববকরণ রাত্রি ২।২৮ গতে বালবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৫।১০ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১১।৪১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১১।৪১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ২।৩৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও ৪।৩৯ গতে ৬।২০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৯ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।৪১ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৬ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিবাহ- রাত্রি ৭।৩৯ গতে ১১।৪১ মধ্যে ধনু মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ পরে রাত্রি ২।৫৯ মধ্যে কুম্ভ মীন ও মেষলগ্নে সুতহিবুকযোগ যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৮ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২০ গতে ১।২৮ মধ্যে ও ২।৫৩ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবানীপুরে খুন

ভবানীপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় সোনার কারিগরকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

দমদমে বচসা

আরপিএফ ও যাত্রীদের মধ্যে বচসার জেরে দমদম স্টেশনে ধুন্ধুমার কাণ্ড। মারাত্মকভাবে জখম হলেন দুই যাত্রী। মাথা ফাটল আরপিএফ কর্মীর। ঘটনায় হতবাক প্রত্যক্ষদর্শীরা।

নিখোঁজের হদিস

২২ বছর আগে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন কাটোয়ার তরুণ। এতদিন পর বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ভবঘুরে অবস্থায় কলকাতায় তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখে পুলিশ চিকিৎসা করায়।

নিষিদ্ধ টোটো

নিউটাউনের বড় রাস্তায় টোটো ও ই-রিকশা নিষিদ্ধ করল পুলিশ। বিধাননগর ট্রাফিক কমিশনারেট এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। দুর্ঘটনা আটকাতে এই পদক্ষেপ।

আলোর খেলা... শুক্রবার গঙ্গার ঘাটে। আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প চালু রাখতে ইতিমধ্যে খরচ প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকা

কলকাতা, ১৩ জুন : কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ'র বকেয়া টাকা মেটানো নিয়ে রাজকোষে বাড়তি চাপের আশঙ্কা রয়েছে নবান্নের। এটা দিতে গেলে সরকারকে এখনই প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা রাজকোষ থেকে বের করতে হবে। সরকারের বর্তমান আর্থিক সংকটকালে রীতিমতো ভাবাচ্ছে নবান্নের অর্থ দপ্তরকে।

কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে টাকা জোগাড়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে ওই দপ্তরকে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আর্থিক চাপ নিতে হচ্ছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো সামাজিক প্রকল্পকে নিয়মিত চালু রাখতে। তারই মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ও উপভোক্তা বাড়ানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের ভাবনার কথাও নবান্নের অর্থ দপ্তরকে মাথায় রাখতে হচ্ছে। গত বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। এজন্য সরকারকে ৪৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। তার পরেও রাজ্যের আরও মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতার টাকাও বাড়ানো হতে পারে বলে নবান্নে প্রশাসনিক মহলের একাংশ মনে করছেন। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে এই ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপও করতে পারে বলে প্রশাসনের অনেকের ধারণা।

ভাবছে সরকার

- রাজ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন
- এজন্য সরকারকে ৪৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে
- আরও মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ভাবা হচ্ছে
- ভাতার টাকা বাড়ানোর চিন্তাভাবনাও চলছে বলে খবর
- বিধানসভার আগেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা

শুক্রবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অবশ্য ওই পথে হাঁটেননি নারী ও শিশু সমাজকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা। পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়কের এক প্রশ্নের উত্তরে শশী জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পেয়েছেন। এজন্য সরকারের খরচ হয়েছে ৪৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। ৬০ বছর বয়স হলে ওই মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৮৩৭ জনকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে 'বার্ধক্য ভাতা' দিচ্ছে সরকার।

বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চাকরিহারারা

কলকাতা, ১৩ জুন : বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারাদের আমরণ অনশনের ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হল শুক্রবার। একইসঙ্গে এদিন দুপুরে বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিজেদের দাবিদাওয়া জানাল তাঁদের ৫ জনের প্রতিনিধি দল। অধ্যক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই দাবি করেছে তারা। পাশাপাশি ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকিকেও নিজেদের দাবি জানিয়েছে এই প্রতিনিধি দল। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে তাঁদের সমস্যার কথা প্রস্তাব আকারে পেশ করার জন্যই বিধায়কদের অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

সেন্ট্রাল পার্কে অনশনে চাকরিহারারা। শুক্রবার।

'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর তরফে আগেই ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বিধানসভাতেই তাঁদের সঙ্গে এদিন সাক্ষাৎ করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ওএমআর শিটে মিরর ইমেজ প্রকাশ, রিভিউ পিটিশনের শীঘ্রই ব্যবস্থা করা, আইনি প্রক্রিয়া শেষের আগে পরীক্ষার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা, 'যোগ্য'-'অযোগ্য'-র পৃথক তালিকা প্রকাশ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এই পাঁচদফা দাবি অধ্যক্ষের কাছে জানিয়েছেন চাকরিহারারা। সাক্ষাতের পর তাঁরা দাবি করেন, 'অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সমস্ত কাজ হচ্ছে। সরকারের তরফে সব ধরনের সহযোগিতা আমাদের করা হবে।'

তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি চাকরিহারাদের। শিক্ষিকা সংগীতা সাহা বলেন, 'বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গেও সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলাম। তবে সেই সুযোগ মেলেনি।' অবশ্য নৌশাদ সিদ্দিকি চাকরিহারাদের সমস্যা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি বিধাননগর (উত্তর) থানার তলবে এদিন হাজিরা দিয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ।

কুকথার তোড় গণতন্ত্রের মন্দিরে

হুমায়ুনের মন্তব্যে বাধা সংখ্যালঘু বিল আলোচনায়

কলকাতা, ১৩ জুন : সংখ্যালঘু কমিশন বিল নিয়ে আলোচনায় তৃণমূলের ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মুখে 'মোদির বাচ্চা' মন্তব্যে শোরগোল বিধানসভায়। হইচইয়ের জেরে বিল নিয়ে আলোচনা গেল হারিয়ে। শাসক-বিজেপির তর্জায় শুধুই চর্চা আটকে রইল অশালীন শব্দের ব্যবহারে।

সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য সংখ্যা ও কয়েকটি পদের সংশোধনী সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বিধানসভায়। সেই আলোচনায় অংশ নিয়ে শাসক দলের বিধায়ক প্রাক্তন পুলিশ কর্তা হুমায়ুন কবীর এনআরসি, সিএএ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গেই রাজ্যে বিজেপির ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। ইদানীং নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজেকে 'মোদির বাচ্চা' বলে দাবি করে থাকেন। রাজ্যে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে এদিন নাম না করে কবীর বলেন, 'আপনারা তো কথায় কথায় নিজেদের মোদির বাচ্চা বলেন।' হুমায়ুনের এই মন্তব্যে ফুঁসে ওঠেন বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে গুটিকতক দলীয় বিধায়কদের নিয়ে অধিবেশন কক্ষে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগেন তিনি। বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে অবিলম্বে এই শব্দবন্ধকে বাদ দিতে এবং বিধায়ককের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য অধ্যক্ষের কাছে দাবি জানান। বৃহস্পতিবার কালীঘাটে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় পুলিশকে উদ্দেশ্য করে হাওয়াইচটি দেখিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'বিজেপির নেতারাও কিছু কম যান না। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজে যেভাবে পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করেছেন ও চটি দেখিয়েছেন তার জবাব কে দেবে?' অধ্যক্ষের কাছে শংকরের দাবি, বিষয়টি বিধানসভার বাইরের। তা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে কেন? যদিও অধ্যক্ষের সাফাই, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য যে অভিযোগ করেছেন সেটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। আমরা সবাই দেখেছি। ফলে তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। অধ্যক্ষের এই মন্তব্যে পালটা কটাক্ষ করে শংকর বলেন, 'শাসক হলে বাইরে যা খুশি বলা যায়। এটাই অধ্যক্ষের আইন। অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে এত পক্ষপাতমূলক আচরণ যে করা যায়, তা এই অধ্যক্ষকে না দেখলে বিশ্বাস হত না। বিধায়ককে সতর্ক করা দূরে থাক, এধরনের অশালীন মন্তব্য করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করে পালটা যুক্তি খাড়া করতে চাইছেন মন্ত্রী। এটা অপরাধকে লঘু করে দেখানো ছাড়া কিছু নয়।'

বিতর্ক যেখানে

- তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন পুলিশ কর্তা হুমায়ুন কবীর এনআরসি, সিএএ থেকে শুরু করে ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেন
- শুভেন্দুর কথার রেশ ধরে নাম না করে পদ্ম বিধায়কদের মোদির বাচ্চা বলেন
- আর এই মন্তব্যেই ফুঁসে ওঠেন দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ

ধান কিনতে জিপিএস ব্যবহার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ জুন : চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজে ব্যবহৃত লরি সহ বিভিন্ন যানে জিপিএস প্রযুক্তি চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। ধান কেনায় আরও বেশি স্বচ্ছতা আনতেই আধুনিক এই প্রযুক্তি চালুর ভাবনা সরকারের। সরকারি শিবিরগুলিতে ধান কেনা ও সেখান থেকে বিভিন্ন চালকলগুলিতে তা যাওয়ার পথে মাঝেমধ্যেই নানা অভিযোগ ওঠে। সরকারের ধান কেনার পরে যাতে স্বচ্ছতা পুরোপুরি বজায় থাকে, সেইজন্যই এই আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গাড়ি ব্যবহার করার ভাবনা বলে শুক্রবার খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান। তিনি জানান, ধান নিয়ে যাওয়ার গাড়িগুলির ওপর যাতে প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখা যায় তার জন্যই এই জিপিএস ব্যবহার। উত্তরবঙ্গে জিপিএস ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারি পর্যায়ে কথা শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সরকারের ধান কেনায় একশো শতাংশ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে যা করার দরকার, খাদ্য দপ্তর সেই পদক্ষেপই করবে।

বিশেষ উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

মন্ত্রী জানান, এবার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনায় খাদ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার পথে। যা প্রায় রেকর্ড বলা যেতে পারে। ৫৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ইতিমধ্যেই চাষিদের কাছ থেকে সরকার গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫৫.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কিনেছে। তবে মন্ত্রীর অভিযোগ, এফসিআই ও কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য লক্ষ লক্ষ টন ধান কিনেও রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন দিল্লি থেকে টাকা পাচ্ছে না। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের এই খাতে এখনও পর্যন্ত পাওনা প্রায় ৭ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা। বারবার চিঠি ও তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও দিল্লি ওই বকেয়া অর্থ দিচ্ছে না। রাজ্যকেই টাকা দিয়ে কেন্দ্রের জন্য ধান কিনতে হচ্ছে। এটা রাজ্যের ওপর একটা উপরি আর্থিক চাপ। হঠাৎ এবার ধান কেনার মরশুমের শুরুতে কেন্দ্র জানায়, রাজ্যের কাছ থেকে ধান কিনবে না তারা। পরে আবার মত বদলে রাজ্যের কাছ থেকে ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ রাজ্যের পাওনা অর্থ মেটানোর কোনও তাগিদই নেই কেন্দ্রের।

তুলসী কাণ্ডের পর শুক্রবার বিধানসভায় ঢোকার মুখে সমস্ত গাড়িকে এভাবেই তল্লাশি করে পুলিশ। সংবাদচিত্র।

তল্লাশির মুখে শাসক-বিরোধী বিধায়করা

কলকাতা, ১৩ জুন : আচমকায় বিধানসভায় নিরাপত্তায় কড়াকড়ি। শুক্রবার বিধানসভায় ঢোকার মুখে শাসক-বিরোধীদের গাড়িতে জোরদার তল্লাশি চালাল বিধানসভার নিরাপত্তা কর্মী ও পুলিশ। ঘটনায় খানিকটা হতভম্ব বিরোধী শিবির। বিরোধীদের আশঙ্কা, বৃহস্পতিবার মহেশতলা কাণ্ড নিয়ে বিধানসভায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ করার জেরেই তাদের হেনস্তা করতে পালটা এই কৌশল নিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশতলা কাণ্ডে বিধানসভার ভিতরেই হিন্দু ধ্বজ ও তুলসী নিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা। অধিবেশন কক্ষের মধ্যেও তারা ধ্বজ নিয়ে ঢুকেছিলেন। যদিও অধ্যক্ষের দাবি, সবকিছুই রুটিনমাফিক করা হয়েছে।

এদিন বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিতে আসা শাসক-বিরোধীদের গাড়ি গেটের মুখে থামিয়ে তল্লাশি শুরু করে বিধানসভার নিরাপত্তাকর্মীরা। যদিও বিরোধীদের দাবি, বেছে

বিধানসভা কড়াকড়ি

বেছে তাদের গাড়িকেই তল্লাশির নামে হেনস্তা করা হয়েছে। বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের অভিযোগ,' ভিতরে ঢোকার সময় আমার গাড়ির ডিকি খুলে চেকিংয়ের নামে দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।' স্পিকারের দাবির সমালোচনা করে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'এটা যদি রুটিন চেকিং হবে, তাহলে অধিবেশনের শুরু থেকে হল না কেন?' বিজেপির একাধিক বিধায়করাও নিরাপত্তার নামে চেকিং নিয়ে সরব হয়েছেন। বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'বিধানসভার ভিতরে কোনও বিজেপি বিধায়ককে বা তৃণমূলেরই কোনও বিধায়ককে কেউ হয়তো টার্গেট করছে কোনও অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটানোর জন্য। ওদের তো অনেক গোষ্ঠী। সেরকম কিছু হলে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপানোটা সহজ। সেই আশঙ্কা থেকেই হয়তো নিরাপত্তা নিয়ে কড়াকড়ি।' তবে বিরোধীদের এই আশঙ্কা উড়িয়ে স্পিকার বলেছেন, 'বিধানসভার নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কে কী নিয়ে ভিতরে ঢুকছেন তা দেখার অধিকার নিরাপত্তারক্ষীদের আছে। তাঁরা যা করেছেন নিয়মের মধ্যেই করেছেন।'

আশ্রয় হারানোর ভয়

কলকাতা, ১৩ জুন : দাদু-ঠাকুমার আমল থেকেই তাঁদের বসবাস ফুটপাথে। কাগজ কুড়ানো কারও জীবিকা। কেউ করেন দিনমজুরি। তাঁদের সন্তানরাও বছরের পর বছর ধরে পড়াশোনা করছে এখানকার স্কুলেই। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ যখন যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁদের এই 'শান্তির সংসার' উচ্ছেদ করতে এসেছিল, তখন প্রায় একশোজন বাসিন্দা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন একযোগে। তাঁদেরই একজন মাম্পি দাস। বছর ২৭-এর মাম্পির প্রশ্ন, 'যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে থাকতে পারবেন? পুরসভা নির্ধারিত বেশিরভাগ রাত্রিনিবাসেই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। মাম্পির বক্তব্য, 'পরিবার ছেড়ে আমরা আলাদা থাকতে পারব না।'

মঙ্গলবার ফুটপাথ সাফাই অভিযানে গিয়ে বেশকিছু জায়গায় বলপূর্বক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন পুরসভার আধিকারিকরা। সেই নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ফুটপাথবাসীরা। কালীঘাটের কাউন্সিলার প্রবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও পর্যন্ত উচ্ছেদ করা হয়নি। পুরসভা একটা প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছে মাত্র। সরকারি আশ্রয়স্থলগুলি তো ব্যবহার করা প্রয়োজন। পথচারীদের অসুবিধা করে রাস্তায় বসবাস মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।'

ফের ভরতপুরের বিধায়ককে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দলের

কলকাতা, ১৩ জুন : ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ফের সতর্ক করল দল। শুক্রবার বিধানসভায় নিজের ঘরে ডেকে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে দলীয় শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্নে চূড়ান্ত সতর্ক করলেন। তৃণমূল পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হুমায়ুনকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দলের তরফ থেকে তাঁকে এটাই শেষ সুযোগ। এরপরও নির্দেশ অমান্য করলে তাঁকে সাসপেন্ড করতে পারে দল। যদিও পরমুহূর্তেই হুমায়ুন বলেন, 'আমি চুনোপুঁটি নেতা। দলকে বলুন আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিতে।'

বেশ কিছুদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ভরতপুরের বিধায়ক। কখনও তাঁর নিশানায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, আবার কখনও তৃণমূল। হুমায়ুনের কথায় বারবার অস্বস্তিতে পড়েছে দল। পরিস্থিতি সামাল দিতে কখনও মুখ্যমন্ত্রী, কখনও দলের পরিষদীয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিকে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তাতে হেলদোল নেই হুমায়ুনের। সম্প্রতি কাশেম সিদ্দিকীকে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ দেওয়া নিয়ে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন হুমায়ুন। দলের সিদ্ধান্তহীনতার জন্যই '২৬-এর বিধানসভা ভোটে সংখ্যালঘু মুসলিমরা তৃণমূলের ওপর আস্থা হারাচ্ছে বলেও সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন তৃণমূলের একাংশ।

নিশানা নেতৃত্বকে

- আমি চুনোপুঁটি নেতা। দলকে বলুন আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিতে।
- কেন বারবার আমাকেই সতর্ক করতে হচ্ছে সেটা শোভনদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

এদিন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে সতর্ক করে বলেন, 'আপনি বারবার সংবাদমাধ্যমে যেসব মন্তব্য করছেন তাতে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আপনি সতর্ক হোন। নাহলে দলকে পদক্ষেপ করতে হবে।' শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সামনে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও কিছুক্ষণ পরই পুরোনো মেজাজে ফিরতে দেখা গিয়েছে হুমায়ুনকে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ও শোভনদেবের উদ্দেশে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে হুমায়ুন বলেছেন, 'কেন বারবার আমাকেই সতর্ক করতে হচ্ছে সেটা শোভনদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।' দল তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা নিলেও তিনি যে তাঁর অবস্থান থেকে সরতে চান না সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন হুমায়ুন।

রায়দান স্থগিত

কলকাতা, ১৩ জুন : চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা শুক্রবার জানিয়ে দেন, এই নিয়ে আগেই একটি মামলার শুনানি হয়েছে। এই মামলাটিকেও পূর্বের মামলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। একত্রে রায়দান করা হবে। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অযোগ্যদের বেতন ফেরত নেওয়ার কথা রাজ্যের। কিন্তু তার পরিবর্তে রাজ্য টাকা দিচ্ছে। পালটা এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে রাজ্য।

এদিন রাজ্যের তরফে মামলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে আবেদনকারীদের আইনজীবী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের যে কোনও নির্দেশ সংবিধান অনুযায়ী পালন করতে হয় প্রশাসনকে। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। এখনও অনেকের বেতন ফেরত নেওয়া হয়নি।'

মহিলা সংশোধনাগারে সৌরশক্তি

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ জুন : সর্বপ্রথম কোনও সংশোধনাগারে চালু হল সৌরশক্তির ব্যবহার। বিদ্যুতের বিল বাঁচাতে এই উদ্যোগ নিল আলিপুর মহিলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। এখানে আগের থেকে মহিলা আবাসিকদের সংখ্যা বেড়েছে। বিভিন্ন সেলে মহিলা আবাসিকরা তাঁদের সন্তান সহ বিচারাধীন বন্দি হিসেবে রয়েছেন। কারা আধিকারিক ও কারারক্ষীরা সর্বদা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। সূত্রের খবর, বর্তমানে এখানে প্রায় ১০০০ আবাসিক রয়েছে। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অত্যন্ত উন্নতমানের। তাই তা পরিচালনা করতে গেলে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সেই খরচ কমিয়ে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নিয়েছে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আরও সংশোধনাগারগুলিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারগুলি আমাদের মূল লক্ষ্য।'

জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি সংস্থার থেকে সম্প্রতি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ করানো হয়েছে। সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানকার আবাসিকদের। তার আগে কীভাবে চালনা করা হবে, সেই প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনাগারে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক ডিভাইস, অত্যাধুনিক জ্যামার, সিসিটিভি সহ উন্নতমানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে। কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, পরিচালনাবাবদ মাসে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হচ্ছিল। তাই সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতের খরচ বাঁচানোর পরিকল্পনা হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার চালু করা হয়েছে। তাতে সাফল্যও মিলেছে। তাই রাজ্যের বাকি সংশোধনাগারগুলিতেও বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌরশক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এতে অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার সম্পর্কেও সদর্থক বার্তা যাবে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ দিয়েছেন পরিবেশবিদরা। বিখ্যাত পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, '১৭-১৮ বছর আগে আমি এই সংক্রান্ত একটি মামলা করেছিলাম। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর বা সরকারি আবাসনগুলিতে বিদ্যুৎশক্তির পরিবর্তে সৌরশক্তি ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেছিলাম। সেই সময় তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি রাজভবনে এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েওছিলেন। পরবর্তীতে কী হয়েছে জানি না। তবে সংশোধনাগারে এই উদ্যোগ অত্যন্ত ভালো। অন্যান্য সংশোধনাগারগুলিও যদি এই বিষয়ে এগিয়ে আসে তা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হবে।'

হাইকোর্টে শুভেন্দু

কলকাতা, ১৩ জুন : মহেশতলায় হিংসা কবলিত এলাকায় যেতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, তিনি একজন বিধায়ক ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে চান। এই প্রেক্ষিতে ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপারকে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন পুলিশ সুপার। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই মহেশতলা কাণ্ডে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন শুভেন্দু। এদিন এই জনস্বার্থ মামলা নিয়ে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তবে সোমবার পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণের কথা জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

জুলাইয়ে উদ্বোধন সার্কিট বেঞ্চের

কলকাতা, ১৩ জুন : আগামী মাসের প্রথম দিকে আবার উত্তরবঙ্গ সফরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ জুলাই জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা। শুক্রবার বিধানসভায় আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকও জানান, ১২ জুলাই জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হতে পারে। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীও থাকতে পারেন।

টুকরো খবর

স্মারকলিপি

সোনাপুর, ১৩ জুন : অবিলম্বে একশো দিনের কাজ শুরু, একশো দিনের শ্রমিকদের হাজিরা বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে শুক্রবার স্মারকলিপি দিলেন সারা ভারত কৃষকসভা ও সারা ভারত খেতমজদুর ইউনিয়নের সদস্যরা। এদিন মিছিল করে তাঁরা পৌঁছান আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে।

বৈঠক

সোনাপুর, ১৩ জুন : আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে শুক্রবার একটি সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ডাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা। বুথ বিভাজন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়।

জখম ৩

হাসিমারা, ১৩ জুন : জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় জখম হলেন তিনজন। শুক্রবার সকালে ৩১সি জাতীয় সড়কের গুরদোয়ারা লাইন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি ভিনরাজ্যের ছোট গাড়ি অসম যাচ্ছিল। রাস্তার সামনে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে।

ঠান্ডা পানীয়

কালচিনি, ১৩ জুন : তীব্র গরমে সকলেই হাঁসফাঁস করছেন। সেজন্য শুক্রবার তৃণমূলের চুয়াপাড়া অঞ্চল কমিটির তরফে চুয়াপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় এবং জল বিলি করা হল। তৃণমূলের চুয়াপাড়া অঞ্চল সভাপতি সাবির লোহরা, মাইনরিটি সেলের চুয়াপাড়া অঞ্চল সভাপতি জামিল খান প্রমুখ বাগানের প্রায় ৫০০ শ্রমিককে ঠান্ডা পানীয় পান করান।

নৃশংস

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ জুন : পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশতলা এলাকায় বৃহস্পতিবার একটি গোরুর পা কেটে দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় তরুণদের সহযোগিতায় প্রাণীটির চিকিৎসা শুরু হয়। শুক্রবার সকালে গোরুটির মৃত্যু হয়।

আবেদন

পলাশবাড়ি, ১৩ জুন : মহাসড়ক তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এখনও পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির ধনেশ বর্মন ক্ষতিপূরণ পাননি বলে দাবি। ক্ষতিপূরণের দাবিতে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক প্রশাসনের কাছে তিনি লিখিত আবেদন জানান।

শিলবাড়িহাটের জঞ্জাল ডাম্পারে করে নদীতে

শিলতোর্ষা যেন ভাগাড়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৩ জুন : দিনকয়েক আগে রাতের অন্ধকারে ডাম্পারে চাপিয়ে নিয়ে এসে জঞ্জাল ফেলা হয়েছিল শিলতোর্ষা নদীতে। শুক্রবার সকালে, দিনের আলোয় ফের একের পর এক ডাম্পার করে জঞ্জাল নিয়ে আসা হয় নদীতে ফেলার জন্য। সেই রাতের মতো এদিনও প্রতিবাদে সোচ্চার হন স্থানীয়রা। নদীতে জঞ্জাল ফেলতে দেওয়া হয়নি। পরে ঘটনাস্থলে আসে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। তখন জানা যায়, এইসব জঞ্জাল নিয়ে আসা হচ্ছিল জেলা পরিষদের শিলবাড়িহাট বাজার থেকে। স্থানীয়দের প্রবল আপত্তিতে নদীতে ফেলানো আগের জঞ্জালও তোলা হয়। পরে সব ডাম্পার অন্যত্র পাঠানো হয়। জেলা পরিষদ অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে, নদীতে আর জঞ্জাল ফেলা হবে না।

পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট বাজারে সম্প্রতি একটি বড় নালা ভরাট করা হয়। সেই নালাতে এতদিন প্রচুর জঞ্জাল জমেছিল। সেইসব জঞ্জালই নদীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এজন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল মহাসড়কের কাজে যুক্ত ডাম্পার। তবে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, 'এভাবে নদীতে জঞ্জাল ফেলা ঠিক হয়নি। এতে সমস্যা হবে বলেই এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করেন। আবার ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দিতে হবে বলে পলাশবাড়ির ওই জঞ্জালও সরাতে হচ্ছে। তবে নদীতে আর জঞ্জাল ফেলা হবে না। অন্যত্র যাতে সেগুলি ফেলানো হয় সেটা দেখা হচ্ছে।'

পুলিশের নির্দেশে শিলতোর্ষা নদী থেকে তোলা হচ্ছে জঞ্জাল। শুক্রবার পলাশবাড়িতে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২ জুন। সেদিন সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি কয়েকটি ডাম্পারে করে জঞ্জাল নিয়ে এসে নদীতে ফেলা হয়। তবে তখন জানা যায়নি যে জঞ্জাল কোথা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। মহাসড়কের কাজের জন্য এই নদী থেকেই বালি, পাথর, মাটি ডাম্পারে করে নেওয়া হচ্ছে। দিন-রাত ডাম্পার চলছে। তার মধ্যে কোথা থেকে কোন ডাম্পার আসছে, তা বোঝা মুশকিল। মাঝে কয়েকদিন জঞ্জাল ফেলাও হয়নি। কিন্তু এদিন সকালে ফের ৪টি ডাম্পারে করে জঞ্জাল নিয়ে আসা হয়। স্থানীয়রা ডাম্পারগুলিকে আটক করেন। তখন এক ডাম্পারচালক আনন্দ প্রসাদ জানান, এই জঞ্জালগুলি পলাশবাড়ি থেকে আনা হচ্ছে। কে এভাবে নদীতে জঞ্জাল ফেলানোর নির্দেশ দিয়েছে তা স্পষ্ট করেননি ওই চালক।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। তখন মহাসড়ক নির্মাণকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও স্থানীয়দের উপস্থিতিতে পুলিশের মধ্যস্থতায় ঠিক করা হয় যে, জঞ্জাল কোনওভাবেই নদীতে ফেলা যাবে না। এর আগে যেসব জঞ্জাল নদীতে ফেলা হয়েছিল সেগুলিও আর্থমুভার দিয়ে সরিয়ে নিতে হবে। পরে ৮-১০টি ডাম্পারে করে সব জঞ্জাল অন্যত্র নেওয়া হয়। তবে এখন ওইসব জঞ্জাল কোথায় ফেলা হবে তা প্রশাসন জানায়নি। সম্ভবত যেখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে সেখানেই সব জঞ্জাল নিয়ে যাওয়া হবে।

সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, এভাবে যে নদীতে জঞ্জাল ফেলা হচ্ছিল তা জেলা পরিষদ বা মহাসড়ক নির্মাণকারী সংস্থার তরফে আগে তাদের জানানোই হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা ওসমান মিয়াঁর কথায়, 'শিলতোর্ষা নদীতে রোজ হাজার হাজার শ্রমিক বালি-পাথর তোলার কাজ করেন। তাঁরা নদীর ধারেই খাওয়াদাওয়া সারেন। অনেক শ্রমিক নদীর জলই পান করেন। কারণ, এই নদী খরস্রোতা। জলও পরিষ্কার। নদীতে জঞ্জাল ফেললে তাঁরা জলপান করবেন কী করে?' আরেক তরুণ বাপ্পা হোসেন বলেন, 'বিভিন্ন প্লাস্টিক, ভাঙা কাচের বোতল, ওষুধের পরিত্যক্ত বোতল, সিরিঞ্জের মতো জঞ্জাল নদীতে নিয়ে আসা হচ্ছিল। এতে নদীর জল দূষিত হবে। তাই আমরা বাধা দিয়েছি।'

আবর্জনার উৎস

- পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট বাজারে সম্প্রতি একটি বড় নালা ভরাট করা হয়
- সেই নালাতে এতদিন প্রচুর জঞ্জাল জমেছিল
- সেইসব জঞ্জালই নদীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল
- এজন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল মহাসড়কের কাজে যুক্ত ডাম্পার

পুরানো হাসিমারায় সার্ক রোডে পুলিশের অভিযান। শুক্রবার।

দখল হটাতে নাছোড়বান্দা পুলিশ

ফের কড়া বার্তা হাসিমারায়

সমীর দাস

হাসিমারা, ১৩ জুন : গত ৯ জুন হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির তরফে পুরানো হাসিমারায় ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। দু'দিনের মধ্যে ফুটপাথ সম্পূর্ণ দখলমুক্ত না হলে সংশ্লিষ্ট দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। এরপর কিছু এলাকার ফুটপাথ দখলমুক্ত হলেও এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকার ফুটপাথ দখলমুক্ত হয়নি। ফলে শুক্রবার ফের এলাকার ফুটপাথ দখলদারদের সতর্ক করতে পথে নামল পুলিশ। এদিন পুরানো হাসিমারার সার্ক রোড, কালচিনি রোড সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে ফুটপাথ দখল করে রাখা ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাদের দোকানে দোকানে গিয়ে ফুটপাথ থেকে সামগ্রী ও সাইনবোর্ড সরিয়ে দিতে বলেন হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন ও অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

এদিন সেখানে দেখা যায়, কারও দোকানের সামগ্রী রাস্তার পাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তো কেউ আবার বালি, পাথরের মতো নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার পাশে ফেলে রেখেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে এদিনের মধ্যে ওসি বলেন, 'আগের দিনের সতর্কবার্তার পরে বেশ কিছু ব্যবসায়ী রাস্তার পাশে ফুটপাথ থেকে দোকানের সাইনবোর্ড ও পণ্য সরিয়ে নিয়েছেন। তবে এখনও অনেকে সতর্কবার্তাকে তোয়াক্কা করেননি। তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।'

তবে তিনদিন আগের পুলিশি সতর্কবার্তা যে কিছুটা কাজে লেগেছে তা কালচিনি রোড দেখলেই বোঝা যায়। গত দু'দিনে ওই রোডে যানজট হয়নি। যদিও, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ দোকানের সামনে ডাবল লাইন, ট্রিপল লাইন করে সারাদিন টোটো ও অটো দাঁড়িয়ে থাকে। পরিস্থিতি এমন যে দোকানে ক্রেতারা ঢুকতেও সমস্যায় পড়েন। অনেকের অভিযোগ অপরিকল্পিতভাবে টোটো ও অটো দাঁড় করিয়ে রাখায় যানজট বেশি হচ্ছে। যদিও এদিন পুলিশের তরফে অটো ও টোটোচালকদেরও সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, দু-একটির বেশি টোটো, অটো যেন দাঁড় না করানো হয়। জয়গাঁগামী সার্ক রোডে ওই সমস্যা প্রকট। তাই সেখানে গিয়ে পুলিশ চালকদের টোটো, অটো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। আগের দিন পুরানো হাসিমারা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রামবিনয় শা যানজটমুক্ত করতে পুলিশের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিলেন। তবে এদিন তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

> আগের দিনের সতর্কবার্তার পরে বেশ কিছু ব্যবসায়ী রাস্তার পাশে ফুটপাথ থেকে দোকানের সাইনবোর্ড ও পণ্য সরিয়ে নিয়েছেন। তবে এখনও অনেকে সতর্কবার্তাকে তোয়াক্কা করেননি। তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।
>
> **সঞ্জীব বর্মন** *ওসি*
> *হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ি*

উদ্ধার করল পুলিশ

ফালাকাটা, ১৩ জুন : বৃহস্পতিবার রাত তখন আড়াইটা। ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়ক একেবারেই ফাঁকা। কিন্তু আসাম মোড়ে তখন মাঝরাস্তায় বেসামাল অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন এক ব্যক্তি। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ফালাকাটা থানার পুলিশের একটি গাড়ি। বেসামাল ব্যক্তিকে দেখে পুলিশের গাড়ি থামে। তখনই আবার আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটার দিকে একটি বাস আসছিল। পুলিশ তড়িঘড়ি সেই বাসটিকে থামায়। তারপর রাস্তায় পড়ে থাকা ব্যক্তিকে সরিয়ে দেয়। এদিন আসাম মোড়ের তরুণ মিঠুন বর্মন বলেন, 'রাতে যে এরকম ঘটনা রাস্তায় ঘটেছে তা বুঝতে পারিনি।' পুলিশের নাইট পেট্রলিং গাড়িতে ছিলেন ফালাকাটা থানার এএসআই দিলীপ সরকার। তাঁর কথায়, 'আমাদের যেতে দু'মিনিট দেরি হলেই বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত। পরে ঠিকানা জেনে রাতেই ওই ব্যক্তিকে রাইচেঙ্গার বাড়িতে আমাদের গাড়িতে করেই পৌঁছে দেওয়া হয়।' পরে অবশ্য হুঁশ ফেরে ওই ভুটভুটিচালকের। রাতে কী হয়েছিল জানতে চাইলে তাঁর বক্তব্য, 'আমি তো বাড়ি ফিরছিলাম। কোথায় যে পড়েছিলাম বলতে পারব না।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উড়ন্ত শৈশব।। মাটিকুন্ডার ঝলঝলিতে ছবিটি তুলেছেন মনীষ দত্ত।

হাতির হানা

ফালাকাটা, ১৩ জুন : হাতির হানায় ভাঙল কলা গাছ। এছাড়া গাছের কাঁঠাল পেড়েও খেল না বুনোটি। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটা ব্লকের পশ্চিম শালকুমার গ্রামে। মাঝরাতে জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি হাতি। গ্রামে এসে নবিয়ার রহমানের বাড়ির পেছনে থাকা গাছের ১৫টি কাঁঠাল শুঁড় দিয়ে নীচে ফেলে দেয় হাতিটি।

বৃদ্ধার দেহ

ফালাকাটা, ১৩ জুন : বাড়ির অদূরে ফালাকাটা-কোচবিহারগামী রেললাইনের পাশে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। মৃতার নাম চিনুরানি গোপ (৮০)। বাড়ি ফালাকাটা পুরসভার গোপনগরে। তবে কেন ওই বৃদ্ধা সেখানে গিয়েছিলেন, সেটা স্পষ্ট নয়।

চুয়াপাড়া চা বাগানে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক আবাসন।

বারবার হানায় সুরিপাড়ায় দিশেহারা চাষিরা

সার্চলাইট নিয়ে গন্ডারকে তাড়া

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৩ জুন : শালকুমারহাটের সুরিপাড়া গ্রামে বারবার গন্ডার ঢুকে পড়ছে। এজন্য রাত জাগছেন গ্রামবাসীদের একাংশ। কারণ, গন্ডারের হামলায় ইতিমধ্যে আমনের বীজতলার ক্ষতি হয়েছে। তবে গন্ডার গ্রামে ঢুকে পড়লে বনকর্মীদের আসার আগেই গ্রামবাসীদেরই কেউ কেউ তাড়া করছেন। বৃহস্পতিবার রাতে গন্ডার ঢুকে পড়েছিল এলাকায়। তখন গ্রামের দুই তরুণ সহ পাঁচজন হাতে সার্চলাইট নিয়ে গন্ডারটিকে তাড়া করেন। তাঁদের দাবি, আধ ঘণ্টার চেষ্টায় গন্ডারটি জলদাপাড়া জঙ্গলমুখী হয়। যদিও বন দপ্তরের দাবি, বনকর্মীরাই গন্ডারটিকে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেন। তবে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলেছে বন দপ্তর।

জলদাপাড়া পূর্বের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিশোইয়ের বক্তব্য, 'এভাবে গ্রামবাসীদের এগিয়ে আসা উচিত নয়। যখন-তখন বিপদ ঘটতে পারে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা গিয়েই গন্ডারটিকে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেন। এখন ওই এলাকায় সন্ধ্যা থেকেই বনকর্মীদের নজরদারি চলবে। আর গ্রামবাসীদের সতর্কতার জন্য মাইকিং করা হবে।'

গন্ডারের হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বীজতলা।

জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের ধইধই ঘাট বিটের পাশেই শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরিপাড়া গ্রাম। এই গ্রামে মাঝেমধ্যে হাতি, বাইসন ঢুকে পড়ছে। কখনও ঘরবাড়ি ভাঙে। কখনও জমির ফসলের ক্ষতি করে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে হাতি, বাইসন আসছে না। তার বদলে গ্রামে ঢুকে পড়ছে একটি গন্ডার। গত সোমবার রাতে গন্ডারটি গ্রামে এসে গোবিন্দ রায়ের আমনের বীজতলা তছনছ করে। কচি ঘাস মনে করে আমনের চারা খেয়ে ফেলে। সেই লোভে গন্ডারটি বৃহস্পতিবার রাতে ফের গ্রামে ঢুকে পড়ে। বিশ্বজিতের বীজতলার ক্ষতি করে। তবে গ্রামের বাসিন্দারা কিছুক্ষণের মধ্যে গন্ডার ঢোকার বিষয়টি বুঝতে পারেন। এই গ্রামে বন দপ্তরের তরফেই বন্যপ্রাণী তাড়ানোর জন্য সার্চলাইট দেওয়া হয়। তাই বেশিরভাগ বাড়িতে সার্চলাইট রয়েছে। গন্ডার ঢোকার খবর পেয়েই হাতে সার্চলাইট নিয়ে গন্ডার তাড়াতে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বজিৎ, প্রীতম বর্মন নামে দুই তরুণ। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন মাঝবয়সি প্রভাত বর্মন, ধরণী বর্মন ও গোবিন্দ রায়। এই পাঁচজনই গন্ডারের পিছু ধাওয়া করেন।

তবে গন্ডার তাড়ানোর এই কাজ তো ঝুঁকিপূর্ণ। তবু কোন সাহসে সেই কাজ হল? বিশ্বজিতের উত্তর, 'আমরা না তাড়ালে তো অনেকের ক্ষয়ক্ষতি বেশি হত। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই গন্ডারের সামনে চলে যাই। গন্ডারটি থেকে আমাদের দূরত্ব ছিল প্রায় দেড়শো মিটার। বারবার সার্চলাইট দেখাতে দেখাতে গন্ডারটি জঙ্গলমুখী হয়।' একই বক্তব্য আরেক তরুণ প্রীতমেরও। আর মাঝবয়সিদের সাহস জুগিয়েছেন বিশ্বজিৎ ও প্রীতম। ধরণীর কথায়, 'ওই দুই তরুণ সামনে ছিল। আমরা ওদের সঙ্গে ছিলাম।' গন্ডারটি জঙ্গলে ঢোকার পর বনকর্মীরা এলাকায় আসেন বলে দাবি স্থানীয়দের। বিশ্বজিতের কথায়, 'আমরা গন্ডারটিকে তাড়ানোর পর এলাকায় আসেন বনকর্মীরা। এভাবে যাতে গন্ডার আর গ্রামে না ঢোকে। সেই নিরাপত্তা বন দপ্তরকে দিতে হবে।'

চা বাগানে নজর কংগ্রেসের

হাসিমারা, ১৩ জুন : নড়েচড়ে বসেছে হাত শিবির। আসন্ন বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে আলিপুরদুয়ার জেলায় একের পর এক কর্মসূচি নিচ্ছে কংগ্রেস। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহরের একের পর এক ইস্যু নিয়ে কংগ্রেস আন্দোলন করেছে। আন্দোলন করেছে মহাসড়কের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ইস্যু নিয়েও। এবার তারা চা বলয়ে জনসংযোগ কর্মসূচিতে জোর দিল। বিভিন্ন বাগানে গিয়ে সমীক্ষা করবেন দলের নেতা-কর্মীরা।

কী থাকবে সেই সমীক্ষায়? দলের নেতারা বলছেন, চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে, বিস্তারিত রিপোর্ট বানিয়ে পাঠানো হবে রাহুল গান্ধির কাছে। যাতে তিনি লোকসভায় চা শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরতে পারেন। আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের তরফে এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'চা বাগান চলো'।

শুক্রবার কালচিনি ব্লকের সাতালি চা বাগান থেকে ওই কর্মসূচির সূচনা হল। এদিন এই উপলক্ষ্যে সাতালি চা বাগানে এসে বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথ। তিনি জানান, জেলার ৬৫টি চা বাগানেই তাঁরা যাবেন। প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা শুনবেন। শান্তনু বলেন, 'এই বাগানটিতে পানীয় জলের তীব্র সমস্যা রয়েছে। পানীয় জলের পাইপ বসানো হলেও জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি। বাগানটিতে চিকিৎসাকেন্দ্র থাকলেও শ্রমিকরা সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না।' এছাড়াও ওই বাগানে সরকারি স্কুল থাকলেও সেখানে সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠন চলছে না। বাগানের শ্রমিকরা জমির পাট্টা পাচ্ছেন না। ন্যূনতম মজুরি চুক্তি কার্যকর না হওয়ায় আর্থিক অনটনে ভুগছেন শ্রমিকরা।

পালিয়ে রক্ষা লছমিদের

কালচিনি, ১৩ জুন : এদিকে হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে বন দপ্তরের তরফে সচেতনতামূলক প্রচার চলছে। আরেকদিকে আবার চা বাগানে হাতির হানা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কালচিনির চুয়াপাড়া চা বাগানে বুনো হাতির হামলা থেকে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল একটি শ্রমিক পরিবার। বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত ১২টা নাগাদ বাগানের ১১/৮৬ পার্টের ৯ নম্বর লাইনে বাগান সংলগ্ন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল থেকে একটি বিশালাকার হাতি ঢুকে পড়ে। হাতিটি বাগানের শ্রমিক লছমি বড়াইকের আবাসনে হামলা চালায়। হাতির হামলা টের পেয়ে রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে যায় শ্রমিক পরিবারটির। আবাসনের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান লছমি, তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ।

বুনোর হামলা

তবে হাতির হানায় ওই শ্রমিকের আধা পাকা ঘরটি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ঘরে থাকা খাদ্যসামগ্রী খেয়ে ফেলে হাতিটি। এরপর অন্য শ্রমিকরা হাতির হানা টের পেয়ে বাইরে এসে পটকা ফাটাতে শুরু করলে হাতিটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

এদিকে ঘর তছনছ হয়ে পড়ায় মাথায় হাত পড়েছে লছমির। তাঁর মন্তব্য, 'সামান্য মজুরি দিয়ে সংসার চালানো দায়। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থায় ঘর সারানোর টাকা পাব কোথা থেকে? বন দপ্তর সাহায্য না করলে আমাদের খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাতে হবে।' হ্যামিল্টনগঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অর্ণব দাস জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বাগানের অন্য শ্রমিকরা জানালেন, ওই বাগানে হাতির হানা নিত্যদিনের ঘটনা। বন দপ্তর যে ক্ষতিপূরণ দেয় তা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আসবাবের বদলে নতুন কেনা তো দূরের কথা, ঘর মেরামত করাও সম্ভব হয় না।

এলাকায় সচেতনতারও সমস্যা রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন বনবস্তি ও চা বাগানে সচেতন করে বলা হচ্ছে কোথাও হাতি ঢুকলে বন দপ্তরকে খবর দিতে হবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে হাতির বাগানে প্রবেশের বিষয়টি বন দপ্তরে জানানো হয়নি।

যৌনকর্মীর সন্তানদের স্কলারশিপ দেওয়ার ভাবনা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : মা যৌনকর্মী। সন্তানকে পড়াশোনা করাতে চান। তবে সেই কাজে অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় টাকার অভাব। তাছাড়া তাঁরা যেখানে থাকেন, সেখানে অনেক সময় পড়াশোনার পরিবেশও থাকে না। এমন পরিবারের সন্তানদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিডব্লিউসি। আলিপুরদুয়ার শহরে যৌনকর্মীদের বসবাস সমাজপাড়ায়। সেই সমাজপাড়ার পড়ুয়াদের একাংশকে বিশেষ স্কলারশিপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সিডব্লিউসি।

বর্তমানে সমাজপাড়ায় প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় কুড়িজন পড়ুয়া রয়েছে। যাদের মধ্যে প্রাথমিকের পড়ুয়া বেশি। কিন্তু তাদের বেশিরভাগকেই পড়াশোনা চালাতে সমস্যায় পড়তে হয়। সেজন্যই সিডব্লিউসি-র এই উদ্যোগ। এ বিষয়ে সিডব্লিউসি-র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'যৌনপল্লি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দুঃস্থ পড়ুয়াদের সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কোথায়, কাদের এই আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে সেবিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।'

তবে সিডব্লিউসি সূত্রে খবর, প্রতি পড়ুয়া পিছু মাসিক চার হাজার টাকা দেওয়া হবে। যৌনপল্লি এলাকায় প্রায় তিন থেকে চারজনকে এই স্কলারশিপ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে পরবর্তীতে সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

একসময় সমাজপাড়ায় একটি অস্থায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। মূলত স্থানীয়রাই সেখানে শিক্ষকতা করতেন। সেসময় যৌনপল্লি এলাকার মায়েরা তাঁদের সন্তানদের একরকম জোর করেই স্কুলে পাঠাতেন। অনেকে ওখানে পড়াশোনার পর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বর্তমানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তবে এখন সেখানে পড়াশোনার সেই আবহ নেই বললেই চলে। অনেকে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওই স্কুলটিও।

- এআই

এবিষয়ে দুর্বার মহিলা সমিতির এক সদস্যা বলেন, 'একসময় পড়াশোনার ভালো পরিবেশ ছিল। অনেকে উচ্চশিক্ষার পর চাকরি করছেন। তবে এলাকা থেকে স্কুলটি উঠে যেতেই পড়াশোনার পরিবেশে ভাটা পড়েছে।' সমাজপাড়ার এক পড়ুয়া বর্তমানে আলিপুরদুয়ার শহরের এক স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। তবে মা কাজে ব্যস্ত থাকায় তাকে দেখার কেউ থাকে না। এছাড়াও পড়াশোনা চালাতে তাকে হিমসিম খেতে হয়। আর্থিক সহযোগিতা পেলে বাইরে গিয়ে টিউশন পড়তে পারবে। একইরকমভাবে আরেক অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ার মা অসুস্থ। ফলে উপার্জন তেমন হয় না। তার পড়াশোনাও প্রশ্নের মুখে। সিডব্লিউসি-র আর্থিক সাহায্য পেলে সমস্যার সুরাহা হবে তারও।

এবিষয়ে সমাজকর্মী ল্যারি বসু বলেন, 'একসময় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সেখানে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ভালো ছিল। তবে সরকারি অনুদানের অভাবে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় সরকারি আর্থিক অনুদান পেলে অনেক সুবিধা হবে।'

> যৌনপল্লি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দুঃস্থ পড়ুয়াদের সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কোথায়, কাদের এই আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে সেবিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
>
> **অসীম বসু**
> *চেয়ারম্যান, সিডব্লিউসি*

কষ্টে রয়েছেন তুরতুরির শ্রমিকরা

শামুকতলা, ১৩ জুন : বাগান বন্ধ হওয়ার পর কোনও সরকারি সাহায্য মেলেনি। মেলেনি বকেয়া মজুরি। এই অবস্থায় চরম অনটনে দিন কাটাচ্ছেন তুরতুরি চা বাগানের শ্রমিকরা। অবিলম্বে সরকারি অনুদান দেওয়া, বাগানে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা সহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার দাবি তুলে শুক্রবার কুমারগ্রামের বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন তুরতুরি চা বাগানের শ্রমিকরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এলাকার তরুণ-তরুণীরাও।

এদিন কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদার সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেওয়ার সময় শ্রমিকরা তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা জানান, ৭টি পাক্ষিক বেতন বকেয়া রেখে মালিকপক্ষ রাতের অন্ধকারে সাসপেনশন

মেলেনি বকেয়া, সরকারি সাহায্য

অফ ওয়ার্কের নোটিশ দিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে। গত ৭ জুন থেকে বাগান বন্ধ। হাতে টাকা নেই। খুবই অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ওষুধ কেনার মতোও আর্থিক সামর্থ্য নেই।

বিডিও বলেন, 'তুরতরি চা বাগানের শ্রমিকরা আমার কাছে একটা লিখিত দাবিপত্র দিয়েছেন। দাবিপত্রটি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাব। সেখান থেকে যা নির্দেশ আসবে সেইমতো পদক্ষেপ করা হবে।'

তুরতুরি চা বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে শ্রম দপ্তর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছিল গত সোমবার। তবে মালিকপক্ষ সেই বৈঠকে না আসায় বাগান খোলা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। বাগানের শ্রমিকরা মালিকানার পরিবর্তনের দাবি তুলেছেন। মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ৮টি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া, ২টি মাসিক বেতন সহ পিএফ, গ্রাচ্যুইটি বকেয়া রেখে বাগান ছেড়ে মালিকপক্ষ চলে গিয়েছে। আরও অভিযোগ, মহিলা শ্রমিকদের দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করিয়ে রাত ১টায় উৎপাদিত চা পাতা ট্রাকে চাপিয়ে পাচার করে দেওয়া হয়েছে।

ওই বাগানে ৫০১ জন শ্রমিক রয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে একবেলা খেয়ে দিন কাটছে অনেকেরই। শ্রমিকদের বক্তব্য, এই অবস্থায় সরকারি অনুদান দেওয়া এবং চা শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য শিবিরের আয়োজন করা খুব জরুরি।

দেওয়ালের গর্তে উধাও নিরাপত্তা

বহিরাগত বা দুষ্কৃতীরা কলেজে ঢুকতে পারবে অনায়াসে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৩ জুন : গভীর রাতে একদল বুনো হাতি বুধবার আলিপুরদুয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজের ক্যাম্পাসে দাপিয়ে বেড়ায়। রায়ডাক নদী পেরিয়ে কলেজের সীমানা প্রাচীরের নীচের বিশাল ফাঁক দিয়ে ক্যাম্পাসের ভিতর একদল বুনো হাতি ঢুকে পড়েছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পর হাতির দলটিকে জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হন সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা। সঙ্গে ছিল শামুকতলা থানার পুলিশ। তবে বুধবারের এমন ঘটনার পর কলেজের নিরাপত্তা নিয়ে এবার বড়সড়ো প্রশ্ন উঠল।

এতগুলি হাতি যদি সীমানা প্রাচীরের নীচের ফাঁক গলে ঢুকে পড়তে পারে তাহলে ওই পথ দিয়ে যে কোনও সময় ক্যাম্পাসে দুষ্কৃতী বা বহিরাগতদের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছে না কেউই। এই অবস্থায় ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। কলেজের এক ছাত্রী সৃজিতা নাগের কথায়, 'এভাবে এতগুলি হাতি কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ার ঘটনার পর আমরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। তাই

আলিপুরদুয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সীমানা প্রাচীরের নীচে রয়েছে ফাঁক।

আশা করছি কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্রুত নিরাপত্তার বিষয়টি সমাধান করবে।'

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাম্পাসের ভিতর বেশ কয়েকজন রাতের প্রহরী রয়েছেন। তাঁরা সারারাত দায়িত্ব সহকারে রাতপাহারা দেন। এছাড়া পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা যেমন রয়েছে, তেমনি সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানো রয়েছে। ফলে কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো বলে কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি। অন্যদিকে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জমির উন্নয়ন সঠিকভাবে না হওয়ায় সীমানা প্রাচীরের নীচে অনেকটা জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে সীমানায় থাকা পাকা বিমের নীচের অনেকটা অংশে প্রায় ২০০ মিটার ফাঁক রয়েছে। সেই জায়গাগুলি যে দ্রুত ভরাট করে নেওয়া প্রয়োজন তা অবশ্য কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ সৌরিশ সান্যাল এবিষয়ে বলেন, 'কলেজের জমিতে ঠিকমতো মাটি ফেলায় খামতি থেকে গিয়েছে। ফলে সীমানা প্রাচীরের প্রায় ২০০ মিটার জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে ওই অংশে দ্রুত মাটি ভরাট করে প্রাচীরের নীচের ফাঁকগুলি বন্ধ করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা উদ্যোগ শুরু করছি। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও এব্যাপারে খুব শীঘ্রই আমরা একটা বৈঠকে বসব।' এছাড়া প্রাচীরের নীচের ফাঁক দিয়ে এতগুলি হাতির একসঙ্গে ঢোকার বিষয়টি যে রীতিমতো চিন্তার তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজের রেজিস্ট্রার তথা অধ্যাপক তাসিনুল হক জানান, বুনো হাতির দল এভাবে কলেজে ঢুকে পড়ায় সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সীমানা প্রাচীরের নীচের ফাঁক দিয়েই হাতি ঢোকে।

এক্ষেত্রে কলেজের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে দ্রুত মাটি ভরাট করে সীমানা প্রাচীরের দিকের ওই ফাঁকগুলি বন্ধ করাই কর্তব্য। এছাড়া এভাবে কলেজ ক্যাম্পাসে একদল বুনো হাতি ঢুকে পড়ায় যে কোনও মুহূর্তে দুষ্কৃতীদের ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে মনে করছেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। তাঁর কথায়, 'এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক করা হোক। এব্যাপারে খুব শীঘ্রই আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে আর্জি জানাব।'

আশঙ্কার কথা

- গভীর রাতে একদল হাতি বুধবার আলিপুরদুয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজে দাপিয়ে বেড়ায়
- তারপরেই ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা।
- কলেজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রয়েছে, দাবি কর্তৃপক্ষের
- তবে সীমানা প্রাচীরের নীচের অংশের ফাঁক দ্রুত মাটি ফেলে ভরাট করা উচিত বলে স্বীকার করেছেন অধ্যাপক

আটক হওয়া বালিবোঝাই ট্রাক। শুক্রবার।

তোলা আদায়ে নাম জড়াচ্ছে ভূমি দপ্তরের

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৩ জুন : তোলাবাজির অভিযোগ উঠল মাদারিহাট ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই কর্মীরা বালি-পাথরের ট্রাক মালিকদের থেকে তোলা আদায় করছেন। এই কাজে অন্য কর্মীদের পাশাপাশি একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর নামও উঠে এসেছে। আর এভাবে প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা তোলা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে। সেই টাকা দিয়ে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত মাদারিহাটের একটি রিসর্টে পার্টি চলে।

শুক্রবারেও এমনই একটি অভিযোগ উঠেছে। এদিন সকালে চারটি বালিবোঝাই ট্রাককে আটক করে মাদারিহাট থানায় নিয়ে যান ওই দপ্তরের কয়েকজন কর্মী। দুপুর একটা নাগাদ গাড়িগুলিকে ছেড়েও দেওয়া হয়। অভিযোগ, চারটি গাড়ি থেকে দুই লাখ টাকা নিলেও কোনও মানি রিসিট দেওয়া হয়নি। টাকাটাও নেওয়া হয়েছে এই অফিসের বাথরুমের ভেতর ঢুকে। কিন্তু কাজটা হয় কী করে? জানা গিয়েছে, ওই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী সহ আরও দুইজন রাস্তার ধারে অপেক্ষা করেন। বালি-পাথরবোঝাই গাড়ি আসতেই মোবাইলে ছবি তুলে তাঁরা অফিসে ফিরে আসেন। ফোনে তোলা ছবি দেখে তাঁরা জানতে পারেন, রয়্যালটি আছে নাকি নেই। এরপর গাড়ির মালিককে ফোন করে অফিসে ডাকা হয়। রফা হয়ে যায় ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। কয়েকমাস ধরে এভাবেই চলছে। কিন্তু নিজেদের ত্রুটির কারণে গাড়ির মালিকরাও সরাসরি এইসব কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন না। কয়েকজন গাড়িচালক জানালেন, সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় ওই অফিসের কয়েকজন কর্মীর 'ছোটাছুটি'। ট্রাকের পেছন থেকে ছবি তুলেই দেখে নেন রয়্যালটি আছে কি না। না থাকলেই মালিকদের কাছে চলে যায় ফোন।

জমির চরিত্র বদল করেও চলছে তোলা আদায়। আর এই কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে এক শ্রেণির দালালচক্রের বিরুদ্ধে। তারা আদিবাসীদের জমি এবং খাসজমির চরিত্র বদল করতে ভূমি দপ্তরের একাংশ কর্মীর সঙ্গে মিলে একজোট হয়ে এই কাজ করছে।

এই ব্যাপারে মাদারিহাট ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক নবীন ইয়নজনকে শুক্রবার অফিসে পাওয়া যায়নি। তিনি বললেন, 'আমি নিয়ম মেনেই কাজ করছি। জরিমানার কাগজও দেওয়া হয়। এইসব অভিযোগ ভিত্তিহীন।' একই কথা বললেন দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী মন্টু বড়াইক। তিনি জানান, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করেন। এর বাইরে আর কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ওই অফিসের রেভেনিউ অফিসার সুবীর বিশ্বাসও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তাঁর কথায়, 'যা বলার বিএলএলআরও বলবেন। আমি কিছুই জানি না।' আলিপুরদুয়ার জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক নৃপেন্দ্র সিংকে মেসেজ এবং ফোন করলেও উত্তর দেননি।

ও মাঝি রে...

শুক্রবার কালজানি নদীতে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

প্রেমিকের বাড়িতে বিয়ের গোঁ কিশোরীর

শামুকতলা, ১৩ জুন : প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছিল এক কিশোরী। সটান প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে সে বিয়ে করার জেদ ধরে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দিয়েছে। শুক্রবার শামুকতলা থানা এলাকার একটি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

মেয়েটির বাড়ি আলিপুরদুয়ার থানা এলাকায়। শামুকতলা থানা এলাকার বাসিন্দা এক তরুণের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমের টানেই শুক্রবার সকালে প্রেমিক তরুণের বাড়িতে চলে আসে ওই কিশোরী। বাড়িতে ঢুকে ওই তরুণ ও তাঁর পরিবারের লোকজনদের জানিয়ে দেয় যে, সে ওই তরুণকে বিয়ে করতে চায়। খালি বিয়ে করতে চায় নয়, অবিলম্বে সেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে বলে দাবিও তোলে সেই কিশোরী।

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যান সেই ছেলেটির বাড়ির লোকজন। সেই কিশোরীর বয়স তো ১৬ বছর। এই বিয়ে হবে কীভাবে! এদিকে, কিশোরীও নাছোড়বান্দা। বাধ্য হয়ে তরুণের বাড়ির লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। শামুকতলা থানার অন্তর্গত ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার ওই গ্রামে গিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তাকে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়ার পর মেয়েটির কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির ওসি বলেন, 'প্রেমের টানে কিশোরীদের ঘর ছাড়ার ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে। আমরা প্রতিটি স্কুল এবং গ্রামেগঞ্জে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার এবং সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করছি। এরপরেও এই ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক। ওই কিশোরীর যাতে মাথা থেকে বিয়ের ভূত চলে যায় এবং পড়াশোনায় মন দেয় সে ব্যাপারে আমরা তার কাউন্সেলিং করানোর উদ্যোগ নিচ্ছি।'

কেবল প্রশাসন নয়, কিশোরীদের মধ্যে এমন প্রবণতা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন শিক্ষকরাও। শামুকতলা সিধো কানহো কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, 'কিশোরীদের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা বন্ধ হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। আর সেজন্য আরও বেশি করে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন। ওই মেয়েটি যাতে আবার পড়াশোনায় মন দেয় তার জন্য কাউন্সেলিং একান্তভাবে জরুরি।'

পিএইচই'র পাইপ ফেটে রাস্তায় জল

বারবিশা, ১৩ জুন : পিএইচই'র পাইপ ফেটে পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে। বিগত ১৫ দিন ধরে রাস্তায় ক্রমাগত জলের অপচয় হচ্ছে। সংলগ্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোনও হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের। কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লালস্কুল এলাকার ঘটনা।

স্থানীয়রা বলছেন, এভাবে জলের অপচয় হচ্ছে, অথচ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু জায়গায় আজও সাধারণ মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না। এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন লালস্কুলের বাসিন্দাদের একাংশ। পাইপলাইন দেখভালের দায়িত্বে থাকা সুব্রত দাস জানান, সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অণিমা রায় বলেন, 'সমস্যার কথা বিডিও অফিস এবং পিএইচই দপ্তরে জানাব।' এদিকে বিডিও রজতকুমার বলিদাও বেহাল পানীয় জলের পাইপ দ্রুত মেরামতের আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় বাপি বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের এখানে পথশ্রী প্রকল্পে নতুন পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। পাইপ ফেটে পানীয় জল রাস্তা ভাসাচ্ছে। আর সেই নতুন রাস্তার একাংশ পানীয় জলে ডুবে থাকছে। একদিকে অপচয় আরেক দিকে যাতায়াত সমস্যা।'

রাস্তার জমা জল মাড়িয়ে স্কুল, হাসপাতাল, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। এছাড়া মাটির নীচে যেখানে পাইপ ফেটেছে সেখানে পথশ্রীর নতুন রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে।

পাইপ ফেটে পানীয় জল অপচয়।

বিপজ্জনক গর্ত তৈরি হয়েছে। পেশায় আইনজীবী ধীরেশচন্দ্র রায় বলেন, 'বালি-পাথর বোঝাই ভারী ট্রাক, ডাম্পার এবং ট্রেলার চলাচলের কারণেই পানীয় জলের পাইপ ফেটে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে।'

তকমা দিতে চলল পরিদর্শন

'হেরিটেজ' গড়, জানেই না সোসাইটি

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৩ জুন : গত বৃহস্পতিবার চিলাপাতায় নল রাজার গড় পরিদর্শন করে এসেছে আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটি। পরিদর্শনের পর সেখান থেকেই ওই স্থাপত্যর সংরক্ষণের পাশাপাশি তাকে হেরিটেজ তকমা পাইয়ে দেওয়ার কাজ করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। অথচ, পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের তালিকায় তো আগে থেকেই রয়েছে নল রাজার গড়। তাহলে তকমা পাওয়া নিদর্শনকে তকমা পাইয়ে দেওয়া হবে কীভাবে? সোসাইটির সদস্যরা কি জানেন না সেকথা?

আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও জায়গা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা, সেগুলোকে যথাযথ স্বীকৃতি পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কাজ করার জন্য কয়েকদিন আগেই জেলায় তৈরি হয়েছে আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটি। সেই কমিটিতে ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই রয়েছেন। রয়েছেন গবেষক এবং জনপ্রতিনিধিরাও। তবে জেলার কোন কোন জায়গা আগে থেকে হেরিটেজ তালিকায় রয়েছে, তা সম্পর্কে কী ধারণা সেই সংগঠনের সদস্যদের?

আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে দুটি জায়গার নাম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের তালিকায়। নল রাজার সেই গড় ও বক্সা দুর্গ। একথা জানাজানি হতেই বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে তকমা পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'উদ্যোগী' হওয়া আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটিকে।

গত সপ্তাহে নল রাজার গড়ের পাশে দাঁড়িয়েই সোসাইটির সভাপতি তথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেছিলেন, এটাকে কীভাবে সরকারি মর্যাদা দেওয়া যায়, সেটা আমরা বিধানসভায় তুলে ধরব।' অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ও জানিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সামনে তুলে ধরা হবে নল রাজার গড়কে। এমনকি হেরিটেজ সোসাইটির পক্ষ থেকে যে প্রেস রিলিস দেওয়া হয়েছিল সাংবাদিকদের, সেখানেও দুটো দাবির কথা বলা ছিল। প্রথমত, নল রাজার গড়কে সরকারিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের স্বীকৃতি দেওয়া হোক। দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্রুত পদক্ষেপ করুক।

এখন হেরিটেজ সোসাইটির সদস্যরা বলছেন, সমন্বয়ের অভাবে তথ্য নিয়ে এই সমস্যা হয়েছিল। তবে বর্তমানে তাঁরা ওই ঐতিহাসিক স্থানের পরিচর্যার অভাবের কথা বলছেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুভময় দত্তর কথায়, 'নল রাজার গড় ও বক্সা দুর্গ ২০২৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের তালিকাভুক্ত হয়েছে। তবে উপযুক্ত সংরক্ষণ ও স্থায়ী পরিচর্যার অভাব আছে। সোসাইটির তরফে এই বিষয়ে সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এগোনো হবে। প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে দেওয়া হবে শীঘ্রই।' এছাড়াও আগামী জেলার নিদর্শনগুলো হেরিটেজ কমিশনের তালিকাভুক্ত হয়নি সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ হবে বলেও জানান তিনি।

তবে চিলাপাতার গড় দেখলে কিন্তু বোঝার উপায় নেই যে এই এলাকা হেরিটেজ কমিশনের তালিকায় রয়েছে। ঝোপঝাড়ে ঢাকা সেই চত্বরে কোথাও এব্যাপারে কোনও বোর্ড চোখে পড়েনি। জঙ্গলের মাঝে চাপা পড়ে গিয়েছে ইতিহাস। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সুজয় দেবনাথ এই নিয়ে বলেন, 'নল রাজার গড় সহ জেলার যে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো রয়েছে সেগুলোর সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া বিশেষ দরকার। নাহলে ইতিহাস হারিয়ে যাবে।'

চিলাপাতার জঙ্গলের মাঝে নল রাজার গড়।

ট্রেন পরিদর্শনে রেলকর্তারা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : মহানন্দ এক্সপ্রেসের পরিষেবা খতিয়ে দেখল রেল বোর্ডের বিশেষ প্রতিনিধিদল। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা মহানন্দ এক্সপ্রেসের কামরা ঘুরে ঘুরে সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে কি না, সেসব দেখেন তাঁরা। সেইসঙ্গে জংশন স্টেশনের ক্যারেজ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিদর্শন করেন।

মহানন্দ এক্সপ্রেসের রক্ষণাবেক্ষণ আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে করা হয়। তাই কেমন রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে, কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, সেসব দেখা হয়েছে এদিন। রেলের কামরা বেহাল থাকা সত্ত্বেও ফিট সার্টিফিকেট দিলে রেলের সুনাম নষ্ট হতে পারে। তাই সেই তিক্ত পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তা সরেজমিনে দেখে রেল বোর্ডের বিশেষ প্রতিনিধিদল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম সহ অন্য রেলকর্তারা এদিন পরিদর্শন চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন। তারপর ডিআরএম অফিসে বৈঠক করেন তাঁরা। রেলকর্তারা এদিনের পরিদর্শনকে 'রুটিন ভিজিট' বলছেন, তবে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা এমন পরিদর্শনের জন্য 'দায়ী' বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি একটি ট্রেনকে রেলকর্তারা ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ার পরেও তার পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ ওঠে। সেই ট্রেনে আবার ছিলেন বিএসএফের জওয়ানরা। বিষয়টি নিয়ে জল দিল্লি অবধি গড়ায়। তারপরেই রেল বোর্ডের তরফ থেকে আধিকারিকরা এদিন মহানন্দ এক্সপ্রেসের পরিষেবা খতিয়ে দেখতে আসেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ বলেন, 'রুটিন ভিজিটে রেল বোর্ডের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। মহানন্দ এক্সপ্রেসের পরিষেবা খতিয়ে দেখা হয়েছে।'

রিজার্ভারের বাঁশ না খোলায় বিপদের আশঙ্কা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ জুন : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর পারোকাটা গ্রামে প্রায় দেড় বছর আগে একটি জলের রিজার্ভার তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ওই রিজার্ভার তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলেও ঠিকদার সংস্থা এখনও নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বাঁশগুলো খোলেনি। ওই রিজার্ভারের উচ্চতা আনুমানিক ৫০ ফুট। এদিকে, বর্তমানে সেখানে প্রায়ই ওপর থেকে বাঁশ খুলে যেমন পড়ছে, তেমনি অনেক বাঁশ সেখানে বিপজ্জনকভাবে ঝুলেও রয়েছে। আর এতেই তৈরি হয়েছে বিপদের আশঙ্কা।

ওই রিজার্ভারের কাছেই রয়েছে জলের পাম্প। যেখান থেকে প্রতিনিয়ত জল নেন পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। বর্তমানে ওই বাঁশগুলো এভাবে ঝুলে থাকায় অনেকেই ওই পাম্প থেকে জল আনতে যাচ্ছেন না। স্থানীয় বিশ্বনাথ সরকার জানান, বাঁশগুলো খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওই ঠিকাদার সংস্থাকে দিয়ে বাঁশগুলো খোলানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত। কার্যত একই কথা শোনা যায় স্থানীয় বাসিন্দা মনোরঞ্জন বর্মনের গলাতেও। তিনি বলেন, 'ওই পাম্প থেকে এখন প্রতিদিন ভয়ে ভয়ে জল আনতে যাই। অথচ ঠিকাদার সংস্থা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রশাসনের তরফে অবিলম্বে এই বাঁশ খোলানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।' পাম্পকর্মী মানিক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, একটু হাওয়াতেই বাঁশগুলো খুলে খুলে পড়ছে।

উত্তর পারোকাটা গ্রামে এভাবেই রিজার্ভারে বাঁশ লাগানো রয়েছে।

এদিকে, ঠিকদার সংস্থাকে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও তারা এবিষয়ে কর্ণপাত করেনি বলেই অভিযোগ। এবিষয়ে উত্তর পারোকাটার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহেন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'ঠিকদার সংস্থাকে একাধিকবার বিষয়টি মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভই হয়নি। এই বাঁশ খুলে যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়ভার ওই ঠিকদার সংস্থাকেই নিতে হবে।'

এই বিষয়ে পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হেমন্ত দাস জানান, তিনি ঠিকাদার সংস্থার কাছে অনুরোধ করেছেন এই বাঁশগুলো খুলে দেওয়ার জন্য। খুব দ্রুত বিষয়টি নিয়ে পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাঁশগুলো খোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানাবেন। এবিষয়ে পিএইচই'র আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রসেনজিৎ রায় জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ওই বাঁশগুলো খুলে দেওয়া হবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭ সংখ্যা, শনিবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

টনক নড়ুক

ভারতে অসামরিক বিমান পরিবহণের ইতিহাসে ভয়াবহ দুর্ঘটনার অন্যতম নজির হয়ে থাকবে আহমেদাবাদের বিপর্যয়। আকাশে ওড়ার মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান এআই ১৭১ ড্রিমলাইনারটির ভেঙে পড়া শিহরন জাগায়। চোখের পলকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে বিমানটি। যাত্রী, পাইলট, ক্রু সহ ২৪১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যে মেডিকেল কলেজের হস্টেলের ওপর বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, সেখানেও অনেকে মারা গিয়েছেন।

মৃতের তালিকায় রয়েছেন গুজরাটের দু'বারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। তবে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর মতো আরও অনেকের স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে এয়ার ইন্ডিয়ার মালিক টাটা গোষ্ঠী, সকলেই নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, আহতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। টাটা গোষ্ঠী নিহতদের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনায় পড়া মার্কিন বহুজাতিক বোয়িং সংস্থার ড্রিমলাইনার বিমানটিতেই কোনও খামতি ছিল কি না বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। পাখির ধাক্কা না ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় এই বিপত্তি, তা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনায় নাশকতা যোগ রয়েছে কি না, তারও তদন্ত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছে, তদন্তে ত্রুটি থাকবে না।

ভারতে বিমান দুর্ঘটনা আগেও হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বহু বিমান একাধিকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া তখন ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। এখন সংস্থাটি পুরোনো মালিক টাটা গোষ্ঠীর মালিকানায় ফিরে এসেছে। ১৯৩২ সালে জেআরডি টাটার হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল এয়ার ইন্ডিয়া। তখন নাম অন্য ছিল। ২০২২ সালে বিপুল ঋণে জর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়াকে কেন্দ্র টাটাদের হাতে তুলে দেওয়ার পর মনে করা হয়েছিল আকাশের 'মহারাজা'র সুদিন ফিরতে চলেছে।

কিন্তু সংস্থার লোগো এবং বাইরের মোড়ক বদলালেই যে খোলনলচে বদলে যায় না, সেটা এয়ার ইন্ডিয়া বারবার প্রমাণ করেছে। ২০২২ সাল থেকেই সংস্থাটির যাত্রী পরিষেবার মান নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়াকে টাটাদের হাতে দিয়ে লাভ কী হল বলে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁকে চড়া দামে টিকিট কেটে ভাঙাচোরা আসনে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল।

আহমেদাবাদে দুর্ঘটনায় পড়া বিমানটি বেশ পুরোনো বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলির সঙ্গে জোর প্রতিযোগিতা থাকলেও অভিযোগের বন্যা এত যে, বাজার এবং সুনাম ধরে রাখা অনেকদিন থেকেই কঠিন হচ্ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষে। সংস্থাটি সরকারি মালিকানাধীন থাকাকালীন বিমানের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের অভিযোগ উঠত।

এখন টাটার মতো নামকরা শিল্পগোষ্ঠীর হাতে গেলেও এয়ার ইন্ডিয়ার দশা দিন-দিন বেহাল হওয়ায় প্রশ্ন ছিল। কোথায় খামতি, বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে পেশাদার সিইও ভাড়া করে এনেও কেন সমস্যার নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না, তা-ও বড় প্রশ্ন। পাশাপাশি রহস্য তৈরি হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ড্রিমলাইনার বিমানটি নিয়েও। রহস্যের কারণ, বোয়িং সংস্থার যে বিমান নিয়ে গোটা বিশ্বেই প্রশ্ন উঠেছে, সেই বিমান বিপুল টাকা খরচ করে এয়ার ইন্ডিয়া চালাচ্ছিল।

দুর্ঘটনার সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়া এবং টাটা গোষ্ঠীর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় সন্দেহ তৈরি হওয়া বিরাট ব্যাপার। দুর্ঘটনা বলে কয়ে আসে না ঠিকই। কিন্তু সঠিক সময়ে আগাম সুরক্ষা নেওয়া হলে অনেক ক্ষেত্রে বিপন্মুক্ত থাকা সম্ভব। এয়ার ইন্ডিয়ার দুঃস্বপ্নের ড্রিমলাইনারের মরণ উড়ান সেই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আগামীদিনে আর যাতে এ ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য অবিলম্বে নড়েচড়ে বসা উচিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলির।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

পরিত্যক্ত স্টেশনে শতবর্ষ আগের ছবি

গান্ধি-দেশবন্ধু-বেসান্তের ঐতিহাসিক ছবি অযত্নে ঝুলছে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে। পরন্তু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্তি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

অন্তত ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৯৯ বার লেখালেখি হয়েছে এই স্টেশনকে নিয়ে। দেখার মধ্যে রয়েছে শুধু একটা শ্যাওলা মাখা রংচটা হলুদ বিল্ডিংয়ের দু'দিকে, মাথায় মরচে পড়া দুটো ত্রিভুজাকৃতি টিনের চাল। গায়ে গায়ে বট-অশ্বত্থের দীর্ঘ চারা।

একটা টিনের চালকে থিম করে গতবছর স্টেশনের পাশেই দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল হল। তবু তীব্র অবহেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা... শিলিগুড়ির সব পার্টির ঘুমন্ত নেতার সামনেই ধ্বংস হচ্ছে শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন।

যেতে যেতে সবাই দ্যাখে, আমিও দেখেছি...। কীরকমভাবে অসহায় পড়ে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। টিনের ছাদ আর প্ল্যাটফর্মগুলো কীভাবে ধ্বংসস্তূপের প্রতীক হয়ে উঠছে দিন-দিন।

বহুবার... না, আসলে অনন্তবার এসব লাইন লেখা হয়েছে। সব বয়সের লোক লিখেছেন নিজের স্টাইলে। তবু ওই স্টেশন চত্বর দিয়ে, পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বারবার মনে হয়, আরও কিছু লিখি। আরও কিছু লিখি। ওভারব্রিজ থেকে অন্যরকম লাগে। মহাবীরস্থানের রেলগেট থেকে অন্যরকম। বাগরাকোট লেভেল ক্রসিং থেকে অন্যরকম।

কী লিখব নতুন? কী লেখার আছে নতুন? তবুও নিশির মতো ডাকে এই স্টেশন। পদ্মদিঘির মতো মনে হয় ওই টিনের ভাঙা ঘরকে।

প্রতিদিন ভাবি, যাব না। একেবারেই যাব না। তবু অজানা কেউ যেন হাত ধরে নিয়ে যায়। কখনও গা ঘেঁষে ওঠা নতুন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাই, কখনও পুরোনোটা ছুঁয়ে ফেললাম হয়তো।

এইভাবে যেতে যেতে যেতে যেতে দেখে ফেলি, সেই ভাঙা পরিত্যক্ত স্টেশনের অর্ধসক্রিয় প্ল্যাটফর্মের মাথায় এককোণে ঝুলছে এক ঐতিহাসিক ছবি। ভাঙা দেওয়াল-- কোথাও কিছু নেই। একটা দিকে শুধু এই ছবি। এই ছবি কী করে এল এখানে, এই স্বপ্নহীন স্টেশনে? অবাক হয়ে দেখি, প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে ঝুলছে গান্ধি আর দেশবন্ধুর ছবি!

গান্ধি সামনে। দেশবন্ধুর পাশে এক বিদেশিনী। উনি তো আর এক প্রাণের মানুষ, অ্যানি বেসান্ত। নিবেদিতা ও বেসান্ত-- দুই বিদেশিনীরই স্পর্শ পেয়েছে দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি।

ও হো, এই ছবি কতদিন ধরে দেখেছি! পড়ার বই থেকে, লাইব্রেরি, বইয়ের পাতায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ে থাকার সময় গান্ধিজি গিয়েছিলেন সেখানে। দুজনে মিলে হাঁটছেন দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি পথে, হিলকার্ট রোড ধরে! পাশে টয়ট্রেনের রেললাইন। রাজকীয় সেই হাঁটা, ইতিহাসের পথে হাঁটা! দার্জিলিংয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ছবি।

জায়গাটার নাম কাকঝোরা। পাহাড়ের রানির এক বিস্ময় আভা আর্ট গ্যালারির কাছে। ছবি দেখে চেনাই যাবে না আজকের জায়গাটা। মনে হল, গান্ধি-দেশবন্ধুরা ম্যাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে কত দূরে চলে আসতেন তখন।

সবচেয়ে বড় কথা, ওই ছবির ঠিক একশো বছর হল। ১৯২৫ সালের ৩ থেকে ৯ জুন-- গান্ধি ছিলেন দার্জিলিং ম্যালের গায়ে চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে। এই লেখা শুরু করেছি ৯ জুন। একশো বছর আগে সেদিন দার্জিলিং ছেড়েছিলেন গান্ধি। তখনও জানেন না, এটাই তাঁর শেষ দেখা দেশবন্ধুর সঙ্গে। সাতদিন পরে দেশবন্ধু প্রয়াত হন দার্জিলিংয়ের বাড়িতে। সেই ঘটনারও এবার একশো বছর হল। ছবিতে বেতের লাঠি হাতে চিত্তরঞ্জন। এটাই কি তাঁর শেষ ছবি? দেখে তো মনে হবে না, লোকটা আর ক'দিন পরে অনন্তে হারিয়ে যাবেন।

এই ছবি কী করে এল এখানে, এই স্বপ্নহীন স্টেশনে? কে এনে লাগাল এই ছবি? তাকে দেখার ইচ্ছে হয় খুব! তাকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হয় খুব। চিত্তরঞ্জনের মরদেহ কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সময় এই শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনেই আনা হয়েছিল প্রথমে। তারপর তোলা হয় দার্জিলিং মেলে।

এতবার এত পথ দিয়ে এসেছি এই স্টেশনে, ছবিটা খেয়াল করলাম না তো! এটা কি প্রথম থেকেই ছিল, নাকি অনেক পরের দিকে লাগিয়েছে কেউ? আরেকটি পুজো আসবে এই স্টেশনে। আবার ঘুরে ঘুরে আসবে এই এত ঢাকির দল! তাদের কেউ কি কোনওদিন এই ছবিটি নিয়ে কথা বলতে দেখেছে?

আবার কবে জেগে উঠবে এই স্টেশন আমরা কেউ জানি না। দিনে দু'বার করে টয়ট্রেন এসে ছুঁয়ে যায় প্ল্যাটফর্মকে। দার্জিলিংয়ের গন্ধ মাখা ছোট ট্রেন, তুমি কি জানো এই স্টেশন দিয়েই গিয়েছে চিত্তরঞ্জনের নশ্বর দেহ? যে বা যারা ছবি টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে তারাও কি জানে এই ছবি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? গান্ধির এই ছবি গোটা ভারতেই পরিচিত।

১৯২৫ সালের ছবিটি সম্ভবত তোলা হয়েছিল দার্জিলিং স্টেশন আর আভা গ্যালারির মাঝের জায়গা পাকঝোরায়। আজকের যে পথিক ওখান দিয়ে হেঁটে যাবে, তার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন, এই জায়গাটা ১০০ বছর আগে এরকম ছিল? এ তো একেবারে সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবী! আরেকটা কথা মাথায় ঘোরে। গান্ধি-চিত্তরঞ্জনরা ম্যাল থেকে কত দূরে হেঁটে আসতেন সেসময়! ওই ছবি দেখে কে বুঝবে ক'দিন পরেই অনন্তে হারিয়ে যাবেন বাঙালির চিত্তরঞ্জন? ৫৪ বছরে বেতের ছড়ি হাতে কেমন রাজকীয় মেজাজে হেঁটে চলেছেন বাড়ির দিকে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

চিত্তরঞ্জন, জীবনের রাজপথেও কি এত তাড়া ছিল আপনার?

ঘুরে ঘুরে তাঁদের পুরোনো ছবিটা নানা অ্যাঙ্গেল থেকে তোলার ফাঁকে মনে হল, টাউন স্টেশনে কোনও ছোটখাটো উৎসব হওয়ার সময় এই ছবিটি টাঙানো হয়েছিল হয়তো। তারপর সব ছবি খোলা হয়ে গিয়েছে দেওয়াল থেকে। শুধু কী করে থেকে গিয়েছে এই ছবিটাই। কাকতালীয়ভাবে।

সামান্য দূরে দেওয়ালে বাসা বেঁধেছে কপোতকপোতী। তারাই শুধু সারাদিন দেখে যেতে পারে ওই ছবি। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে মাঝে মাঝেই চলে যায় বাইক, সাইকেল আরোহী। তারা বুঝতেও পারে না, কোন ঐতিহাসিক ছবির ঠিক নীচ দিয়ে চলে যাচ্ছে সকালের আলো মেখে। বারবারই পালটে যায় নীচে বসা মানুষগুলোর মুখ। তাদেরও উপরে খেয়াল করার উপায় নেই। অনেক কাজ!

পরিত্যক্ত স্টেশনে কত রকম চরিত্র দেখলাম সাড়ে চার বছরে। একবার দেখেছিলাম খাটিয়া নিয়ে দিন পনেরো শুয়ে আছে এক বৃদ্ধ। তারপর সে নেই হয়ে গেল। একবার দেখি শুয়োরের দল তাড়া করেছে মানুষকে, টয়ট্রেনকে। স্কুল ছাত্রীর দল ওখান দিয়ে যেতে যেতে বড় হয়ে উঠছে। দিন পাঁচেক আগে দেখলাম, কিশোরের দল ধীরে ধীরে গাঁজাড়ু হয়ে উঠছে। তখনও এই স্টেশন কেমন আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছে ওদের। হাত সরিয়ে নেয়নি।

গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ-নেতাজি-নিবেদিতা-বাঘা যতীনের পরশপ্রাপ্ত স্টেশনের প্রতিটি ইঙ্গিতে ইতিহাস। ভাঙা দরজা দিয়ে দেখা যায়, টিকিট কাটার জায়গাটা কেমন ছিল। এখন প্ল্যাটফর্মে মাঝে মাঝেই গোরু-শুয়োর-ছাগলরা ঘুরে বেড়ায় মনের আনন্দে। একদিকের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে একজোড়া টয়ট্রেন যাতায়াত করে। একটা সকাল দশটা কুড়ি নাগাদ যায় দার্জিলিংয়ের দিকে। আর একটার পাহাড় থেকে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। অন্য প্ল্যাটফর্মে আর ট্রেন যাওয়ার লাইনই নেই।

একেবারে উপর থেকে ছবির গান্ধিজি, দেশবন্ধু, অ্যানি বেসান্তরা যেন সব দেখে চলেছেন।

সব ধরনের পার্টি নেতারা এই স্টেশনকে পালটে দেওয়ার আশা দিয়েছেন। গৌতম দেব, শংকর ঘোষ, অশোক ভট্টাচার্য, শংকর মালাকার, সমন পাঠক, অনীত থাপা, বিমল গুরুং...। কত বিচিত্র ভাষণ! অমুক করব, তমুক করব। শুধু ভাষণে আশ্বাস দিয়ে যাওয়াই তাঁদের একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে।

দু'দিন পরে দার্জিলিং, শিলিগুড়িতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু শতবার্ষিকী ঠিকঠাক পালন হবে তো? কেউ কি ওই ছবিতে একটা মালা দিতে যাবে পরিত্যক্ত স্টেশনে? উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত প্রয়াণ এটিই। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন হয়ে শিয়ালদায় দেহ নিয়ে যাওয়ার পর জনসমুদ্র দেখেছিল কলকাতা। শিলিগুড়িও দেশবন্ধুকে শেষবার দেখতে ভেঙে পড়েছিল স্টেশনে।

শিলিগুড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক জায়গায় দাঁড়িয়ে এইসব উপলব্ধি তাড়া করে বারবার।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে এভাবেই অনাদরে লাগানো রয়েছে ১৯২৫ সালের ঐতিহাসিক ছবি। (ইনসেটে) সেই ছবিটা।

আজ

১৯৪৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২০২০

অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত রহস্যজনকভাবে প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে প্লেনের সবুজ আর সাদা আলো জ্বলতে থাকে। তারপর প্লেন যেন বাতাসে থেমে গেল। বিশাল শব্দ। চোখ খুলে দেখলাম, আমার সামনেই দুজন এয়ার হোস্টেস আর দুই প্রবীণ মারা গিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই আমি লাফ দিয়েছিলাম।

- বিশ্বাস কুমার রমেশ

ভাইরাল/১

বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত পুরোহিত। শেরওয়ানি ও লাল লেহেঙ্গায় পাশাপাশি বসে পাত্রপাত্রী। আচমকা পায়রা এসে বসে পাত্রীর মাথায়। তরুণী ভয় পেলেও পরে হাসতে থাকেন। তরুণও পায়রার কীর্তিতে অবাক।

ভাইরাল/২

সাপ শিকার করেছিল ইগল। কিন্তু শিকার যে শিকারির চেয়ে শক্তিশালী তা টের পায়নি। পায়ের ধারালো নখ দিয়ে সাপের মুখ চেপে ধরে। মাথায় সুচালো ঠোঁট দিয়ে কামড়ায়। কিন্তু সাপ যে তাকে পেঁচিয়ে ফেলছে বোঝেনি। আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরায় পাখিটি মাটিতে শুয়ে পড়ে।

উত্তরের পাঁচালি

আজও প্রাসঙ্গিক

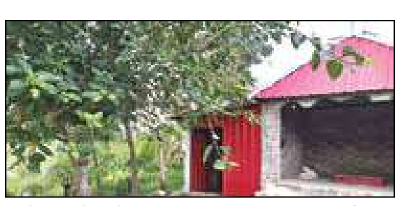

ইতিহাসবিজড়িত।। রায়গঞ্জের মহাকাল মন্দির।

জায়গাটির সঙ্গে বহু ইতিহাস জড়িয়ে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের সেভাবে কোনও উদ্যোগই নেই। রায়গঞ্জের শক্তিনগরের পশ্চিম দিকে বাঁধ বরাবর রেললাইনের দিকে এগোলেই ডানদিকে দেখা মেলে দিগন্ত জোড়া মাঠ। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে, রায়গঞ্জের জীবনরেখা কুলিক নদী। এই নদীর পাড়েই সুভাষগঞ্জ ব্রিজ থেকে একটু সামনেই শক্তিনগরের মহাকাল মন্দির। সন্ধ্যা নামলেই গা ছমছমে ভাব। চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের পাশেই ছটপুজো ঘাট। আষাঢ় মাসে বর্ষা এলেই মন্দিরের চারপাশে থাকে জল। মাঝখানে যে স্থলটুকু সেখানেই মন্দির। এখানকার বাঁধ সংলগ্ন সমস্ত মানুষের ধর্মীয় আশ্রয়স্থল এই মহাকাল মন্দির। শোনা যায়, বহুদিন আগেই এখানে একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটি নাকি মাটির নীচে চলে যায়। স্থানীয় মানুষের এটাই বিশ্বাস। শক্তিনগরের জনগণের চেষ্টায় পরে অবশ্য নতুন করে আবার মহাকাল মন্দির তৈরি হয়। ঠিক কবে এই মহাকাল মন্দির তৈরি হয়েছে তা জানা যায় না। আষাঢ় মাসে অমাবস্যাতে এখানে ভক্তিভরে মহাকালের পুজো হয় জাঁকজমক করে। অসমের কামাখ্যার পুজোর লগ্নের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এখানকার পুজোর রীতি। প্রতিবছর এই পুজো উপলক্ষ্যে দেওয়া হয় বালক সেবা। অন্যদিকে, গঙ্গা মন্দিরে প্রতি বছরই ছটপুজোর সময় মহাধুমধামে পুজো হয়। মন্দিরটি কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল। সংস্কারের দাবি জোরালো হচ্ছে।

-সুকুমার বাড়ই

গানে ও কলমে

গোপা দাস।

গোপা দাস শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বাসিন্দা। জন্ম আলিপুরদুয়ারে। ছোটবেলায় মা আরতি সরকারের হাত ধরে গানের জগতে প্রবেশ। সংগীতশিক্ষা লাভ করেছেন পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ মহম্মদ সাগিরউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন আসরে গোপার গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিস্তর সম্মান ও পুরস্কারে পুরস্কৃত। বিশ্ব বাংলা সাহিত্যে মঞ্চ থেকে পেয়েছেন 'হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্মান', মঙ্গলদীপ সাহিত্য পত্রিকা থেকে 'সঙ্গীত রত্ন সম্মান'। গোপার অভ্যন্তরে সাহিত্যের বীজও লুকিয়ে। গোপাগৃহে মুকুল ধরেছে জ্যোৎস্না ধারায়, শুধু গল্প নয়, গোপার লেখা এই বইগুলি তার সার্থক উদাহরণ। গানে আর কলমে বেশ আছেন গোপা।

-সম্পা পাল

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন: ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ডুয়ার্স থেকে সুন্দরবন, সমস্যা এক

সর্বত্রই মানুষের জায়গায় চলে আসছে নানা জীবজন্তু। কারণটা কী? এক্ষেত্রে মানুষই দায়ী বাংলার দুই প্রান্তে।

শিমূল সরকার

বুনো মোষের দেবতা আরণ্যকের টাঁড়বারোকে মনে আছে? জঙ্গল বাড়ছে,পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যা। ফলে বাংলাজুড়ে বেড়ে চলেছে মানুষ ও বন্যজন্তুর সংঘাত। সুন্দরবনে বাঘ, কুমির, পশ্চিমে হাতি তো, উত্তরে গুলবাঘ, হাতি, গন্ডার, বুনো মোষ বা শুয়োরের বেঁচে থাকার লড়াই। এই সংঘাতের কারণ কী? প্রাথমিক কারণ নিজস্ব সীমানা দখলে রাখা বা অন্যের এলাকায় ঢুকে পড়া। সমস্যা সর্বত্র এক।

জঙ্গল বহু নাগরিকের রোজগারের সুযোগ দেয়। জঙ্গলের আশপাশে বাসিন্দাদের রোজগারের সমস্যা থাকে, কারণ জঙ্গল নির্ভরতার বাইরে কোনও কাজের হদিস থাকে না। বনভূমির কারণে অনুমতিও দেওয়ার রেওয়াজ নেই। এমন প্রেক্ষাপটে বনের কাছের নাগরিকদের সম্বল জঙ্গলের উৎপাদন। সুন্দরবনের মধু, কাঁকড়া বা মাছ।

সুন্দরবনের বাঘ বেজায় হিংস্র। সেই নিয়ে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে নোনতা জলের বদলে মিষ্টি জলপানের আয়োজনে বাঘের চরিত্র বিশেষ বদল হয়নি। এবার মউলিরা মধু জোগাড় করতে গেলেই বিপদ ওঁত পেতে থাকে। ফলে বিগত চার দশকে মাথার পিছনে মানুষের মুখের মুখোশ, বন দপ্তরের নির্দিষ্ট জঙ্গল এই সব মেনে চলতে হয়। তবে স্থানীয়রা কুমির বা কামটের আচরণ সম্বন্ধে পরিচিত। সেখানে এইসব মরশুমের আগে ওয়ার্কশপও হয়। সেখানে কী করবে আর না করবে, জানার পরেই ছাড়পত্র মেলে। তবু বাঘ তো সেইসব জানে না। অসতর্ক হলে বনবিবির পুজো বিফলে যায়। না হলে বিধবাপাড়া হল কী করে?

বাঘ বা হাতির দল একশো কিলোমিটার জায়গায় রাজত্ব করে। হাতির সংখ্যা বেজায় বেড়ে গিয়েছে। ডুয়ার্সে বুনো মোষের সংখ্যা বাড়ছে। গুলবাঘ মানে লেপার্ডের সংখ্যাও।

ডুয়ার্সে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যা, সব বনভূমির আশপাশেই। দেড় দশক আগের ফাঁকা জমিতে আচমকা বস্তি গজিয়ে উঠছে। তাদের বহুজন নাকি জীবনে জঙ্গলপ্রান্তে বাস করেনি। বনভূমির আদি বাসিন্দাদের নতুন প্রজন্মের বহুজন পেশার কারণে শহুরে। বন্যপশুর সঙ্গে বসবাসের অভিজ্ঞতায় ঘাটতি! জনপদের সীমানা ছুঁয়েছে বন্যজন্তুর চারণভূমি।

সম্প্রতি এক ছবি ভাইরাল হয়েছে। একেবারে হাতির পথে মানুষ পিকনিক করছে। হাতি কার্যত তাড়া করলে মানুষ উদ্ভ্রান্ত। প্রশ্ন হল, হাতির এলাকায় পিকনিকের কী দরকার।

পৃথিবীর বুকে মানুষের এলাকা বেড়ে যাওয়াতে, বন্যজন্তুরা বিপন্ন! মাঝেমধ্যেই আবাসিক গ্রামে এসে হামলা করে বিপদে ফেলছে। বন্যজন্তুর হামলা ঠেকানোর সরল সূত্র আজও অধরা। নাগরিকদের নিরাপত্তা, বন্যজন্তুর আচরণ সম্বন্ধে সচেতনতা নির্ভর। সচেতনতা বাড়াতে বহু প্রযুক্তির ব্যবহার চলছে। তামিলনাড়ুতে রেললাইনের ধারে জিপিএস দিয়ে সিসিটিভি বসিয়ে সেই ছবি ভাগ করে দেওয়া যায়। সাফল্যও নাকি আসছে।

নতুন প্রযুক্তি জন্ম দিয়েছে নতুন বিপদের। হাতি বা বাইসন এলে নাগরিকদের পটকা, মশাল, টর্চের সঙ্গে মোবাইলে ফোটো তোলার হিড়িক। সকলে নিরাপদ জায়গায় সরে আসার বদলে সামাজিক মাধ্যমে প্রভাব ধরে রাখতে সচেষ্ট। ফলে বেপরোয়া হয়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশে ভিডিও তোলার প্রতিযোগিতা চলছে। সেই ফ্ল্যাশের আলোয় হাতি যদি চটে যায়, দায়িত্ব কে নেবে? সকলেই ধরে নেন, তার তোলা রিলে অসম্ভব লাইক পড়বে ও তিনি রোজগারের পথ পাবেন। ভাবেন না কী বিপদ ঘটতে পারে।

এবার সেই দার্শনিক প্রশ্ন- পৃথিবী কার? মানুষ না বন্যজন্তুর? ঈশ্বর তো গণ্ডি নির্দিষ্ট করেননি। মানুষ জঙ্গল দখল করে ক্রমশ বন্যদের সংকটে ফেলছে। মানুষের বন্যজন্তুদের ব্যবহার সম্পর্কে চেতনার অভাব রয়েছে।

(লেখক পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে কাজ করেন)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৬

পাশাপাশি : ১। হাত নেড়ে ইশারায় কাছে ডাকা ৩। সারাদিনের বিবরণ, খাজনার হিসেবও হতে পারে ৫। মহাভারতে ভীমের ছেলে মেঘবর্ণের বাবা ৭। বাঘা ওলের সঙ্গী টক ফল তেঁতুল ৯। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার আবার ফলও হতে পারে ১১। দেবতার নামগান ১৪। যিনি দান করেন ১৫। যে কল চাপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। হাসির ব্যাপার, যা থেকে হাসির উদ্রেক হয় ২। যে সময় মানুষ গরমে হাঁসফাঁস করে ৩। বাজ পড়ার শব্দ ৪। ছোট হাতা ৬। প্রতি পদক্ষেপে যে ফুল থাকে ৮। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ ১০। লাঠি চালাতে পারদর্শী ১১। এক ধরনের ফল ১২। বাঁশবনের শব্দ ১৩। হুঁকোর দণ্ড।

সমাধান ■ ৪১৬৫

পাশাপাশি : ১। মন্তাজ ৩। বৃতি ৫। গণ্ড ৬। মক্ষিকা ৮। জড়ুল ১০। তালাও ১২। মাতন ১৪। বাপু ১৫। খাজা ১৬। রাগবি।

উপর-নীচ : ১। মমতাজ ২। জগদ্দল ৪। তিরিক্ষি ৭। কালা ৯। লামা ১০। তানপুরা ১১। ওলাবিবি ১৩। তনখা।

বিন্দুবিসর্গ

বিমানের সঙ্গে স্বপ্নও খানখান

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : স্বপ্ন ছিল নতুন জীবনের, অপেক্ষা ছিল বহুদিন পর বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার। কেউ আবার চেয়েছিলেন বহুদিন পর পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে। কিন্তু কয়েক মিনিটেই ভেঙে গেল সব। শুক্রবার দুপুরে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি দেওয়া এয়ার ইন্ডিয়া এআই-১৭১ বিমানটি মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের মেঘানিনগর এলাকায় ভেঙে পড়ে। প্রাণ হারান ২৪২ জন সওয়ারির মধ্যে ২৪১ জন। এছাড়াও মৃত্যু হল মেডিকেল কলেজের কয়েকজন পড়ুয়া চিকিৎসক ও অন্যান্যদের।

এই দুর্ঘটনা তো শুধু একটি বিমানের ভেঙে পড়া নয়, অসংখ্য পরিবারের হৃদয় ভেঙে যাওয়ার গল্পও বটে। উত্তর গুজরাটের মেহসানা, পাটান, বানাসকাঁঠা এবং আরাবল্লি জেলার ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন এই দুর্ঘটনায়। ভিসনগর, কাড়ি, চাঁদুমানা, ধানেরা, পালানপুর, মোডাসা—প্রায় প্রত্যেকটি শহর এখন শোকস্তব্ধ।

ধনেরার থাভর গ্রামের কমলেশ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী ধাপুবেন বহু বছর ধরে টেমসের তীরে বসবাসের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অবশেষে তাঁরা উড়াল দিয়েছিলেন সেদিকে। কিন্তু শুক্রবার থেকে পরিবারের সম্বল বলতে তাঁদের ছবি আর পুরোনো চিঠির ঝাঁপি। তাঁদের ভিসার কাগজ রয়ে গেল নিছক স্মৃতি হয়ে।

ছেলেকে দেখার জন্য মন আকুলিবিকুলি করছিল ভিসনগরের কৃষক দীনেশ কুমার প্যাটেলের। সেই টানেই জীবনে প্রথমবার সুযোগ হয়েছিল বিমানে চড়ার। যাওয়ার দিন মাঠে আলের ধারে বসেই বিদায় অনুষ্ঠান হয়েছিল। বাজছিল পুরোনো হিন্দি গান 'তু কাল চলা যায়গা তো ম্যায় কেয়া করুঙ্গা'। সেই গানই যে তাঁর অন্তিম সংগীত হয়ে যাবে, কে জানত!

৭১ বছরের রতিলাল প্যাটেল কাড়ি থেকে লন্ডনে যাচ্ছিলেন ছেলে তেজসের নতুন বাড়ি দেখতে। আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে স্বজনেরা এসেছিলেন তাঁকে বিদায় জানাতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই আনন্দ মিশে যায় মাটিতে।

পাটানের চাঁদুমানার কুবেরভাই ও ববিবেন প্যাটেল বহুদিন পর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন লন্ডনে। ছেলে অপেক্ষা করছিল মা-বাবার জন্য, এখন তাঁকেই আয়োজন করতে হচ্ছে শেষকৃত্যের।

নববিবাহিতা অঙ্কিতাবেন প্যাটেল ভিসা হাতে পেয়েই স্বামীর কাছে লন্ডন যাচ্ছিলেন। পরিবার আশীর্বাদে বিদায় জানিয়েছিল। কেউ জানত না, এই ছিল তাঁর জীবনের শেষযাত্রা।

পালানপুরের রমেশভাই ঠাক্কর ও তাঁর স্ত্রী যাচ্ছিলেন ছেলের আত্মীয়ের বিয়েতে। যাত্রার আনন্দঘন শুরু শেষ হল কান্নার সুরে।

এক সপ্তাহ আগেই লন্ডনে মৃত্যু হয়েছিল ভারতীবেনের। স্বামীকে তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে গুজরাটে নিজের গ্রামে এসেছিলেন অর্জুন মনুভাই পাটোলিয়া। লন্ডনের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন চার এবং আট বছরের দুই কন্যাকে। স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করে আবার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল তাদের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই শিশুকন্যার কাছে ফেরা হল না অর্জুনের। আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে ৩৬ বছরের তরুণের।

বিমানে চড়ার স্বপ্ন ছিল না যাঁদের, বিমানের ওঠানামা দেখেই যাঁদের জীবন চলে যাচ্ছিল, তাঁদের কেউ কেউও দুর্ঘটনা এড়াতে পারলেন না। আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাস্থলেই ছিল আকাশদের চায়ের দোকান। শুধু কয়েক মুহূর্তের এদিক-ওদিক। না হলে শুক্রবারের সকালটাও দেখার কথা ছিল বছর ১৫-র কিশোরের! বিমান দুর্ঘটনার বিস্ফোরণের আগুনে মৃত্যু হয়েছে তার।

চায়ের দোকান চালাতেন সীতা পাটানি। দুর্ঘটনার ঠিক আগে মাকে টিফিন দিতে এসেছিল আকাশ পাটানি। মা গিয়েছিলেন একটু দূরে। দুর্ঘটনার পর সন্তানের খোঁজে জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই মা'কে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াতে দেখার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এখন আকাশের দেহ শনাক্ত করার জন্য মা ও পরিবারের সকলকে দাঁড়াতে হয়েছে ডিএনএ নমুনা দেওয়ার লাইনে।

একেবারে ছাপোষা ঘরের মেয়ে পায়েল খটিক। দু'চোখে লন্ডনে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন। কিন্তু রিকশাচালক বাবার পক্ষে তা সাধ্যের বাইরে। কিন্তু কসুর করেননি পায়েলের বাবা সুরেশভাই খটিক। ঋণ নেন। প্রথম বিদেশযাত্রা। ভাবছেন, আর ঠিক ন'ঘণ্টা পরে তাঁর স্বপ্নপূরণের শহর লন্ডনের মাটি ছোঁবে বিমান। পায়েলের সেই আনন্দঘন মুহূর্ত এক নিমেষে ছারখার। প্রথম বিমানযাত্রা হল শেষযাত্রা। বৃহস্পতিবার টেক-অফের অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙে পড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৭১ উড়ান।

সুরেশভাই খটিকের দেশের বাড়ি রাজস্থানে। মরুশহর থেকে পরিবার নিয়ে চলে এসেছিলেন গুজরাটের হিম্মতনগরে। রিকশাচালক বাবা মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে কার্পণ্য করেননি। কিছুদিন আগে কলেজের পাঠ শেষ হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার জন্য সুরেশভাই কিন্তু লন্ডনে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী মেয়ের উজ্জ্বল মুখে ছায়া ফেলতে চাননি।

মেয়েকে সি-অফ করতে পায়েলের মা-বাবা, আত্মীয়রা গতকাল আহমেদাবাদে এসেছিলেন। বিমান ছেড়ে দেওয়ার পর সবাই যখন হিম্মতনগরের পথে, তখনই এয়ার ইন্ডিয়া থেকে খবরটা এল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। পায়েল নেই। সব শেষ। সুরেশের চোখে শূন্য দৃষ্টি। গলগল করে বেরোনো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, 'মেয়ের দেহ শনাক্ত করতে ওরা আমার ডিএনএ নমুনা নিয়েছে।'

চারিদিকে চলছে আর্তনাদ। প্রিয়জনদের হারিয়ে হাসপাতালের সামনে অপেক্ষায় তাঁরা। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

অনেকেই উধাও, চলছে অপেক্ষা

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : প্রতিটা মিনিট যেন এক একটা যুগ। অনন্ত অপেক্ষায় কেউ শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে আছেন বেঞ্চিতে, কেউ গাছতলায় গালে হাত দিয়ে। কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইতিউতি গন্তব্যহীনভাবে। শুক্রবার নিহত স্বজনদের মরদেহ চিনে ও বুঝে নিতে আহমেদাবাদের বিজে মেডিকেল কলেজ সিভিল হাসপাতাল চত্বরে অপেক্ষা করছেন বহু পরিবারের সদস্যরা। এঁরা কারও ছেলে, কারও মা, কারও সন্তান। অন্তরের দহন চেপে রেখে এঁরা শুধু চাইছেন যাবতীয় বাধা সরিয়ে প্রিয়জনের মরদেহটা অন্তত বাড়ি নিয়ে যেতে।

আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজ শেষ করেছে বলে জানিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। উদ্ধার হওয়া দেহ শনাক্ত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ডিএনএ পরীক্ষার। নিহতদের পরিবারকে বলা হয়েছে ডিএনএ নমুনা জমা দিতে। তারপর থেকেই হাসপাতালের বাইরে অস্থির হয়ে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে মৃতদের পরিবার-পরিজনকে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানটি ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি মেডিকেল কলেজের ডাইনিং হলে ভেঙে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। ঘটনায় এপর্যন্ত অন্তত ২৬৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর। এঁদের মধ্যে ছিলেন যাত্রীরা, বিমানকর্মী এবং ক্ষতিগ্রস্ত মেডিকেল কলেজ হস্টেল ও লাগোয়া এলাকার সাধারণ মানুষ। নিখোঁজ ও দগ্ধদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দেহগুলি এতটাই পুড়ে গিয়েছে যে শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের সামনে শত শত মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে ডিএনএ নমুনা দিতে হাজির হন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা ১৬০ জন আত্মীয়ের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছেন। শনিবার সন্ধ্যার আগে রিপোর্ট পাওয়া যাবে না। ডিএনএ পরীক্ষায় গতি আনতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতালের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে অনেককেই। সালমা রফিক মেমন নামের এক মহিলা হারিয়েছেন তাঁর ভাইপো, ভাইপোর স্ত্রী এবং তাঁদের দুটি শিশু সন্তানকে। মোবাইলে শেষ বিদায়ের একটি ছবি দেখিয়ে চোখ মুছছিলেন তিনি। তাঁর ভাইপোর পরিবার মুম্বই থেকে লন্ডনে ফেরার পথে এই বিমান ধরেছিলেন।

রফি আবদুল আহমেদ বলেন, তাঁর ভাইপো জাভেদ আলি ও তাঁর পুরো পরিবার নিহত হয়েছেন। হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের উদাসীনতায় তীব্র ক্ষোভ ঝরে পড়ে তাঁর গলায়। তিনি বলেন, 'মৃতেরা কেউ পশু নন যে এমনভাবে অনন্তকাল ফ্রিজে পচবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মরদেহগুলি ফেরত দেওয়া হোক।'

বিমানে থাকা ২৫ বছরের সাহিলের খোঁজে ছুটে এসেছেন তাঁর কাকা রশিদ পটেল। ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্টের অপেক্ষার মধ্যেই তিনি ভগ্নস্বরে বলেন, 'অজানা থাকাটা সবচেয়ে ভয়ংকর। দেহটাও না পেলে কাঁদতেও যে পারছি না।'

নাগপুর থেকে এসেছেন মণীশ কামদার। খুঁজছেন তাঁর মেয়ে, মেয়ের শাশুড়ি এবং নাতি রুদ্রকে। 'ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট নিয়ে সমস্যা দেখিয়ে ঘুষ চাওয়া হয়। হয়তো ঘুষ না চাইলে আজ আমার নাতি বেঁচে থাকত", বলেন তিনি ক্ষোভে-দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে।

দুর্ঘটনায় নিহত সাহিলের মা রক্ত দিয়েছেন ডিএনএ পরীক্ষার জন্য, অপেক্ষা চলছে ছেলের দগ্ধ দেহ শনাক্ত হওয়ার। একইভাবে হাসপাতালে ছুটে এসেছেন পায়েল বেন, খুঁজছেন তাঁর মা (৪৫) ও ভাগ্নিকে (২)। বিমানটি আবাসিক হস্টেলের রান্নাঘরের দিকে পড়েছিল। সেখানে ছিলেন তাঁর রাঁধুনি মা। কাঁদতে কাঁদতে তরুণী বললেন, 'প্রথমে কোনও বিস্ফোরণের শব্দ পাইনি, হঠাৎই চারপাশ অন্ধকার আর ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। ওই আবাসিক ভবনেই অন্তত ৫৬ জন মারা গিয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা তিনশো ছাড়িয়ে যাবে, আশঙ্কা।

মিলল জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : এক বড়সড়ো বিমান দুর্ঘটনা হতে চলেছে, ৫ জুন এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন জ্যোতিষী শর্মিষ্ঠা। সেই সময় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমালোচনার ঝড় তুলেছিল সমাজমাধ্যমে। সপ্তাহখানেক আগে শর্মিষ্ঠার আশঙ্কার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেল।

বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের নাকের ডগায় টেক অফের পরেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনার বিমান। ঘটনার পরে শর্মিষ্ঠা এক্স হ্যান্ডেলে দুঃখপ্রকাশ করেন। ঘটনাটিকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে ঢুকলে বড় আকারের বিমান দুর্ঘটনা হতে পারে। সতর্ক থাকতে হবে।' শর্মিষ্ঠা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর আগের টুইটগুলির লিংক জুড়ে দিয়ে লিখেছেন, 'এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।' ২০২৪-এর ডিসেম্বরেও একই টুইট করে আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন তিনি।

ড্রিমলাইনারের ভবিষ্যৎ ঘিরে একরাশ প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারের ভবিষ্যৎ ঘিরে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যে ভাবনাচিন্তা চলছে ওই বিমানবহরটিকে 'গ্রাউন্ড' করার ব্যাপারে। সূত্রের খবর, বিমানের নিরাপত্তা পর্যালোচনার স্বার্থে এই কঠোর পদক্ষেপ করা হতে পারে। এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ জানতে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু জানান, দুর্ঘটনার তদন্তের ভিত্তিতেই নেওয়া হবে বোয়িং ড্রিমলাইনার ৭৮৭-৮ মডেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এক বিবৃতিতে বোয়িং সংস্থাও শোকপ্রকাশ করেছে।

বোয়িং বিশ্বব্যাপী ২,৫০০-র বেশি ৭৮৭ মডেলটি বিক্রি করেছে, যার মধ্যে ৪৭টি কিনেছে এয়ার ইন্ডিয়া। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরাপত্তা ও উৎপাদন মান নিয়ে বোয়িংকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। ৭৩৭ ম্যাক্স দুর্ঘটনায় ৩৪৬ জনের মৃত্যুর পর থেকেই সংস্থাটির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিধ্বস্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট এআই-১৭১-এর ভয়াবহ দুর্ঘটনার একদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে বিমানের ব্ল্যাক বক্স। অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ডিভাইসটি তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে। ব্ল্যাক বক্সটি বিমানের পিছনের দিক থেকে উদ্ধার করেছে বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো (এএআইবি)। এটি পাওয়া গিয়েছে আহমেদাবাদে যে আবাসিক চিকিৎসক হস্টেল ভবনে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, তার ছাদ থেকে।

ব্ল্যাক বক্স কী

'ব্ল্যাক বক্স' নাম হলেও এটি কালো নয়। এটি সাধারণত উজ্জ্বল কমলা রঙের হয়, যাতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও সহজেই দেখা যায়। ব্ল্যাক বক্স এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরও তা টিকে থাকে। ব্ল্যাক বক্সে এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকে, যা তদন্তকারীদের জানাতে সাহায্য করে দুর্ঘটনার সময় বিমানের কলকবজায় ঠিক কী ঘটেছিল।

ব্ল্যাক বক্সে কী থাকে

ব্ল্যাক বক্সে দুটি যন্ত্র থাকে। এক, ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (এফডিআর)। এটা বিমানের গতি, উচ্চতা, ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা, দিকনির্দেশনা এইসব তথ্য রেকর্ড করে। আর দুই, ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর)। পাইলটদের কথোপকথন ও ককপিটের শব্দ (যেমন অ্যালার্ম

বা যান্ত্রিক শব্দ) রেকর্ড করে এটি। এই দুটি যন্ত্র একসঙ্গে ২৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ফ্লাইট ডেটা এবং ২ ঘণ্টা পর্যন্ত কণ্ঠরেকর্ড রাখতে পারে।

ব্ল্যাক বক্স কেন অপরিহার্য

যখনই দুর্ঘটনা ঘটে, ব্ল্যাক বক্স থেকে পাওয়া তথ্য তদন্তকারীদের জানায় ঠিক কী ভুল হয়েছে—যন্ত্রের ত্রুটি, আবহাওয়া নাকি মানবিক ভুল। এই তথ্য ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করতে ও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঠেকাতে সাহায্য করে। ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ামক সংস্থা ডিজিসিএ-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, সব বাণিজ্যিক বিমানে ব্ল্যাক বক্স থাকা বাধ্যতামূলক। এখন তো ছোট বিমানেও ব্ল্যাক বক্স থাকে।

ব্ল্যাক বক্স নষ্ট হয় না কেন

ব্ল্যাক বক্সের বাইরের খোলসটি টাইটেনিয়াম বা স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি। এটি এমনভাবে তৈরি যে ১১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আগুনেও টিকে থাকতে পারে। এমন ধাক্কাও সহ্য করতে পারে, যেখানে গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩৪০০ জি (অভিকর্ষ বল) পর্যন্ত। ব্ল্যাক বক্স জলে পড়লেও নষ্ট হয় না। এটি ২০ হাজার ফুট গভীর জলে ৩০ দিন পর্যন্ত ভালোভাবে কাজ করতে পারে। দুর্ঘটনার পর ব্ল্যাক বক্স থেকে একটি 'পিং' জাতীয় অত্যন্ত তীব্র শব্দসংকেত বের হয়, যা ৩০ দিন পর্যন্ত চালু থাকে। এই সংকেত অনুসরণ করে তদন্তকারীরা ব্ল্যাক বক্স খুঁজে পান। তথ্য সংরক্ষণের অংশটি বিশেষভাবে ইন্সুলেটেড এবং শকপ্রুফ করা হয়, যাতে দুর্ঘটনার পর তথ্যগুলি অক্ষত থাকে। তাছাড়া ব্ল্যাক বক্স রাখা হয় বিমানের লেজের দিকে। বিমান ধ্বংস হলেও ওই অংশটি তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এভাবেই পড়ে রয়েছে বিমানের একটি অংশ। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

মাংস পোড়ার দুর্গন্ধ...

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : বিমান দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও আহমেদাবাদের দুর্ঘটনাস্থলের ভয়ংকর ছবি মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার মতো। চারিদিকে পোড়া মাংস খণ্ডের ছড়াছড়ি। কোনওটা মানুষের। কোনওটা পশুপাখির। দুর্গন্ধে টেকা দুষ্কর। তা অন্নপ্রাশনের ভাত উগরে দেবে। সেই সঙ্গে রাক্ষুসে ধোঁয়া আর বিপুল তাপমাত্রা।

বৃহস্পতিবার এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় ১.২৫ লক্ষ লিটার তেল পুড়েছে। তা থেকে বাতাসের তাপমাত্রা চড়েছে ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই বিপুল তাপমাত্রা সহ্য করে উদ্ধারকাজ চালাতে প্রায় নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীদের। কোনওকিছু বুঝে ওঠার আগে ঝলসে গিয়েছেন যাত্রীরা। আশপাশের গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়া আর তাপমাত্রাকে যুঝে পালাতে পারেনি কুকুর, বিড়াল এমনকি পাখিরাও। কোথাও ছাইয়ের স্তূপে উঁকি মারছে দেহাংশ। কোথাও দেহ। কিছু দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে বটে, কিন্তু তা চেনা যাবে না। গতকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছিলেন, বিপুল জ্বালানি পোড়ায় যে তাপমাত্রা তৈরি হয়েছে তাতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। হয়েছেও তাই। দমকলের এক উর্ধতন কর্তা বলেছেন, 'আরে বুঝছেন না বিমানের জ্বালানি ট্যাংকে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষুসে আগুন দাপিয়ে উঠে এক ধাক্কায় এখানকার তাপমাত্রা ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে গিয়েছে। তাতে পালিয়ে বাঁচা দুষ্কর।'

২০১৭ সাল থেকে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীতে কাজ করছেন এক আধিকারিক বলেছেন, 'আমরা পিপিই কিট পরে গিয়েও তাপমাত্রা সহ্য করতে পারছি না। উদ্ধার করব কী, আগে তো চারপাশে পড়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ সরাতে হবে।' মাংস পোড়ার দুর্গন্ধে ভরা বাতাস, শরীর জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো তাপমাত্রা সহ্য করে, মেঘানিনগরের হাহাকারের মধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরা উদ্ধারের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন।

ফাঁড়া কাটছে না 'মহারাজা'র

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেশ। এরই মধ্যে ইজরায়েল-ইরান সংঘাত এবং বোমাতঙ্কের জেরে একগুচ্ছ এয়ার ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক উড়ানকে হয় দেশে ফিরে আসতে হয়েছে, নয়তো অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ থাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে দিল্লির উদ্দেশে ১৫৬ জন যাত্রীকে নিয়ে ওড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ৩৭৯ বিমানটি। হঠাৎ বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। তখন বিমানটি ছিল আন্দামান উপকূলের ওপর। বিমান থেকে ফুকেট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে জরুরি অবতরণের অনুরোধ করা হয়। তাতে সবুজসংকেত মিলতেই বিমানটি ফিরে আসে ফুকেটে। সমস্ত যাত্রীকে বিমান থেকে নিরাপদে নামানোর

পর শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু বিমানের ভিতর বোমা বা বিস্ফোরক কিছুই পাওয়া যায়নি। যে যাত্রী বিমানে বোমাতঙ্কের নোটটি পেয়েছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

অন্যদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাতের কারণে তাদের আকাশসীমা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুক্রবার মুম্বই থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক গামী দুটি বিমান এবং দিল্লি থেকে ওয়াশিংটন ও টরন্টোগামী দুটি বিমানকে মাঝরাস্তা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। লন্ডন থেকে দিল্লিগামী বিমানটিকে মুম্বইয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও এয়ার ইন্ডিয়ার আরও ১১টি আন্তর্জাতিক উড়ানকে ভিয়েনা, শারজা, জেড্ডা, ফ্র্যাঙ্কফুর্টের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের এহেন ভোগান্তির জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে এক বিবৃতিতে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। যাত্রীরা যাতে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছোতে পারেন তার জন্য বিকল্প বন্দোবস্তও করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই ইরানের একাধিক পারমাণবিক এবং সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায় ইজরায়েল। এই ঘটনায় ইরানের আকাশসীমা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর ডিজিসিএ'র কাঠগড়ায় এয়ার ইন্ডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : শুধু ড্রিমলাইনার নয়, এয়ার ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ ঘিরেও উৎকণ্ঠার পারদ চড়তে শুরু করেছে। একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ ও প্রশাসনিক কর্তা বারবার প্রশ্ন তুলেছেন, টাটাগোষ্ঠীর অধীনে আসার পরেও কি 'মহারাজা'র কাঙ্ক্ষিত পুনরুত্থান ঘটেছে? নাকি শুধু নামই বদলেছে, কিন্তু কোনও সংস্কার হয়নি।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার জেরে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টোরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন বা ডিজিসিএ এয়ার ইন্ডিয়ার অতীত নিরাপত্তা পর্যালোচনা প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শুক্রবার তারা এই বিমান দুর্ঘটনাকে শুধুই প্রযুক্তিগত বিপর্যয় হিসেবে না দেখে এয়ার ইন্ডিয়ার দীর্ঘদিনের গাফিলতি এবং ভুয়ো অডিট রিপোর্টে ছড়ানো অনিয়ম-কে তদন্তের আওতায় এনেছে। ডিজিসিএ জানিয়েছে, ২০২৩ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অডিট ব্যবস্থায় এমন কিছু ভয়ংকর ফাঁকফোকর পাওয়া গিয়েছিল যা এই সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার তদন্তে এখন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, তদন্তকারী দুই সদস্যের বিশেষ দলের তরফে কমপক্ষে ১৩টি অডিট রিপোর্ট মিথ্যা দাবি করা হয়েছিল।

ডিজিসিএ এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে থাকা সবকটি বোয়িং ৭৮৭-৮/৯ ড্রিমলাইনারের সুরক্ষা ব্যবস্থা কতটা

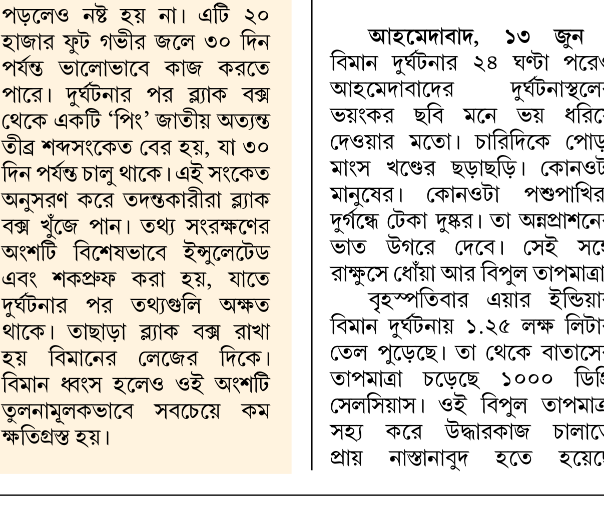

মজবুত তা খতিয়ে দেখা হবে। রবিবার থেকেই এই পরীক্ষার কাজ শুরু হবে। ড্রিমলাইনারের পাশাপাশি বোয়িং সংস্থাকেও তদন্তের আতসকাচে ফেলতে চলেছে ডিজিসিএ। ড্রিমলাইনারের যে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে তার মধ্যে জ্বালানি, ইঞ্জিন এবং হাইড্রলিক সিস্টেম রয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার সমস্ত জেন এক্স ইঞ্জিনসহ বোয়িং ড্রিমলাইনার বিমানগুলির জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিমানে কতটা জ্বালানি থাকা উচিত এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখা হবে। কেবিনের এয়ার কম্প্রেসর এবং সেই সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা হবে। ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিন কন্ট্রোল সিস্টেমও পরীক্ষা করা হবে। ইঞ্জিন ফুয়েল ড্রাইভেন অ্যাকচুয়েটর-অপারেশনাল টেস্ট এবং ওয়েল সিস্টেম চেক করা হবে। হাইড্রলিক সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করবে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে। টেক অফ করার সময় যে সমস্ত মাপকাঠি রয়েছে সেগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তাও যাচাই করা হবে। এর পাশাপাশি ফ্লাইট কন্ট্রোল ইনস্পেকশন ব্যবস্থাও এবার কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ। কেন্দ্রের সাফ কথা, যে সমস্ত ড্রিমলাইনারে গত ১৫ দিনে একাধিক যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে সেগুলি সবার আগে পরীক্ষা করা হবে।

গত এক বছরে বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বা এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলেও এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সব শেষে আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনা এয়ার ইন্ডিয়াকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। ডিজিসিএ স্পষ্ট জানিয়েছে, এই গুরুতর অনিয়ম যদি ফের তদন্তে প্রমাণিত হয়, তাহলে এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা, মোটা অঙ্কের জরিমানা, আন্তর্জাতিক রুটে নিষেধাজ্ঞা বা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণের মতো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে।

পালটা ড্রোন হানা তেহরানের ■ দু'পক্ষকেই সংযত থাকার বার্তা ভারতের

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে হামলা ইজরায়েলের

তেহরান ও জেরুজালেম, ১৩ জুন : ইরানের পরমাণু কেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে শুক্রবার কাকভোরে হামলা চালাল ইজরায়েল। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'। তাতে নিহত হয়েছেন ইরানি সেনাবাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ বাঘেরি এবং রেভলিউশনারি গার্ডের প্রধান হোসেন সালামি। এছাড়া মৃত্যু হয়েছে ছ'জন পরমাণু বিজ্ঞানীরও। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আটকাতে এই অভিযান বলে ইজরায়েল দাবি করেছে। তারপরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ইজরায়েলি হামলার নেপথ্যে কি আমেরিকার হাত রয়েছে? ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বিবৃতির পর সেই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। ইজরায়েলি হামলা নিয়ে তিনি বলেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

হামলার বিষয়ে আমেরিকা জানিয়েছে, সংঘাত ঘনীভূত হওয়ার বিষয়টা আঁচ করেছিল। সেই কারণেই পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল মার্কিন আধিকারিকদের। কিন্তু এই হামলায় তারা কোনওভাবেই জড়িত নয়। যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, 'আমরা আশা করছি, ইরান ফের আলোচনার টেবিলে ফিরবে। তবে একটা কথা পরিষ্কার বলছি যে, ইরানকে কোনওভাবেই পরমাণু বোমা তৈরি করতে দেওয়া যাবে না।' এইরকম পরিস্থিতিতেও ইরানকে পারমানবিক কর্মসূচি নিয়ে চুক্তিতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। একইসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ইরানকে তিনি একের পর এক সুযোগ দিয়েছেন। নিজের ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইতিমধ্যে অনেক প্রাণহানি ও ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এই রক্তপাত বন্ধ করার এখনও সময় আছে। কারণ এরপরের হামলাগুলি আরও ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে ইরানকে অবশ্যই চুক্তিতে আসতে হবে। আরও কোনও মৃত্যু নয়, আর কোনও ধ্বংস নয়। এটি কর নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।' ইরানের ওপর ইজরায়েল হামলার পর ট্রাম্পের এমন মন্তব্য ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী রবিবার ইরান-আমেরিকার চুক্তি নিয়ে ষষ্ঠ দফার বৈঠক হওয়ার কথা। তার আগে ইরানকে এমন হুঁশিয়ারি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞমহল।

ইরান আগেই দাবি করেছে, তারা কোনও পরমাণু বোমা তৈরি করছে না। কিন্তু পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার তাদের রয়েছে। যে প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে।

শুক্রবার ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জার্মান চ্যান্সেলার ফ্রিডরিখ মের্জকে ইরানে চালানো হামলার বিষয়ে অবহিত করেন। পরে এক বিবৃতিতে মের্জ এ কথা জানিয়ে বলেন, 'ইজরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে এবং ইরান কোনওভাবেই পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারে না।' তবে একই সঙ্গে তিনি উভয় দেশকে আহ্বান জানান যাতে আর উত্তেজনা না বাড়ে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

ইজরায়েলি হামলার পর ইরানও দ্রুত পালটা জবাব দেয়। তারা ইজরায়েলের দিকে একসঙ্গে ১০০-র বেশি ড্রোন ছুড়ে দেয়। যদিও তাতে খুব একটা ক্ষতি হয়নি ইজরায়েলের। এই ঘটনার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে উঠেছে শুধু তা-ই নয়, পুরোদস্তুর যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইরান পালটা হামলা চালাতে পারে ধরে নিয়ে আগেই ইজরায়েল অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করেছে।

দ্বন্দ্ব উসকে দিয়ে নেতানিয়াহু এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'আমাদের অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযান চলবে যতদিন না পর্যন্ত হুমকি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়।' অন্যদিকে ইরানের শীর্ষনেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেইনি কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এই জঘন্য হামলার জন্য ইজরায়েলকে কঠিন মূল্য দিতে হবে।' ইরানের সেনাবাহিনীও একসুরে বলেছে, 'জায়নবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আল-কুদস (জেরুজালেম)-এর দখলদাররা সব সীমা অতিক্রম করেছে, তাই এবার প্রতিক্রিয়ায় কোনও রকম সীমাবদ্ধতা থাকবে না।'

ইজরায়েলি হানায় দুই শীর্ষ সেনাকর্তার মৃত্যুর পরেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে নতুন সেনা প্রধানদের নাম ঘোষণা করেন খামেইনি। ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর নতুন কমান্ডার করা হয়েছে মোহাম্মদ পাকপোরকে। আর মোহাম্মদ বাঘেরির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আব্দুর রহিম মুসাভি। তিনি ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ।

দু'দেশের এই সংঘাতের জেরে ইরান, ইজরায়েল, ইরাক এবং জর্ডনের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তেল আভিভের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বেশ কিছু ফ্লাইট বাতিল বা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুবাই ও আবু ধাবি বিমানবন্দরেও বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে।

পশ্চিম এশিয়ার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। ইরান এবং ইজরায়েল দুটি দেশের সঙ্গেই নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো হওয়ায় ভারত বর্তমান পরিস্থিতিতে আপাত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। দু'পক্ষকেই সংযত থাকা ও উত্তেজনা না বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'আমরা ইরান ও ইজরায়েলের সাম্প্রতিক বিরোধ নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পরমাণু কেন্দ্রে হামলার খবর সহ গোটা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।' বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারত উভয়পক্ষকে যে কোনও ধরনের হিংসাত্মক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করছে। পারস্পরিক সংলাপ ও কূটনৈতিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করার এবং মূল সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা উচিত। ভারতের সঙ্গে দু'দেশেরই সম্পর্ক ভালো। তাই শান্তি বজায় রাখতে ভারত উভয়কেই সাহায্য করবে।'

ইজরায়েলের মিসাইল হামলায় জ্বলছে ইরানের পরামাণুকেন্দ্র। ডানদিকে, দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজে নেমেছে তেহরানের দমকলবাহিনী। শুক্রবার।

> ইতিমধ্যে অনেক প্রাণহানি ও ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এই রক্তপাত বন্ধ করার এখনও সময় আছে। কারণ এরপরের হামলাগুলি আরও ভয়াবহ হতে যাচ্ছে। সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে ইরানকে অবশ্যই চুক্তিতে আসতে হবে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

একনজরে

- ইজরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন ইরানি সেনাবাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ বাঘেরি এবং রেভোলিউশনারি গার্ডের প্রধান হোসেন সালামি। এছাড়া মৃত্যু হয়েছে ছ'জন পরমাণু বিজ্ঞানীরও
- ইজরায়েলের এই অভিযানের নাম 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'
- ইজরায়েলি হামলার পালটা ইরান একসঙ্গে ১০০-র বেশি ড্রোন ছুড়েছে। তবে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে দাবি ইজরায়েলের

ফেব্রুয়ারিতে পদ্মাপারে ভোট!

ইঙ্গিত ইউনূস-তারেক বৈঠকে

লন্ডন ও ঢাকা, ১৩ জুন : দর কষাকষিতে শেষমেশ যুগ্মভাবে বিজয়ী হলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন করানোর দাবিতে সুর চড়িয়েছিল বেগম খালেদা জিয়ার দল। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার আগামী বছর এপ্রিলে ভোট করানোর ব্যাপারে একপ্রকার অনড় অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার লন্ডনে বহুচর্চিত ও বহু প্রতীক্ষিত ইউনূস-তারেক বৈঠকের পর ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে।

লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় ইউনূস-তারেক বৈঠক শুরু হয়। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, খালেদা-পুত্র আগামী বছর রমজানের আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রস্তাব দেন। জবাবে ইউনূস জানিয়ে দেন, তিনি আগামী বছর এপ্রিলের প্রথমার্ধে নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য ঘোষণা করেছেন। তবে সমস্ত প্রস্তুতি হয়ে গেলে ২০২৬ সালে রমজান শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহেও নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে। তবে ইউনূসের শর্ত একটাই, ওই সময়ের মধ্যে সংস্কার ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত অগ্রগতি দরকার। ইউনূসের অবস্থান মেনে নিয়েছেন তারেক এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বস্তুত, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করানোর পক্ষপাতী। বৈঠকের পর বাংলাদেশ সময় বিকাল চারটেয় যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হয়। তাতে হাজির ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম, বিএনপি-র স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

সাধারণ নির্বাচন করানো নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিল বিএনপি-র। বিষয়টি ভালো চোখে নেননি বিএনপি সুপ্রিমো বেগম খালেদা জিয়া। সম্প্রতি তিনি দলের নেতাদের সাফ জানিয়ে দেন, ইউনূসের বিরোধিতা না করে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার রাস্তা খুলতে হবে।

এদিন ইউনূস-তারেক রহমান বৈঠকের পর সেই সমঝোতার রাস্তা অনেকটাই খুলে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, সবকিছু যেভাবে অনিশ্চয়তার দিকে চলে গিয়েছিল, এদিন দুই নেতার বৈঠকের পর সেই অচলাবস্থা কেটে গিয়েছে। জাতিকে আবার সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন ইউনূস এবং তারেক রহমান। তারেকের মধ্যে রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন বিএনপি-র এই শীর্ষনেতা। ইউনূস-তারেক বৈঠকে তাঁরা সন্তুষ্ট বলেও জানিয়েছেন খলিলুর রহমান এবং আমির খসরু। এদিন প্রধান উপদেষ্টাকে কলম এবং বই উপহার দিয়েছেন তারেক রহমান।

লন্ডনে তারেক রহমান-মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠক। পেন ও বই উপহার বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টাকে।

মৌমাছির কামড়ে করিশ্মার প্রাক্তন স্বামী প্রয়াত

লন্ডন, ১৩ জুন : আচমকা প্রয়াত হলেন বলিউড অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের গার্ডস পোলো ক্লাবে পোলো খেলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। জানা গিয়েছে, খেলার সময় আচমকাই একটি মৌমাছি তাঁর মুখে ঢুকে গিয়ে কামড়াতে থাকে। কিন্তু কোনওভাবেই সেটি বের করতে না পারায় ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে যান তিনি। মুহূর্তেই হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সঞ্জয়।

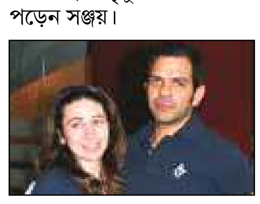

বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক যানবাহনের যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী একটি সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন সঞ্জয়। ২০০৩ সালে করিশ্মার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে তাঁদের। ২০১৬-তে করিশ্মা-সঞ্জয়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। বিবাহবিচ্ছেদের পর মডেল প্রিয়া সচদেবকে বিয়ে করেছিলেন সঞ্জয়। প্রাক্তন স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন করিশ্মা। তাঁকে সমবেদনা জানাতে রাতেই তাঁর বাড়িতে যান বোন করিনা কাপুর, সইফ আলি খান, মালাইকা আরোরা, অমৃতা আরোরা। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর এক্স হ্যান্ডেলে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছিলেন তিনি। তার ৭ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হল সঞ্জয়ের। দেহের ময়নাতদন্ত চলছে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে দেহ ভারতে নিয়ে আসা হবে।

খুনশুটি... শুক্রবার জয়পুরের নাহারগড় বায়োলজিক্যাল পার্কে।

ভারত-চিন বিমান পরিষেবা চালু হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : দীর্ঘ সীমান্ত উত্তেজনা ও কূটনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে এবার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির পথে আরও একধাপ এগোল ভারত ও চিন। দু'দেশ সম্মত হয়েছে চলতি বছরের মধ্যেই সরাসরি বিমান পরিষেবা ফের চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বিষয়ে। ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি এবং চিনের উপ-বিদেশমন্ত্রী সান ওয়েইডংয়ের মধ্যে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে কার্যত জমে থাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। গত অক্টোবরে হিমালয়ের সীমান্তবর্তী এলাকায় যৌথভাবে টহলদারি নিয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছোয় দুই দেশ, যা সম্পর্কের বরফ গলাতে সহায়ক হয়েছিল। এবারের আলোচনাও সেই প্রেক্ষিতেই বহমান।

চিনের বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, 'দু'পক্ষকেই পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিতর্কের যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শান্তিরক্ষায় গঠনমূলক ভূমিকা নিতে হবে।'

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বিদেশসচিব নতুন এয়ার সার্ভিস চুক্তির দ্রুত চূড়ান্তকরণের পক্ষে মত দিয়েছেন। পাশাপাশি ভিসা প্রক্রিয়ার সহজীকরণ এবং মিডিয়া ও চিন্তানিয়ন্তা (থিংকট্যাংক) পর্যায়ে বিনিময় বাড়ানোর দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' উল্লেখযোগ্যভাবে, দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইস্যুতে নিয়মিত কার্যকরী সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে।

এদিকে চিন সরকারের সহায়তায় পাঁচ বছর পর এই মাসেই পুনরায় চালু হচ্ছে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা। প্রথম দফায় ৭৫০ জন তীর্থযাত্রী যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

বৈঠকে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি চিনকে ধন্যবাদ জানান এই সহযোগিতার জন্য। এবং সীমান্ত নদীগুলিকে কেন্দ্র করে তথ্য ও সহযোগিতা বিনিময়ে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

দু'দেশ সম্মত হয়েছে যে, ভারত-চিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৭৫ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে যেসব যৌথ কার্যক্রম পরিকল্পিত রয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা জারি থাকবে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর দীর্ঘদিন ধরে থমকেছিল ভারত-চিন কূটনৈতিক সম্পর্ক। সেইসময় থেকে বাণিজ্য, প্রযুক্তি এমনকি সরাসরি বিমান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। তবে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিদেশেসচিব বিক্রম মিস্রির বেজিং সফরের পর থেকেই পরিস্থিতির উন্নতি লক্ষ করা যায়। সর্বশেষ বৈঠকে দুই দেশই স্পষ্টভাবে 'জনভিত্তিক সম্পর্কের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়ার' বার্তা দিয়েছে।

দেখামাত্রই গুলির নির্দেশ হিমন্তের

গুয়াহাটি, ১৩ জুন : অসমের ধুবড়িতে এক হনুমান মন্দিরে গোমাংস ফেলাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম। অশান্তি চরম আকার নেয়। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ধুবড়ি পরিদর্শন করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি এই ধরনের দুষ্কৃতীদের দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'কোনও ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করা আমার সরকার বরদাস্ত করবে না। এ বিষয়ে সরকার শূন্য সহনশীলতা নীতি নিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মন্দির নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বজরংবলী মন্দিরে গোমাংস ফেলার ঘটনাটি ঘটেছে ইদের দিনে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। প্রয়োজনে আমি সারা রাত হনুমান মন্দিরে পাহারায় থাকব।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ইদের দিন কিছু সমাজবিরোধী ছদ্মবেশে একাজ করেছে। ধুবড়িতে সাম্প্রদায়িক হিংসা শুরু রবিবার। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রবি-স্মৃতি নষ্ট হয়নি, দাবি বাংলাদেশের

মোদি-মমতার চাপে সক্রিয় ইউনূস

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৩ জুন : রবীন্দ্র কাছারিবাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় ভারতের কড়া বার্তা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর অবস্থানের পর নড়েচড়ে বসল ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। শুক্রবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

তবে বাংলাদেশ সংস্কৃতি মন্ত্রকের দাবি, কাছারিবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কোনও নিদর্শন নষ্ট হয়নি। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের বাইরে ওই ঘটনায় কোনও সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। জেলা প্রশাসন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধি দপ্তর দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। শুক্রবার থেকে কাছারিবাড়ি দর্শনার্থীদের জন্য ফের খুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ওই বিবৃতিতে।

সংস্কৃতিমন্ত্রক জানিয়েছে, কাছারিবাড়ি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। প্রতিবছর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন। রবিবারও কাছারিবাড়িতে কবিগুরুর সম্মান বা মর্যাদাহানিকর কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে হামলার পর কাছারিবাড়ির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে, কাছারিবাড়িতে ২৫ বৈশাখ কবিগুরুর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে।

রবিবার মোটর সাইকেল পার্কিংয়ের ফি দেওয়া নিয়ে এক দর্শনার্থীর সঙ্গে বচসা বাধে সংগ্রহশালার কর্মচারীর। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাছারিবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর চালায় একদল দুষ্কৃতী।

এই ঘটনাকে নিন্দনীয় এবং হিংসাত্মক বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক বৃহস্পতিবার সাফ জানিয়ে দেয়, এই হামলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ও তাঁর উদারনৈতিক চেতনার প্রতি অসম্মান। বিজেপির তরফেও নিন্দা করা হয়। অপরদিকে কেন্দ্র যাতে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে, সেই আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ওই আক্রমণ কবিগুরুর নিরন্তর সৃষ্টিকর্মের প্রতি অবমাননা। নয়াদিল্লি-কলকাতার জোড়া আক্রমণে নড়েচড়ে বসে ঢাকা।

চারবারের চেষ্টায় রাজাকে খুন সোনমের

শিলং, ১৩ জুন : ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে তাঁকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার পর স্বামীকে খুনের ছক কষেছিলেন সোনম। তিনবার বিফল হন। সফল হন চতুর্থবার।

মেঘালয় পুলিশ তদন্তের পর এই তথ্য জানিয়েছে। রাজাকে খতম করার তিনবারের চেষ্টা কোথায় কোথায় হয়েছিল, সেই সমস্ত জায়গার নামও দিয়েছে পুলিশ।

রাজা রঘুবংশীর দেহ মিলেছিল মেঘালয়ের সোহরায়ের ওয়েইসাওডং জলপ্রপাতের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজাকে শেষ করার প্রথম চেষ্টাটা হয়েছিল গুয়াহাটিতে। দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি হয় নোংরিহাটে। সেটাও ব্যর্থ হওয়ার পর মাওলাখাত ও ওয়েইসাওডংয়ের মধ্যে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

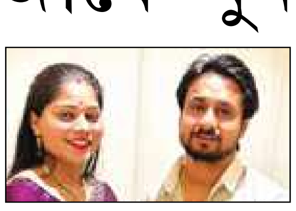

তাতেও সাফল্য মেলেনি। চতুর্থবারের চেষ্টা অবশ্য বিফল যায়নি। সোনম সহ অভিযুক্ত পাঁচজন ধরা পড়েন।

পুলিশ এও জানিয়েছে, রাজা রঘুবংশীকে সোনম বিয়ে করতে চাননি। বিয়ে এড়াতে তিনি প্রেমিক রাজের সঙ্গে নানা ফন্দি আঁটেন। নদীতে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় সোনমের মৃত্যু হওয়া দেখানো, অন্যের পোড়া দেহ সোনমের বলে চালানোর ছকও কষা হয়। কিন্তু তা ধোপে টিকবে না বুঝে সোনম বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন।

বইটই

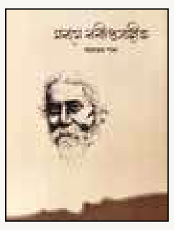

রবিগানেই জীবন

সখী ভালোবাসা কারে কয়! ভালোবাসার অর্থ কী, তা এই গানের মধ্যে দিয়েই কবিগুরু গভীরভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সব গান কীভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে, তা বালুরঘাটের সনাতন পাল খোঁজার চেষ্টা করেছেন তাঁর লেখা বই 'মরমে রবীন্দ্রসংগীত'-এর মাধ্যমে। ১৫টি প্রবন্ধের সংকলনের বেশ কয়েকটি আগেই প্রকাশিত। আবার কয়েকটি সম্প্রতি লেখা। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সামলে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন সনাতন, তা অনুপ্রেরণাযোগ্য। তিনি নিজেও রবিগানেই অনুপ্রেরণা খুঁজে বেড়ান। নিরন্তর।

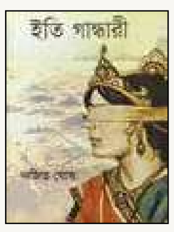

গান্ধারীর জীবনদর্শন

জীবনের মানে কী, তা বহুদিন ধরেই খোঁজার চেষ্টা করছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা অজিত ঘোষ। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা সেই পত্রিকাই পথ দেখাল। ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্য। এই সূত্রেই জীবনের প্রথম পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর দীর্ঘ কবিতা লেখা। 'ইতি গান্ধারী' শিরোনামের কবিতাকে কেন্দ্র করে এই একই শিরোনামে অজিতের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'কৃষ্ণ তুষ্ট হলে জগৎ তুষ্ট / তুমি কি তুষ্ট হয়েছ কৃষ্ণ?' গান্ধারী এভাবেই বইজুড়ে জীবনকে প্রশ্ন করে চলেন। নিজের দর্শনকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

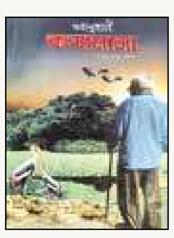

কথামালা

কথামালায় থরেথরে সাজানো একশো চুয়াত্তরটি কবিতা। শব্দগুচ্ছের বিন্যাসে ধরা দিয়েছে নানা কথা। শতবর্ষ ছুঁইছুঁই সাহিত্যজন বিনয়কৃষ্ণ সাহার কলমে কথামালায় কবির জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিফলিত। বহুমুখী ভাবের মিলন। বিভিন্ন মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আলো-আঁধারের সমন্বয়ে যেন টালমাটালের সচেতনতার ডাক। ধরা দিয়েছে প্রতিকারের পিলসুজ। নবজাগরণের আশায় বুক বেঁধে নৈতিকতার অভিজ্ঞানের পথ খুঁজেছে শব্দেরা। সময়ের বার্তার পাশাপাশি ভক্তিপথের দিশাও উদ্ভাসিত। বর্তমানে সময়ের বোধের অবক্ষয়ের কথা ধরা পড়েছে বিভিন্ন কবিতায়।

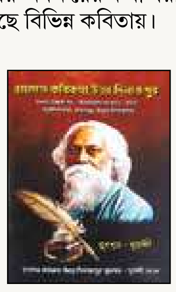

পূর্বালী

রায়গঞ্জ কবিকথা উত্তর দিনাজপুরের মুখপত্র পূর্বালী, ৪১টি ছোট-বড় কবিতায় সাজানো। সম্পাদক যাদব চৌধুরী। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলমে রয়েছে ২০১৮ সালে আত্মপ্রকাশ থেকে সমসাময়িক সংস্থার ৫০টি সাহিত্য আসরের হালহকিকত। রায়গঞ্জ এবং রায়গঞ্জের বাইরের কবিদের কলমে সময়ের স্বর ঢেউ তোলে কবিতার লাইনগুলোতে। পাশাপাশি প্রকৃতি ও প্রেম ধরা দিয়েছে। একটি অনবদ্য গল্পকথায় আঁকা রয়েছে, ধীরগতিতে হলেও পৃথিবীর এত সৌন্দর্য স্থায়ী নয়।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

'দিয়ে যাওয়া যায় সংস্কৃতি...'

দেবরাজ রায়চৌধুরী

একটা বেহিসেবিপনা, তুমুল কেয়ারলেসনেস... একবুক ইমোশন নিয়ে গান বাঁধতে চাওয়া, নব্বই দশকের বাঙালির ইন্টেলিজেন্সিয়া আর গিটার কাঁধে রকস্টার ইমেজ... এইসব নিয়ে ওরা, সাদা ক্যানভাস। ২০১৫ থেকে ২০২৫... দেখতে দেখতে দশ বছর আর মফসসল শহরের ব্যান্ড কালচারে নতুন সংযোজন, যা সহজে হারিয়ে যাওয়ার নয়। একজন শব্দের কাটাকুটি খেলেন, আরেকজন সুরে বাঁধেন... দেবরাজ রায়চৌধুরী আর ধূর্জটিপ্রসাদ রায়, সাদা ক্যানভাসের দুই কান্ডারির মুখোমুখি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি অনিন্দ্য সরকার

ধূর্জটিপ্রসাদ রায়

■ **সাদা ক্যানভাস ব্যান্ডের পথচলা শুরু হয় কীভাবে?**

দেবরাজ রায়চৌধুরী পুরোটাই আড্ডা। ডিপিদা মানে ধূর্জটিপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ২০১৫ সালে। তখন আমি কবিতা লিখতাম। সেই লেখাগুলোতেই ডিপিদা সুর দিয়ে গান তৈরি করে। ২০১৫-য় মালদা টাউন হলে আমাদের আত্মপ্রকাশ। তখন গ্রুপের কোনও নাম ছিল না। তারপর আরও কিছু মানুষ যুক্ত হয়, যেমন অনিন্দ্য গানটা গায়। যখন গ্রুপের একটা নাম দরকার হয়ে পড়ল, 'সাদা ক্যানভাস' নামটা আসে। সাদা ক্যানভাস, এখানে এখনও আঁচড় কাটার জায়গা রয়েছে। রঙের খেলার জায়গা রয়েছে। আবার অন্য দিক দিয়ে ভাবলে সাদা মানে সমস্ত রঙের সমাহার।

■ **ব্যান্ডের সব গানই তো আপনার সুরে। ওটির ছুরি-কাঁচি পাশে রেখে গানের জগতে কীভাবে?**

ধূর্জটিপ্রসাদ রায় ছোট থেকেই গানের পরিবেশে বড় হওয়া। বাড়ির সবাই রবীন্দ্রসংগীত গাইত। আমার দিদিরা বিশ্বভারতী থেকে পাশ করেছে। দেবরাজের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতেই এইসব গান তৈরি। যদিও ডাক্তারিতে কোনও ইনোভেশনের জায়গা নেই। তবু মনে সুর আসে। ভেবেছিলাম এই গানগুলো করে রাখি, পরবর্তী প্রজন্ম দেখতে পাবে। তারা হয়তো উদ্বুদ্ধ হবে, গান-বাজনা করবে। টাকাপয়সা তো দিয়ে যাওয়া যায় না, দিয়ে যাওয়া যায় সংস্কৃতি। আমিও আমার বাবার কীর্তন দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

■ **'রাধা' গানটির ভাবনা মাথায় এল কীভাবে?**

দেবরাজ রায়চৌধুরী একবার দোলের আগে একটা পত্রিকার 'রং' সংখ্যার জন্য এই কবিতাটা লেখা। কবিতার মধ্যে অনেক রঙের উল্লেখ আছে। 'একটু পিছল একটু অবুঝ/ রং কি তোমার শ্যাওলা সবুজ'। আর এই রং ব্যবহার করেই একটা গল্প। ডিপিদা এই কবিতায় সুর দেয় আর 'রং'টাকে 'রাধা' করে দেয়।

■ **এক্সপেরিমেন্টাল গানের সময় 'রাধা'কে পুরোনো আঙ্গিকে মাঝ খাম্বাজের সুরে বাঁধলেন কেন?**

ধূর্জটিপ্রসাদ রায় তখন ভাবিনি যে এটা মাঝ খাম্বাজে হবে। পরে বুঝতে পারি। আমার বাবা প্রত্যেকদিন সকালে করতাল বাজিয়ে কীর্তন করতেন আর প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে কীর্তন হত। আমার অবচেতনে কীর্তনের একটা প্রভাব ছিল। বেশিরভাগ কীর্তন যেহেতু মাঝ খাম্বাজে হয়, আর রাধা তো আমার প্রথম গান, তাই অবচেতনেই এখানে কীর্তনের প্রভাব চলে এসেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, বৈতালিকে রাখব, কিন্তু বিনা তালের একটা গান এতক্ষণ ধরে কেউ শুনবে কি না, তাই সেটা করা হয়নি।

■ **'রাধা'র গল্প, মিউজিক ভিডিওতে... না মাখা রঙের স্মৃতিচারণ। সেই ভাবনাটা এল কীভাবে?**

ধূর্জটিপ্রসাদ রায় আমার মাথায় প্রথমে গল্পটা এসেছিল। তারপর সেই ভাবনা থেকেই মিউজিক ভিডিও। কথায় ছিল 'আমি তোমার সাথে খেলবো হোলি/ না বলো না রাধা'। কিন্তু আমি গোটা ভিস্যুয়ালে দেখিয়েছি যে একবারও তারা রংটা খেলতে পারল না। আমাদের সব চাওয়াই যে পূরণ হবে না, এটাই দেখাতে চেয়েছিলাম। আর শেষে কাস্টিং-এর দৃশ্যে দেখিয়েছি যে, সব রং ধুয়ে যাচ্ছে। জীবনের সব রং ধুয়ে গেলেই দেখা যায় যে আসলে জীবনটা সাদা-কালো।

■ **মালদা শহরের বাকি ব্যান্ডগুলোর তুলনায় সাদা ক্যানভাস কতটা আলাদা?**

দেবরাজ রায়চৌধুরী সাদা ক্যানভাসের গানগুলো কিন্তু সব একধরনের নয়। প্রত্যেকটা গান আর মিউজিক ভিডিওতে নতুন নতুন আঙ্গিক। যেমন 'মালদা মালদা' পপ, 'ইচ্ছেনদী' ফোক, 'হয়রান হয়ে খুঁজছি তোমায়' রকস আর এই 'রাধা' সেমিক্লাসিক্যাল। আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ধরনের গান করতে।

■ **'রাধা'র রেকর্ডিং-এর অভিজ্ঞতা?**

ধূর্জটিপ্রসাদ রায় : গানটি গেয়েছে অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ও মানালি বোস। সেতার বাজিয়েছেন আমজাদ হোসেন এবং পিয়ানো বাজিয়েছে সপ্তক। আমরা এই গানটা তৈরি শুরু করেছি ২০১৫-য়, কিন্তু প্রকাশ পেল ২০২৫-এ। ১০ বছর ধরে ঘষে-মেজে পরিবর্তন করে আজকের এই রূপ হয়েছে। আমার ছোড়দি, বাসবীদি গানটা শুনেছিলেন, কিন্তু মিউজিক ভিডিওটা দেখে যেতে পারেননি। তাঁকেই আমরা উৎসর্গ করেছি।

■ **'রাধা'র মিউজিক ভিডিও শ্যুটিং-এর গল্পটা কীরকম?**

ধূর্জটিপ্রসাদ রায় মিউজিক ভিডিও শুটিং হয় দুর্গাপুর রাজবাড়িতে। দু'দিনের শুটিং হয়। কলকাতার একজন অভিনেতা বাদে মালদার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা কাজ করেছি। এই মিউজিক ভিডিওর ডিরেক্টর পবিত্র খুব ভালো কাজ করেছে। শুধু রাধাতেই না, ইচ্ছেনদীতে একটা দৃশ্য ছিল যেখানে বাঁশের মধ্যে আঁচল আটকে যাবে, যা সমাজের পিছুটান, ও সেটা খুব ভালো দেখিয়েছিল।

■ **সাদা ক্যানভাসের পরবর্তী কাজ?**

দেবরাজ রায়চৌধুরী এরপর আমরা যে মিউজিক ভিডিওটা করছি, সেটা সম্পূর্ণ সাদা-কালো। ঋত্বিক ঘটকের আঙ্গিকে গ্রামবাংলাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছি। সেটাও খুব ভালো একটা গল্প হবে।

■ **একটি গান সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে, সবার ভালো লাগছে... কেমন লাগছে?**

দেবরাজ রায়চৌধুরী এই গানটা এত ভালোবাসা পেয়েছে, অবশ্যই খুব ভালো লাগছে। তবে আমি মনে করি, গানগুলো আরও ছড়ানো উচিত। খুশি হব মালদার বা অন্যান্য শহরের শিল্পীরাও যদি আমাদের গানগুলো করেন। আর মালদায় দাঁড়িয়ে এরকম নিজেদের গান তৈরি করতে পারছি, এটাই দারুণ।

ফোটোস্টোরি

বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় দেবীনগরের সুজিতভূষণ রায় মঞ্চে রায়গঞ্জের সংস্কৃতি জগতের প্রয়াত সুজিতভূষণ রায়, বিমল ঘোষ, উৎপল ঘোষ, দিলীপ দত্ত, গোপাল ঘোষ, বীরেশ সরকার, দুলাল দে সরকারকে গানে গানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন দেবব্রত সিনহা, সুনীল বিশ্বাস, পার্থ সরকার, রূপক ঘোষ, গৌরাঙ্গ কর, মৌসুমী গুহ প্রমুখ এক ঝাঁক সংগীতশিল্পী। ছবি ও তথ্য : সুকুমার বাড়ই

চোখের বালিতে জমে উৎকর্ষ সন্ধ্যা

সুকুমার বাড়ই

২৫ মে রায়গঞ্জের বিধানমঞ্চে উৎকর্ষ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'চোখের বালি' অবলম্বনে নাট্যালেখ্য। প্রায় ৪০ মিনিটের আলেখ্যতে ভাষ্য, নৃত্য এবং অভিনয়ে ধরা দেয় ১৯ শতকের হিন্দুসমাজের বাল্যবিধবার কষ্ট ও জটিলতা। প্রেম, পরিবার, সমাজ এবং মৃত্যুর মতো বিষয়গুলি ফুটিয়ে তোলা হয়।

বাল্যবিধবা বিনোদিনী এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট দুটি পুরুষ চরিত্র, মহেন্দ্র ও সুরেশ যেন জীবন্ত হয়ে ফিরে আসে মঞ্চে। ভাষ্যে ছিলেন পার্থসারথি দাস এবং আল্পনা কুণ্ডু। নেপথ্যে যন্ত্র সুরে সহযোগিতা করেন বৃন্দাবন মণ্ডল।

সামান্য সমন্বয়ের ত্রুটি থাকলেও সার্বিকভাবে নাচ আর অভিনয়ে সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনে চোখের বালির প্রাসঙ্গিকতা আবার প্রমাণ হল। সমবেত গিটারবাদন, নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি এবং আলোচনায় জমে ওঠে উৎকর্ষের রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা।

বিচিত্রা নাট্যমেলায় বোধের পিলসুজ

কালিয়াগঞ্জের উত্তর দিনাজপুর বিচিত্রা নাট্য সংস্থার আয়োজনে নজমু নাট্য নিকেতনে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব হরিমাধব স্মৃতি নাট্যমেলায় দেখা গেল কাছের মানুষ হরিমাধবের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার নিদর্শন। মেলায় বিচিত্রার নিজস্ব প্রযোজনা ও হরিমাধবের লেখা এবং নির্দেশিত দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৮ মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হরিমাধবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মৃতিচারণা করেন লেখিকা রাজশ্রী বসু অধিকারী, নাট্যজন পল্লব বসু, সুরজিৎ ঘোষ, প্রদোষ মিত্র, নীলাদ্রিশেখর সরকার প্রমুখ। মঞ্চস্থ হয় রাজশ্রী বসু অধিকারীর গল্প 'আমি ভালো আছি' অবলম্বনে হরিমাধবের নাটক 'বিমর্ষ'। পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে লড়াই উঠে এল মঞ্চে। হরিমাধব যেন তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে ধরেছেন এই নাটকে। বিচিত্রা নাট্যসংস্থার কুশীলবদের অভিনয়ের মুনশিয়ানা দর্শক মনে জ্বালিয়ে দেয় বোধের পিলসুজ। যথাযথ আলোক পরিকল্পনায় ও প্রক্ষেপণে ছিলেন চন্দন চক্রবর্তী। রূপসজ্জায় ছিলেন প্রদ্যুৎ তালুকদার। ১৯ মে, দ্বিতীয়দিন মঞ্চস্থ হয় বিচিত্রা প্রযোজিত হরিমাধবের লেখা ও নির্দেশিত নাটক 'গণেশগাথা'। বহুল অভিনীত নাটকে 'গণেশ গাথা' মঞ্চস্থের মধ্যে দিয়েই হরিমাধবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ হয় নাট্যমেলা।

ছবি ও তথ্য : সুকুমার বাড়ই

কথা-কবিতায় ভাষা শহিদ স্মরণ

১৯৬১ সালের ১৯ মে অসমের শিলচরে বাংলা ভাষার দাবিতে ১১ জন মাতৃভাষাপ্রেমী শহিদের স্মৃতিতে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, রায়গঞ্জ শাখার উদ্যোগে পালিত হল ভাষা শহিদ স্মরণ। রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের হলঘরে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাষাপ্রেমী মানুষ হাজির হয়ে ভাষা শহিদ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

আটজন বরিষ্ঠ ভাষাপ্রেমীকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ভূপালপুর রাজবাড়ির রানিমা, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী। ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রাসঙ্গিক কথার পাশাপাশি নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার সম্পাদক কল্যাণ চক্রবর্তী।

তথ্য : সুকুমার বাড়ই

নান্দনিক কবিপ্রণাম

রবিবাসরীয় আমেজে রায়গঞ্জের বিজয়া ভবনে শব্দ, সুর ও ছন্দে উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের আয়োজনে রবিঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানে অংশ নেয় দুই দিনাজপুর ও মালদার শিল্পীবৃন্দ।

উপস্থিত ছিলেন সুশান্ত দাস, অঞ্জন রায়, সুশান্ত নন্দী, অলিপ মিত্র প্রমুখ। অর্পিতা ভট্টাচার্যের কাব্যকথার ছোট শিল্পীরা সমবেত উচ্চারণে কবিকে শ্রদ্ধা জানায়। মৌতুলী মুখার্জি, সুশান্ত নন্দী আবৃত্তির শব্দে মঞ্চ মাতালেন।

তথ্য : সুকুমার বাড়ই

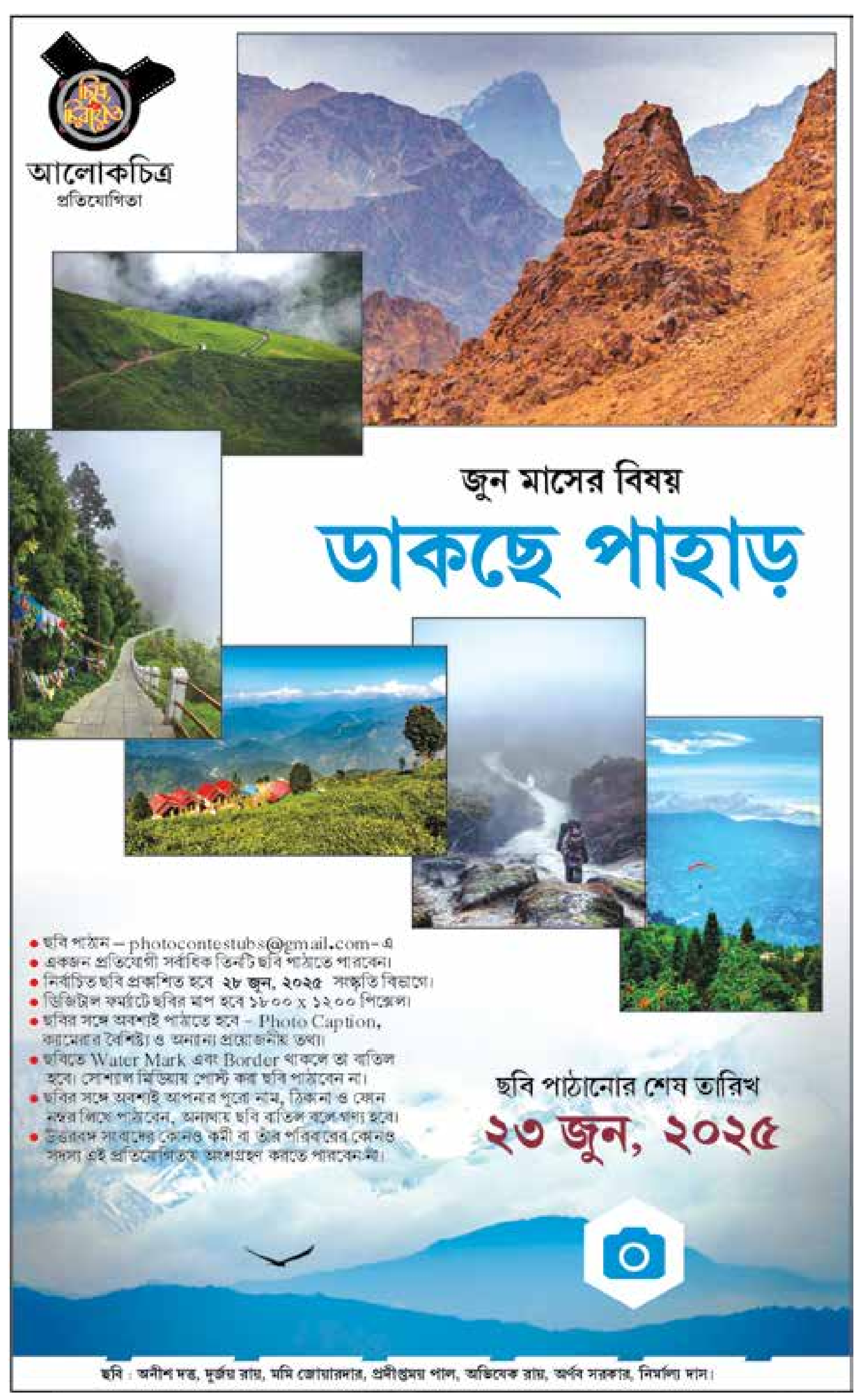

দ্বিতীয় উষ্ণতম দিন গ্যাংটকে

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন : সমতলের পাশাপাশি তপ্ত পাহাড়। সিকিম থেকে দার্জিলিং, হাঁসফাঁস পরিস্থিতি পর্যটক থেকে সাধারণের। এরই মধ্যে শুক্রবার দ্বিতীয় উষ্ণতম দিন কাটাল সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। এদিন গ্যাংটকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

১৯৭৯ সালের ২৪ জুন গ্যাংটকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যা এখনও পর্যন্ত গ্যাংটকের উষ্ণতম দিন। এদিন অবশ্য ৩২.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে নতুন রেকর্ড গড়েছে তাদং। এমন পরিস্থিতিতে পাহাড়ও ঝেঁপে বৃষ্টির অপেক্ষায়।

নাম বিতর্কে

প্রথম পাতার পর

'বাইক কিনতে হলে আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড লাগবেই। যাঁর নামে বাইকের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে নিশ্চিতভাবেই তাঁর ভারতীয় ভোটার এবং আধার কার্ড আছে।' শান ইস্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ বাড়ছিল। পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বুঝতে পেরেই এদিন গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে বলেই জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক আধিকারিক। চিঠিতে শান সম্পর্কে তদন্ত করে পদক্ষেপের অনুরোধ করেছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। স্বপনের কথা, 'আমাদের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে সশরীরে হাজিরা দেননি ওই ছাত্র। ওকে নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। তাই পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ জরুরি মনে করলে তদন্ত করে পদক্ষেপ করুক। তদন্তে আমরা সবরকম সহযোগিতার জন্য রাজি আছি।' তবে শান্ত কীভাবে শান হয়ে গেল তা বুঝে উঠতে পারছেন না জয়েন্ট রেজিস্ট্রারও। তাঁর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়া পাসপোর্ট, ভিসা অনুসারে ছাত্রটির নাম শান্ত ভৌমিক। হঠাৎ ও কীভাবে শান হয়ে গেল বোধগম্য হচ্ছে না। শান হয়ে ও কোথায় ফ্ল্যাট কিনেছে না জমি সেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সেটা পুলিশ খতিয়ে দেখুক।'

অন্যদিকে, শান ইস্যুতে এদিন থেকেই বিশেষ তদন্ত শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তদন্তের জন্য জয়েন্ট রেজিস্ট্রারকে চিঠি পাঠিয়েছেন ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়। তার ভিত্তিতে মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়ের কৈফিয়ত তলব করেছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার। কীভাবে একজন ছাত্র গেস্ট ফ্যাকাল্টি হয়ে গেল, সব জেনেও কেন আইন ভেঙে ছাত্র ভিসায় আসা একজন বাংলাদেশিকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হল, নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন যোগ্যতা যাচাই করা হল না, কেন কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন নেওয়া হল না ইত্যাদি ১২টি প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হয়েছে বরুণের কাছে। ডিনের কথা, 'উত্তর পেলে তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ হবে। যার যার গাফিলতি রয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবে।' বাইকের রেজিস্ট্রেশনের নথিতে শিলিগুড়ির বাবুপাড়া মাদার টেরেজা সরণির ঠিকানা ব্যবহার করেছেন শান। সংশ্লিষ্ট ঠিকানা দেখিয়েই ভোটার বা আধার কার্ড বের করেছেন কি না ওই বাংলাদেশি ছাত্রটি তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। পরিবহণ দপ্তরের নথি অনুসারে একটি বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থার কাছে ঋণ নিয়ে বাইকটি কিনেছেন শান। সেই সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বাংলাদেশি নাগরিককে বাইক কেনার জন্য তাঁরা ঋণ দেন না। ভারতীয় হিসাবেই যে শান ঋণ পেয়েছেন এক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট করেছেন ওই আধিকারিক। রহস্য বাড়লেও শান ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান।

তদন্তের মুখোমুখি হলে সব কুকীর্তির পর্দা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়েই কি গা-ঢাকা দিয়েছেন ওই বাংলাদেশি ছাত্র। এদিনও তাঁর মোবাইল বন্ধ ছিল। তবে সামাজিক মাধ্যমে তাকে কিছু সময় সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছে। শান একা নাকি তাঁর আরও কোনও আত্মীয় নাম ভাঁড়িয়ে বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতে বসবাস করছে সেটাও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

কোর এরিয়ায় নয় বাণিজ্যিক নির্মাণ

কলকাতা, ১৩ জুন : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পের কোর এরিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মাণকাজ হলে তা মেনে নেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর।

বিচারপতি রাজ্যের উদ্দেশ্যে বলেন, 'পরিবেশ রক্ষায় নজর দিক রাজ্য। কোর এরিয়াতে স্থানীয়দের বাসস্থান ও বাণিজ্যিক নির্মাণ আলাদা করে চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা হোক।'

২০২২ সালের পলিসি অনুযায়ী ২৭টি হোম স্টে তৈরি হয়েছে কি না, নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ কি না ও রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালতে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদিন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসকের তরফে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে জমা পড়ে।

জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলাকারী পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে জানান, বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প এলাকার কাছাকাছি স্টোন ক্রাশার ইউনিট রয়েছে। সেগুলি দিয়ে মাইনিং করা হয়। কারোর নজর পড়লে তখন কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।

রাজ্যের বক্তব্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন থাকা ২৭টি হোম স্টের মধ্যে আবেদনকারীরা রয়েছেন কি না, তা জানতে চান বিচারপতি। এই সম্পর্কে আদালতকে জানাতে হবে হোম স্টেগুলি ২০১২ সালের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২ সালের পলিসি মেনে তৈরি কি না, তা চিহ্নিত করতে বলেন বিচারপতি বসু।

ওই নির্মাণগুলি কোর এরিয়া বা ইকো সেনসিটিভ জোনে অবস্থিত কি না, তা নিয়েও রাজ্যকে খতিয়ে দেখতে বলেন তিনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই হোম স্টেগুলি নিয়ে রাজ্যকে ব্যবস্থা নিতে হবে। আগে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করুন।'

কড়া পদক্ষেপ

পরিবেশ রক্ষায় নজর দিক রাজ্য। কোর এরিয়াতে স্থানীয়দের বাসস্থান ও বাণিজ্যিক নির্মাণ আলাদা করে চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা হোক।

বিশ্বজিৎ বসু, বিচারপতি

মাদক বাজেয়াপ্ত

কালিয়াচক, ১৩ জুন : শুক্রবার সাড়ে তিন কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম বদরুদ্দোজা ওরফে ফটিক, নুরুল ইসলাম ওরফে পাগলা ও সামাদ আলি ওরফে পাক্কা। তিনজনেরই বাড়ি কালিয়াচকের শাহবাজপুরে।

দলসিংপাড়া

প্রথম পাতার পর

শ্রম দপ্তরের দাবি মানতে নারাজ বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরাও। তাঁদের কথায়, বাগানের কারখানায় তালা ঝুলছে। বাগানের চারদিক ছেয়ে গিয়েছে আগাছায়। এমন দৃশ্য দেখে কে বলবে বাগান খুলেছে? বাগানের শ্রমিক জাসপার টেটে বললেন, 'বাগান খোলার কোনও নাম নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। এদিকে, ফাওলই হিসেবে ১৫০০ টাকা পেতাম। সেটাও বন্ধ। আমাদের কীভাবে চলবে?'

বাগানের আরেক শ্রমিক মিরা গুরুংয়ের মুখেও একই দুর্দশার কাহিনী শোনা গেল। বললেন, 'ফাওলই মিললে আমাদের সাহায্য হত। সেটাও পাচ্ছি না। আমাদের পরিস্থিতি খুব খারাপ। অনাহারে দিন কাটছে।'

দলসিংপাড়া চা বাগান বন্ধ নাকি খোলা? এই প্রসঙ্গে ডিবিআইটিএ ডুয়ার্স শাখার সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় কিন্তু শ্রম দপ্তরের উলটো কথা বলছেন। বললেন, 'আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে দলসিংপাড়া চা বাগান বন্ধ। এর থেকে বেশি কিছু আমি জানি না।'

ঘরে মহিলার পচাগলা দেহ

কোচবিহার, ১৩ জুন : দু'দিন ধরে ঘরবন্দি অবস্থায় রয়েছে এক মহিলার মৃতদেহ। অথচ তা টেরই পাননি পাশের ঘরে থাকা এক বৃদ্ধা। যখন টের পাওয়া গেল তখন মৃতদেহে পচন ধরেছে। শেষ পর্যন্ত বাড়ির বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে মহুয়া দাস (৪৩) নামে ওই মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কোচবিহারের গুঞ্জবাড়িতে। কোতোয়ালি থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে সেই দেহ উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে। ঘটনার সময় বাড়িতে বৃদ্ধা অঞ্জনা মিত্র ও ওই মহিলা একাই ছিলেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃতা মনোরোগী ছিলেন। বন্ধ ঘর থেকে তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকায় অঞ্জনা মিত্রের বাড়িতেই থাকতেন তাঁর বোনঝি মহুয়া দাস। দিনকয়েক আগে অঞ্জনার ছেলে ও পুত্রবধূ শিলিগুড়িতে যান। বাকি সদস্যরা বাড়িতেই ছিলেন। মহুয়া অসুস্থ থাকায় দিনের অধিকাংশ সময় নিজের ঘরেই থাকতেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে তাঁর ঘর থেকে পচা গন্ধ আসে। অঞ্জনা কয়েকবার মহুয়াকে ডেকে সাড়া পাননি। ছেলেকে ফোনে খবর দেন তিনি। বাড়ি ফেরার পথেই ছেলে ও পুত্রবধূ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাত এগারোটা নাগাদ তাঁরা বাড়ি ফেরার পর পুলিশ আসে।

পুলিশ এসে বন্ধ ঘর থেকে দেহটি উদ্ধার করে। দেখা যায় সেটি পচতে শুরু করেছে। পুলিশের দাবি, তিনি অন্তত দু'দিন আগেই মারা গিয়েছেন। ওই বাড়ির অঞ্জনার পুত্রবধূ সীমা দে

গুঞ্জবাড়ির এই বাড়িতেই মহিলার দেহ মিলেছে। -জয়দেব দাস

শুক্রবার বলেন, 'আমরা বাড়িতে ছিলাম না। শাশুড়িরও বয়স হয়েছে। তাই তিনি আমার ননদের খুব একটা খোঁজখবর রাখতে পারতেন না। বাড়িতে আলাদা আলাদা ঘরে দুজনে থাকত। ননদ নিজের ঘরে কখন, কীভাবে মারা গিয়েছে তা শাশুড়ি টের পাননি।' পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে।

গরমে নাজেহাল শিশুরা

প্রথম পাতার পর

বেচারাম বলেছিলেন, 'জ্বর নিয়ে বাচ্চাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। আমার স্ত্রীও বাচ্চার সঙ্গে থাকছে। গরমে সমস্যা হচ্ছে ভীষণ। রাতে ওরা ঘুমাতে পারছে না গরমের জন্য।' একইরকম কথা শোনা গেল রিংকু বর্মন নামে ঘাগরা এলাকার আরেক বাসিন্দার মুখেও।

হাসপাতালের ওই দুই বিভাগের রোগীদের গরমে নাজেহাল হওয়ার বিষয়টি নজরে পড়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও। গরমের এই কয়েক মাস রোগীর ভিড় বেড়ে যাওয়ায় ওই সমস্যা আরও বেশি হয় বলে মত তাঁদের। হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলের এই নিয়ে বক্তব্য, 'ওই দুই ওয়ার্ডে রোগীদের সমস্যা মেটানোর জন্য এসি লাগানো প্রয়োজন। স্বাস্থ্য দপ্তরে ওই বিষয়টি আমরা আগেই জানিয়েছি। অনুমতি এলেই এসি লাগানো যাবে। ভোগান্তি কমবে ওই দুই ওয়ার্ডে।'

এদিকে, রোদের তেজে আলিপুরদুয়ার শহরের পাশাপাশি জেলাজুড়ে ঘরে ঘরে ভাইরাল ফিভারের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বাচ্চারা জ্বরে কাহিল হয়ে পড়ছে। সেইসঙ্গে দেখা দিচ্ছে পেটের সমস্যাও। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে যেমন রোগীদের ভিড় দেখা যাচ্ছে তেমনই আবার প্রাইভেট চেম্বারগুলোতেও একই ছবি। হাসপাতালের চিকিৎসকের থেকে জানা গেল, বর্তমানে যে রোগীরা আসছেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই জ্বরের সমস্যা।

হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ কৃশানু সিনহার কথায়, 'এই সময় বাচ্চাদের জ্বর হচ্ছে খুব। জ্বর হওয়ায় অনেকেই শকে চলে যাচ্ছে। খিঁচুনি হচ্ছে। শুধু প্যারাসিটামল দিয়েই সমস্যা অনেকটা মিটে যাচ্ছে। তবে জ্বর নামতে দু' থেকে তিনদিন লাগছে।'

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, গরমে অনেক বাচ্চার পেট খারাপও হচ্ছে। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য এই সময়টায় সাবধানে থাকতে হবে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গরমে কম বের হতে হবে, বেশি করে জল খেতে হবে। এছাড়াও এই সময় হালকা খাবার খাওয়াই সবথেকে ভালো ছোটদের ও বয়স্কদের স্বাস্থ্যের পক্ষে।

ডাইনি অপবাদে দম্পতিকে মার

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৩ জুন : মধ্যযুগীয় বর্বরতার চিত্র ধরা পড়ল গঙ্গারামপুরে। ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক দম্পতি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে একদল গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে। মারধরের পাশাপাশি জলে মল গুলিয়ে খাওয়ানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। চরম অমানবিক ও ঘৃণ্যতর এই ঘটনায় তিনজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'ইতিমধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। কঠোর হাতে এসবের মোকাবিলা করা হবে।'

গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভাদ্রা এলাকায় ওই দম্পতির বাস। এক বছর আগেও ওই দম্পতিকে ডাইনি বলে অপবাদ দিয়েছিল গ্রামবাসী। সম্প্রতি গ্রামে অসুস্থ হয়ে পরপর তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এরপর ওই দম্পতিকে পুনরায় ডাইনি বলে ঘোষণা করে গ্রামবাসীর একাংশ। বৃহস্পতিবার স্থানীয় শ্মশানকালীপুজোতে ওই আক্রান্ত পরিবারকে অংশগ্রহণ করার নিদান দেন গ্রামবাসীর একাংশ। বিপদের আশঙ্কা করে আক্রান্ত পরিবারের কেউ সেই পুজোয় যাননি। কিন্তু তাতেও রক্ষে হয়নি। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ একদল গ্রামবাসী ওই দম্পতির বাড়িতে চড়াও হয়। ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাদের বেঁধে মারধর শুরু হয়। এরপর চরম অমানবিকভাবে মল জলে গুলিয়ে জোর করে তাঁদের খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। এমনকি গৃহবধূকে মারতে মারতে স্থানীয় মন্দিরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। আক্রান্তদের উদ্ধার করতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর গঙ্গারামপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী যায়। স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্প থেকেও জওয়ানরা এসে আক্রান্তদের উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অভিযুক্তদের থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে আলোচনা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : আলিপুরদুয়ার শহরের অন্যতম বড় ইস্যু প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে বর্তমানে জোর আলোচনা আলিপুরদুয়ার শহরে। বেহাল প্যারেড গ্রাউন্ড সংস্কার করার দাবিও প্রতিদিন উঠছে। বিষয়টি নিয়ে পরিবেশ আদালতে মামলার কথাও ভাবছেন আলিপুরদুয়ারের কিছু বাসিন্দা। সঙ্গে রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালও। কয়েকদিনের মধ্যে আলিপুরদুয়ারে একটি গণকনভেনশন করে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছিল। শুক্রবার প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে মামলা করার বিষয়ে কলকাতায় বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের সঙ্গে আলোচনা করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। বিধায়ক জানান, প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। সুমনের কথায়, 'আমি ওঁকে প্যারেড গ্রাউন্ড দেখে যেতে বললাম। প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে মামলা করবেন বলে আলিপুরদুয়ারের অনেকেই বলছেন, তা নিয়েই কথা হল।'

গ্রেপ্তার

শামুকতলা, ১৩ জুন : শামুকতলা থানার কয়াখাতা গ্রামে এক শিশুর চোখে ঢিল মেরে জখম করায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। ওই শিশুটি তার গাড়ির কাছে গিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। গাড়ির মালিক ঢিল ছুড়লে শিশুটির চোখে লাগে। শিশুর বাবা শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত নেমে একজনকে গ্রেপ্তার করে।

মৃত বেড়ে ২৬৫

প্রথম পাতার পর

প্রায় ২০ মিনিট ছিলেন হাসপাতাল চত্বরেও। উদ্ধারকাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখে আহমেদাবাদ কমান্ড হাসপাতাল এবং সিভিল হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের চিকিৎসা নিয়ে খোঁজখবর নেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় বিমানের একমাত্র জীবিত সওয়ারি বিশ্বাস কুমার রমেশের। মোদির সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও অন্য পদাধিকারীরা।

মোদি বলেন, 'আমরা সবাই এই দুর্ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। এতগুলি প্রাণ হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।' বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে রয়েছেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। শুক্রবার মোদি রূপানির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, 'এটা এখনও আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, বিজয়ভাই আমাদের মধ্যে আর নেই।'

এখনও পর্যন্ত মৃত পাঁচজনের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে দুজন গুজরাট, দুজন রাজস্থান ও একজন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। তাঁদের মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারকে।

দুর্ঘটনাস্থলে তাপমাত্রা ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কারণ, বিমানে ছিল ১.২৫ লক্ষ লিটার জেট জ্বালানি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানান, 'এই আগুনে কারও বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না।'

মৃত্যুঞ্জয়ীর মন্তব্যেও রহস্যভেদের ইঙ্গিত

প্রথম পাতার পর

রমেশ নিজেও সেই কথা বলেছেন। তবে এর নেপথ্যে তাঁর ১১এ আসনকেই দায়ী করেছেন অনেকে। বিমানের যে অংশটি মেডিকেল কলেজের হস্টেলে ধাক্কা মেরেছিল সেই অংশে ছিলেন না রমেশ। বরং তাঁর আসন যেখানে ছিল, ধাক্কা মারার পর সেটি খোলা জায়গায় ছিল। বিশ্বাস বলেন, 'কোনওমতে সিটবেল্ট খুলে ফেলতে পেরেছিলাম। আমার পাশে থাকা দরজাটি ভেঙে যেতেই মাটির অনেক কাছে রয়েছি দেখলাম। এদিকটা ফাঁকা ছিল। ফলে আমি লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি।'

তাঁর বামহাতে আগুনে পুড়ে যাওয়ার সামান্য ক্ষত আছে। মৃত্যুর বীভৎসতা কী জিনিস সেটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি, 'আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম শুধু লাশ পড়ে রয়েছে আমার চারপাশে। আমি ভয় পেয়ে দৌড়োতে লাগলাম। চারদিকে বিমানের ভাঙা, পোড়া টুকরো পড়েছিল। হঠাৎ আমাকে কেউ ধরে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দিল।'

তিনি বলেন, 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, কীভাবে আমি বেঁচে গেলাম। কোনওমতে সিটবেল্ট খুলে বিমান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করি।'

বৃহস্পতিবার বিমান থেকে তাঁর বেরিয়ে এসে হেঁটে অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ নাগরিক বিশ্বাস তাঁর ভাই অজয় কুমার রমেশের সঙ্গে ব্রিটেনে ফিরছিলেন। গুজরাটে পরিবারের বাকিদের সঙ্গে দেখা করে। তিনি হয়তো একদিন ফিরবেন ব্রিটেনে। ভাইয়ের সঙ্গে আর কোনওদিন কোথাও যাওয়া হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

ভিক্টরও কি শংকরের পথে, চর্চা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : ক'দিন আগেই তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিয়েছেন পোড়খাওয়া কংগ্রেস নেতা শিলিগুড়ির শংকর মালাকার। এবার দলবদলের আলোচনায় চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর দেওয়া একটি চিঠি। শেরশাবাদী সমাজকে ওবিসি-এ ক্যাটিগোরিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ভিক্টর। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে নিয়ে জেলায় শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। যেহেতু বিধানসভা নির্বাচনের বাকি মাত্র ১০ মাস, ফলে তাঁর লেখা চিঠি জেলার রাজনৈতিক আলোচনায় অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। তাহলে কি এবার কংগ্রেস ছেড়ে ঘাসফুল হাতে তুলে নেবেন চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক, এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন অনেকেই। যদিও ভিক্টরের দাবি, 'কোনও রহস্যই নেই। তৃণমূল মানেই বিজেপি, আর বিজেপি মানেই তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া মানেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নয়।'

'ইস্টবেঙ্গলের ২২ নম্বর ফুটবলার হওয়ার চেয়ে সাদার্ন সমিতির প্রথম একাদশে থাকা অনেক ভালো। অন্তত মাঠে তো নামা যাবে।' তাঁকে ঘিরে যতবার তৃণমূল যোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বা জল্পনা চলেছে, ততবারই এমন মন্তব্য করে সম্ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়েছেন শংকর মালাকার। এমনকি একাধিক সভা থেকে তৃণমূলকে চোর বলে দাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেই শংকরকেই ক'দিন আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিতে দেখা গিয়েছে।

ফলে ভিক্টর যে দাবিই করুন, তাঁর চিঠি নিয়ে আলোচনায় উঠে আসছে দলবদলের জল্পনাই। তিনি যে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে কংগ্রেসের হাত ধরেছেন, সে কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন অনেকে। যদিও ভিক্টর বলছেন, 'শেরশাবাদী মুসলিমরা আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের কেউ উচ্চশিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। আমাদের রাজ্যে প্রথমে এ ক্যাটিগোরির আওতায় আনা হলেও পরে বি ক্যাটিগোরি করা হয়েছে। কী কারণে অবনমন করা হল, তা কেউ বুঝতে পারছেন না। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাই চিঠি লেখা।' এক্ষেত্রে তিনি টেনে আনছেন বিহার প্রসঙ্গ।

শেরশাবাদী মুসলিমরা আর্থসামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের কেউ উচ্চশিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। আমাদের রাজ্যে প্রথমে এ ক্যাটিগোরির আওতায় আনা হলেও পরে বি ক্যাটিগোরি করা হয়েছে। কী কারণে অবনমন করা হল, তা কেউ বুঝতে পারছেন না।

আলি ইমরান রমজ
কংগ্রেস নেতা

যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি অরিন্দম সরকার ভিক্টরের দেওয়া চিঠিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁর দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী সকলের প্রতি মানবিক। তাই যে কোনও সমস্যা সমাধানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।'

সেইসঙ্গে অরিন্দম বলছেন, 'আলি ইমরান রমজ কী কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন এবং এর পিছনে কোনও রহস্য আছে কি না, উনি ভালো বলতে পারবেন।'

চা বাগান ও আদিবাসী উচ্ছেদ নিয়ে সরব শংকর

কলকাতা, ১৩ জুন : তুফানগঞ্জে রসিকবিলে আদিবাসী বস্তিতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে উচ্ছেদের। এই এলাকার বস্তিতে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষেরা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নারায়ণ রাভা নামে স্থানীয় একজনের জমির চা বাগান থেকে সংগৃহীত চা পাতা দিয়ে কোনওমতে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। সম্প্রতি জেসিবি দিয়ে ওই চা বাগান উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে বস্তিতে বসবাসকারী প্রায় হাজার পাঁচেক আদিবাসী মানুষের মধ্যে নতুন করে উচ্ছেদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নেতারা এই আদিবাসীদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেন। কিন্তু সেই চাপের মুখে তাঁরা শিবির বদল না করায় তাঁদের হাতে না মেরে ভাতে মারার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। স্থানীয় প্রশাসনের মতে, বন দপ্তরের নির্দেশে সরকারি জমিকে দখলদারি মুক্ত করতে উচ্ছেদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায়ের দাবি, প্রায় ৫০ বছর ধরে এই আদিবাসী মানুষেরা তাঁদের জীবন-জীবিকার জন্য চা বাগান করে রুটিরুজি জোগাড় করছিলেন। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তুফানগঞ্জের মতো এলাকায় দলের শক্তি বাড়াতে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে দিয়ে এদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি ওই চা বাগানের জমির পাট্টার জন্য আবেদনও করেছেন তাঁরা। তাঁর দাবির সমর্থনে এদিন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে ওই এলাকার ছবি সহ তথ্য তুলে দিয়েছেন মালতী। বিধানসভার উল্লেখপর্বে বিষয়টি নিয়ে আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। বিষয়টিকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করে শংকর বলেন, 'উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ও আদিবাসীদের নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কী এই ঘটনায় তা আবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। চা শিল্পকে ধ্বংস করতে মুখ্যমন্ত্রী চা পর্যটনের নামে লিজ জমিকে ফ্রি হোল্ড করে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিতে শুরু করেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে চা বাগান সহ আদিবাসীদেরই উচ্ছেদ করতে উঠে-পড়ে লেগেছে প্রশাসন।' তবে শংকরকে আশ্বস্ত করে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'এটা রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এরকম কিছু হলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গরমে প্রাণ জুড়োতে পাখার হাওয়া।। *শুক্রবার কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

রণংদেহি বিশ্বে সবাই

প্রথম পাতার পর

সেই যুদ্ধোন্মত্ততার খেসারত দিচ্ছে নিষ্পাপ শিশুরা।

'লড়কে লেঙ্গে' মানসিকতা আমাদের রাজ্যে মোথাবাড়ি, সামরশেরগঞ্জ-সুতি বা মহেশতলায় আরেক যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ যেখানে প্রতিবেশীর ওপর চড়াও হতে, কুপিয়ে খুন করতে প্ররোচনা জোগাচ্ছে। পরিকল্পনা মাফিক এই সংঘাতে যাঁরা জড়িয়ে পড়ছেন, তাঁরা প্রতিবেশী তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে এক ভাষায় কথা বলেন। এক সুরে গান করেন। ধর্মীয় বিভেদ উসকে এ আরেক যুদ্ধ। যার অবসান ঘটানোর লক্ষ্য থাকে না কোনও পক্ষের।

যত যুদ্ধ, তত লাভ যে। শান্তি থাকলে বরং স্বার্থসিদ্ধি হবে না। সবসময় 'হা রে রে রে ডাকাত এল যে রে' ভাব বজায় রাখার চেষ্টা। যুদ্ধং দেহি মনোভাব এখন ক্ষমতালিপ্সার প্রধান অস্ত্র। শুভেন্দু অধিকারীর তুলসী গাছ মাথায় মিছিল কিংবা সুকান্ত মজুমদারের পুলিশের দিকে নীল-সাদা চটি ছোড়া আসলে রণডঙ্কা বাজানোর নামান্তর। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করায় চারদিকে কত আক্ষেপ! বাগে পেয়েও পাকিস্তানকে রেহাই দেওয়ায় অখুশি অনেকে।

দু'দিন আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বিধানসভায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ভারত সরকার সুযোগ পেয়েও পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করল না বলে। যুদ্ধের এই রাজনীতির খেসারত দিতে সীমান্তে মানুষের জীবন দুর্বিষহ। এবার যেমন হল কাশ্মীরের পুঞ্চ সহ বিভিন্ন পাকিস্তান সীমান্তে। কত পরিবারকে যে ঘর ছাড়তে হয়েছে, বাংকারে আশ্রয় নিতে হয়েছে, তার হিসেব কেউ রাখে না।

বাইরের শত্রু নয়, মণিপুরে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠী পরস্পরের হামলা থেকে জীবন বাঁচাতে চাষ বাদ দিয়ে জমিতে বাংকার খুঁড়ছে। আসলে শান্তির কবর খুঁড়ছে দুই পক্ষ! সুকান্ত ভট্টাচার্যের উচ্চারণ 'যুদ্ধ চাই না আর' প্রহসন মনে হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে কখনও আমেরিকা, কখনও তুরস্কের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির আলোচনার মধ্যে রাশিয়ার ৪০ বিমানঘাঁটিতে ইউক্রেনের হামলা দেখে।

আরেক যুদ্ধোন্মাদ ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বোমা, মিসাইল হামলায় ইউক্রেনের শত শত প্রাণের বলি 'শান্তি চাই' স্লোগানকেই ব্যঙ্গ করে। প্রতিবেশী মায়ানমার আরেক যুদ্ধক্ষেত্র। বিদ্রোহী গোষ্ঠী অগুনতি। সরকার ও সেইসব গোষ্ঠীর যুদ্ধে অশান্তির আগুনে পুড়ছে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপক আং সান সু কি'র দেশ। আরেক শান্তির নোবেল প্রাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বাংলাদেশে এমন একটা দিন যাচ্ছে না, যেদিন কোথাও না কোথাও উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

রাজনৈতিক-ধর্মীয় প্রতিপক্ষকে মারধর, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, ছিনতাই, এমনকি খুন আজকের বাংলাদেশে রোজকার ঘটনা। শান্তির নোবেল পেলেও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বাংলাদেশ। শান্তির নোবেল প্রাপকের রাজত্বে দেশটায় অশান্তির শেষ নেই। যে অশান্তির আঁচ ছড়িয়ে পড়ছে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে। পশ্চিমবঙ্গ ও অসম সীমানায় দুই দেশের বাসিন্দারা হয়ে উঠেছেন পরস্পরের ঘোর শত্রু। সংঘাতে তাঁরা সাহসী হয়ে উঠছেন বিএসএফ ও বিজিবি'র প্রশ্রয়ে।

দু'দেশের সরকার, রাজনৈতিক দলের 'লড়কে লেঙ্গে' মনোভাব সেই সংঘাতে ঘি ঢালছে। দুই দেশেরই কিছু লোককে জোর করে সীমান্ত পার করে দেওয়ার চেষ্টা প্ররোচনা জোগাচ্ছে। যুযুধান দলগুলির অভিধানে 'রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা' নামে পরিচিত শব্দবন্ধনীটিতে আর এখন বিশ্বাস নেই কারও। ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে নিজেদের মতাদর্শ, রাজনৈতিক দর্শনকে ভোঁতা করে দিয়েছে দলগুলিই। মোকাবিলা এখন গায়ের জোরে, পেশিশক্তির আস্ফালনে।

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই- স্লোগানের জন্য পরিচিত বামপন্থীরা। অথচ সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের মুখে মাঝে মাঝে 'ওরা যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষায়' বদলার ডাক শুনি। যুদ্ধের আবহে চারদিকের এত কান্না, আর্তনাদ, হাহাকার কাউকে স্পর্শ করে না। রাজনীতির সংকীর্ণতার ছোঁয়ায় মানুষের সুকোমল অনুভূতি হারিয়ে হৃদয় পাথর হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই- স্লোগান যাঁরা দেন, তাঁরাও হয়তো কথাটায় বিশ্বাস করেন না।

যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে রাখতে যে মরিয়া ক্ষমতার কারবারিরা। পাঁচ পাবলিক সেই ফাঁদে পা দিয়ে সেই যুদ্ধের একেকজন সৈনিক হয়ে যাচ্ছে। পাড়ায় বাগে পেলে বিরুদ্ধ দলের নেতা-কর্মীকে পিটিয়ে যুদ্ধ জয়ের আত্মতৃপ্তি অনুভব করছে সাধারণ লোকও। শান্তির ললিতবাণী তাই শোনাইছে ব্যর্থ পরিহাস।

ছোট্ট তারা

বীরপাড়া হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির অঙ্কুশ দাস একজন উঠতি নৃত্যশিল্পী। নাচে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে অঙ্কুশ।

কালজানিতে ড্রেজিং

নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে ভাবনা সেচ দপ্তরের

কালজানি নদীর এই এলাকাগুলোয় ড্রেজিং করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

খরচ বাঁচাতে

নাব্যতা বাড়ানোর জন্য 'জিরো কস্ট ড্রেজিং'

ড্রেজিং করতে সেচ দপ্তর কোনও খরচ করবে না

কোনও এজেন্সিকে এই কাজের বরাত দেওয়া হবে

তারা নদী থেকে তোলা ওই পলি ও বালি অন্য জায়গায় বিক্রি করতে পারবে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : আলিপুরদুয়ার শহরের জলনিকাশি সমস্যা মেটাতে এবং বর্ষায় বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জলবন্দি দশা কাটাতে ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তরকে মাস্টার প্ল্যান তৈরির নির্দেশ দিয়েছে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন কালজানি নদীর ড্রেজিং। নদীর পলি তুলে নাব্যতা বাড়ানোর জন্য 'জিরো কস্ট ড্রেজিং' পদ্ধতির ভাবনা রয়েছে সেচ দপ্তরের। এই পদ্ধতিতে ড্রেজিং করতে সেচ দপ্তর কোনও খরচ করবে না। কোনও এজেন্সিকে এই কাজের বরাত দেওয়া হবে। তারা নদী থেকে তোলা ওই পলি ও বালি অন্য জায়গায় বিক্রি করতে পারবে।

এবিষয়ে সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'আলিপুরদুয়ারের বেশ কয়েকটি নদী ড্রেজিং করা হবে। তার মধ্যে কালজানি নদীও রয়েছে। ড্রেজিং করেই আপাতত সমস্যা মেটানো হবে।' এই কাজের জন্য কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন সেচ দপ্তরের কর্তারা। কেননা এখন তো বর্ষাকাল। কোন এলাকায় ভাঙন হবে, সেটা ঠেকানোর কাজেই তাই আপাতত জোর দিয়েছে সেচ দপ্তর। বর্ষার পর ড্রেজিংয়ের পরবর্তী প্রক্রিয়া হতে পারে।

আলিপুরদুয়ার শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি হওয়ার কথা, তা নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা করবে সেচ দপ্তর। ইতিমধ্যেই ওই দপ্তরের আধিকারিকরা শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কোন এলাকায় জল জমার কী সমস্যা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন। কোন এলাকার জল কোন দিক দিয়ে বের করতে হবে, সেটা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করার জন্য লেভেলিং করতে হবে। সেই লেভেলিং-এর জন্য আবার সমীক্ষা হবে। সেই সমীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেছেন সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা।

সেচ দপ্তরে যে প্রাথমিক রিপোর্টে তৈরি হয়েছে সেখানে কোন এলাকার জল কোন দিক দিয়ে বের করা যেতে পারে তার একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। শহরের ৫, ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের জল যে স্লুইস গেট দিয়ে বের হয়ে কালজানি নদীতে মেশে, সেখানে বড় নর্দমা বানানো যেতে পারে। কালজানি নদীর ওই অংশ তো ড্রেজিং হবেই। এছাড়াও ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের জল বের করার জন্য আপাতত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পহাউস তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'কয়েকটি ধাপে সমীক্ষা করে কাজ করছে সেচ দপ্তর। এইরকম সমীক্ষা আগে কখনও হয়নি। শহর ও শহরতলির সমস্যা মেটানোর জন্য কী কী করা উচিত, তার কিছু কথা প্রাথমিক রিপোর্টে রয়েছে।'

প্রত্যেক বর্ষায় এমন ভোগান্তি পোহাতে হয় শহরবাসীকে।

নেই পর্যাপ্ত ইনভার্টার, জেনারেটর। এই অবস্থাতেই গাদাগাদি করে কাজ করছেন পুরকর্মীরা।

বদ্ধ ঘরে গরমে নাজেহাল পুরকর্মীরা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৩ জুন : তাপমাত্রার সূচক যত চড়ছে, ততই যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ফালাকাটার পুরকর্মীদের কাজের চাপও। কিন্তু গরমে একেবারে বদ্ধ ঘরে নাগরিক পরিষেবা দিতে গিয়ে তাঁরা কার্যত নাজেহাল। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো পুরসভার অফিসে নেই পর্যাপ্ত ইনভার্টার, জেনারেটরও। তাই বিদ্যুৎ চলে গেলেই বন্ধ থাকে কম্পিউটারের কাজ, ঘোরে না পাখা। এই পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে অনেক পুরকর্মীই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। নিজেদের কাজে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন নাগরিকরাও। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুরকর্মী থেকে শুরু করে নাগরিক, সকলের মধ্যেই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

কর্মীদের সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরিও। তাঁর কথায়, 'ছোট ঘরে পুরকর্মীদের কাজ করতে সত্যিই সমস্যা হচ্ছে। তবুও আমরা সবাই মিলেই নাগরিক পরিষেবা দিচ্ছি। একটি জেনারেটর কেনার প্রস্তাব রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকলেও সেটি দিয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হবে।'

বর্তমানে পুরসভা অফিসটি সংস্কারের কাজ চলছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে বিভিন্ন মালপত্র রাখা হয়েছে। আর প্রথম তলায় চলছে জেনারেল সেকশন। ওই ঘরটি একেবারেই ছোট। কিন্তু সেখানেই প্রায় ২০ জন অস্থায়ী কর্মী রীতিমতো গাদাগাদি করে বসে নাগরিক পরিষেবা দিচ্ছেন। সেখানে ফ্যানের সংখ্যাও কম, নেই তেমন জানলা, দরজাও। পুরকর্মীদের মধ্যে অনেকেই মহিলা এবং বয়স্ক। ওই ছোট বদ্ধ ঘরে বসে পরিষেবা দিতে গিয়ে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত। সেইসঙ্গে পরিষেবা নিতে রোজ প্রায় শতাধিক নাগরিক আসছেন। ছোট ঘরে এত মানুষের ভিড়ে গরম যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা জানিয়েছেন, সবচেয়ে সমস্যা হয় বিদ্যুৎ চলে গেলে। পুরসভায় নেই জেনারেটর, পর্যাপ্ত ইনভার্টার। এদিকে, এই মুহূর্তে প্রায়ই বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। তখন অনলাইনের সব কাজই প্রায় বন্ধ করে দিতে হয়। আবার গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস বিদ্যুৎ না থাকায় ফোটোকপি, স্ক্যানও করতে পারেন না তাঁরা। পুরসভার অস্থায়ী কর্মী সুনীল রায়ের কথায়, 'যা গরম পড়েছে তাতে ছোট ঘরে বসে কাজ করতে গিয়ে সত্যিই আমরা নাজেহাল হয়ে পড়ছি। সমস্যায় পড়ছেন পুরসভায় কাজে আসা নাগরিকরাও। কিন্তু উপায় না থাকায় এভাবেই দেখি কতদিন পরিষেবা দেওয়া যায়।' কার্যত একই কথা শোনা যায় আরেক পুরকর্মী কাকলি সেনের গলাতেও। তাঁর মতে, পুরসভায় জেনারেটর থাকলে ভালো হত।

ফালাকাটা যখন গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল তখন ধূপগুড়ি মোড় এলাকায় ছিল পারঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। পুরসভা হওয়ার পর সেই অফিসটিকেই পুরসভার অফিস করা হয়। তখন থেকে ওখানেই পুরসভার কাজকর্ম চলছে। একেবারে ছোট জায়গায় গ্রাউন্ড ফ্লোরেই এতদিন মূল অফিসটি ছিল। প্রথম তলায় একটি ছোট কনফারেন্স রুম এবং বাকি আরও দু'-তিনটি ঘর রয়েছে। সেখানে পুরসভার আধিকারিকরাই বসেন। নীচে চেয়ারম্যানের রুম থাকলেও নেই ভাইস চেয়ারম্যানের বসার জায়গা। এমনকি পুরসভার প্রচুর জিনিসপত্র থাকলেও সেগুলি রাখার জন্যও নেই কোনও ঘর। তবে এই মুহূর্তে গ্রাউন্ড ফ্লোরে মালপত্র রাখা হচ্ছে। আর নীচ থেকে পুরসভার জেনারেল সেকশন ওপরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর সেখানে বসেই ২০ জন অস্থায়ী কর্মী পুরসভার অফিশিয়াল কাজ সামলাচ্ছেন। এই অবস্থায় পুরসভার কর্মীরা দ্রুত স্থায়ী বড় ভবনের দাবি জানিয়েছেন।

রোজের ভোগান্তি

বর্তমানে পুরসভা অফিসটি সংস্কারের কাজ চলছে

গ্রাউন্ড ফ্লোরে বিভিন্ন মালপত্র রাখা হয়েছে

প্রথম তলায় চলছে জেনারেল সেকশন

ওই ঘরটি একেবারেই ছোট

কিন্তু সেখানেই প্রায় ২০ জন অস্থায়ী কর্মী পরিষেবা দিচ্ছেন

গাছ কাটা নিয়ে জেলা শাসককে অভিযোগ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে এক গাছ কাটা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, সরকারি ভবন তৈরির জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে একটি শতাব্দীপ্রাচীন শিরীষ গাছ কাটা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই গাছের বেশ কয়েকটি বড় ডাল কাটা হয়েছে। শুক্রবার এই বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সদস্যরা। ওই গাছ কাটা যাবে না বলে দাবি তাঁদের। সংগঠনের চেয়ারম্যান গৌর পালের বক্তব্য, 'ওই এলাকার অন্যতম পুরোনো গাছ কাটা শুরু হয়েছিল। সেটাতে আমার বাধা দিয়েছি। গাছ কাটা নিয়ে জেলা শাসককেও অভিযোগ জানানো হল। দেখা যাক কতদূর কী করেন তিনি।' যদিও এই বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসককে ফোন করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নেচার ক্লাবের সহ সম্পাদক অরিজিৎ মালাকার আবার বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, যে এলাকায় গাছ কাটা হচ্ছে সেখানে একটি ভবন তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি গাছ কাটা হয়েছে।' ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তরদিকে ওই গাছ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, ওই এলাকায় ইভিএম রাখার স্টোররুম তৈরি হবে। সেজন্যই বেশ কয়েকটি গাছ কাটা পড়েছে। নতুন ভবন তৈরির জন্যই ওই গাছগুলো কাটা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। যে শিরীষ গাছ কাটা নিয়ে বিতর্ক, সেই গাছটি একদিকে অল্প হেলেও রয়েছে।

১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মদন ঘোষ আবার জানান, তাঁর কিছু জানা নেই। বললেন, 'জেলা প্রশাসন থেকেই সেখানে কাজ হচ্ছে। আমাকে কিছু জানানো হয়নি। তবে আমি একবার বারণ করেছিলাম গাছ কাটতে।' বন দপ্তর জানাচ্ছে, নিয়ম মেনেই গাছ কাটা হচ্ছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণান পিজে বলেন, 'ওই গাছটি বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছে। সেজন্যই কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

অপেক্ষা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : আলিপুরদুয়ার শহরের নতুন জেলা আদালত ভবন প্রায় তৈরি। শুক্রবার উদ্বোধনের বিষয়ে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে বিধানসভায় প্রশ্ন করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি বলে জানান মন্ত্রী। সুমন আবার মন্ত্রীকে প্রস্তাব দেন ২৫ জুন জেলার জন্মদিনে উদ্বোধন করা যেতে পারে।

প্রতিবেশীর পাশে আলিপুরদুয়ার পুরসভা

বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে মউ।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : আরও দুটি গ্রামের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। পথের ধারে আবর্জনা জমে থাকার চেনা দৃশ্যের দিন এবার ফুরোচ্ছে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকাগুলিতে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার পুরসভায় একটি বৈঠক করে বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত মউ চুক্তি স্বাক্ষর করে পুর কর্তৃপক্ষ। মনে রাখতে হবে, এর আগে গত ১৫ মে বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েই আরও একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল আলিপুরদুয়ার পুরসভার। সব মিলিয়ে এখনও অবধি মোট চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগোল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। সেইসব এলাকা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে তা পাঠানো হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্যরা। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আমরা পুরসভা এলাকায় দিনে দু'বার করে আবর্জনা সংগ্রহ করি বলেই শহর পরিচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকাগুলিতে সেই ব্যবস্থা না থাকায় সেখানকার মানুষ বাধ্য হয়ে শহরের নানা প্রান্তে ময়লা ফেলে যাচ্ছেন। এই সমস্যা দূর করতেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও ময়লা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, এখন থেকে শহরের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতেও পুরসভার আবর্জনা সংগ্রহকারী গাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করবে। সেগুলি পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য হিসেবে পৃথক করে পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্টে পাঠানো হবে।

এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপঙ্কর দাস। তাঁর এলাকায় কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ বাস করেন। দীপঙ্কর বলেন, 'আমাদের এলাকায় আগে ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। ফলে অনেকসময় রাস্তার ধারে প্লাস্টিক, থার্মোকল জমে থাকত। পচনশীল বর্জ্য পদার্থ নিয়ে সমস্যা খুব বেশি না থাকলেও অপচনশীল বর্জ্য পদার্থ নিয়ে মানুষের ভোগান্তি ছিল চরমে। আমরা নিজেরা এই আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলার সমস্যা মেটাতে ২০০ থেকে ২০০০ টাকা জরিমানা পর্যন্ত করেছি, সচেতনতায় প্রচার করেছি, কিন্তু স্থায়ী সমাধান পাইনি। এবার পুরসভার এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।'

আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই পুরসভার তরফে গ্রামীণ এলাকার আবর্জনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশাবাদী পুরসভা। সূত্রের খবর, অদূরভবিষ্যতে চাপরেরপার-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, সলসলাবাড়ি, শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়ি থেকেও আবর্জনা সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রতিবাদ

জয়গাঁ, ১৩ জুন : অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের তরফে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ জানানো হয় এদিন শান্তিপূর্ণভাবে। এদিন সংগঠনের দলসিংপাড়া শাখার তরফে মসজিদের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি হয়। শুক্রবার দুপুরে নমাজের পর মসজিদে থেকে যান সকলে। দলসিংপাড়া মসজিদের সামনে প্ল্যাকার্ড গলায় ঝুলিয়ে একে অপরের হাতে হাত রেখে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। এই আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ। প্রায় ২০ মিনিট মানববন্ধন কর্মসূচি চলে। এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর সংগঠনের তরফে মহম্মদ সাজু বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী আইন কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র। আমরা এই আইন মানছি না। আমাদের আন্দোলন বৃহত্তর হবে।'

অবসর মানেই সন্তানদের সঙ্গ

বাবা হওয়া কি মুখের কথা? মোটেই নয়। সন্তানের জন্ম থেকে তার বড় হওয়া অবধি বিভিন্ন সময়ে তার জীবনে বাবার ভূমিকা মায়ের থেকে কিছু কম থাকে না। যাঁরা বিভিন্ন জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, যাঁরা কাজের চাপে সবসময় সন্তানদের সঙ্গ দিতে পারেন না, বাবা হিসেবে কীভাবে তাঁরা সন্তানদের পাশে থাকার চেষ্টা করেন, সেকথা লিখলেন বীরপাড়া থানার ওসি **নয়ন দাস**

খোলা জানালা

কর্মই ধর্ম। এই জরুরি এবং আপৎকালীন চাকরিতে এটাই আমাদের শেখানো হয়েছে। আর আমরাও সেটাই শিখেছি। পুলিশের সেটাই কাজ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। তবে একজন পুলিশকর্মী ছাড়াও আমি একজন বাবাও। তাই কাজের প্রতি দায়িত্ব ও সন্তানদের প্রতি কর্তব্য- দুটোকেই একসঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করি। আমার মতো সব পুলিশকর্মীই সেই চেষ্টাই করেন। অনেক সময় দেখা যায়, হয়তো এমন পরিস্থিতি তৈরি হল যে কোনও একটা ক্ষেত্রে একটু বেশি সময় ও মনোযোগ দিতে হবে। সেই সব ক্ষেত্রে আমি কিন্তু কর্তব্যকেই প্রাধান্য দিই। আমার পরিবার, সন্তান অসুস্থ থাকাকালীনও আমি আমার কর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছি। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, কাজ আর ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা তো অনেক হয়, কিন্তু আমাদের সকলেরই কাজ হল সমস্যাটা কাটিয়ে উঠে পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। কাজ ব্যতীত পুরো সময়টাই আমি সন্তানের পাশে থাকি। তাদের সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। নিজের কাজ ছাড়া বাকি সময়টা আমি পরিবারের সঙ্গে কাটাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। একজন পুলিশকর্মী হিসেবে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা হল, বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময় আমাদের কাজ করতে হয়। সাধারণ মানুষ যখন সন্তানদের নিয়ে আনন্দ করে, তখন পুলিশকর্মীদের নিজেদের দায়িত্বে অবিচল থাকতে হয়।

সত্যি কথা বলতে কী, কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসবের দিনগুলোতে সন্তানের সঙ্গে না থাকাটা খুবই কষ্টের। ওরা না থাকলে উৎসব বিবর্ণ হয়ে যায়। তবুও আমাদের এই চাকরিতে আমরা কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি অফিসার এবং স্টাফদের নিয়ে একটি অলিখিত পরিবার তৈরি করি। সেই পুলিশ পরিবারের সঙ্গে উৎসব পালন করি। চেষ্টা থাকে, সকলেই যেন একে অপরের পারিবারিক পরিপূরক হয়ে ওঠে এবং উৎসবগুলো যথার্থভাবে পালন করতে পারে। আমার দুই কন্যাসন্তানই ছোট। একজনের বয়স আট বছর এবং আরেকজনের বয়স তিন বছর। ওরা তো ছোট। তাই এখনও সেভাবে উৎসবের দিনে বাবাকে মিস করা, মনখারাপ করার মতো চিন্তা তাদের মধ্যে সেভাবে আসেনি।

তবে আমার এই চাকরির জন্য আমার পারিবারিক জীবনে যে যে শূন্যস্থানগুলো তৈরি হয়, আমার স্ত্রী সেগুলো পূরণ করে। বাবা দিবস আমার কাছে আলাদা করে তেমন কিছু নয়। কিন্তু আমার বড় মেয়ে এই দিনটির অপেক্ষায় থাকে। নিজের হাতে তৈরি আঁকা কার্ড আমাকে গিফট করে। সেই উপহার পাব বলে আমিও দিনটার অপেক্ষা করি। বাবা দিবসের কথা বলতে গেলে তো আমার বাবার কথাও বলতে হয়। সর্বক্ষেত্রে আমার বাবা আমার পাশে থাকে। আমার চলার পথে সবসময় আমার বাবার পরামর্শ ও সাহায্য পাই।

কালো আর্মব্যান্ড পরলেন কামিন্সরা

বিমান দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ শচীন-বিরাট

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে শুভমান গিল, কুলদীপ যাদব, লোকেশ রাহুলরা। কেন্টে ইন্টার স্কোয়াড ম্যাচের আগে (উপরে)। লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে শুক্রবার খেলা শুরুর আগে কালো আর্মব্যান্ড পরে নীরবতা পালন করলেন নাথান লায়োন, মিচেল স্টার্করা।

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ ক্রিকেট মহলও। ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও যার আঁচ। দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা তৃতীয় দিনে মাঠে নামার আগে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন প্যাট কামিন্স, কাগিসো রাবাদারা। শ্রদ্ধা জানিয়ে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামেন।

নীরবতা পালনের যে ছবি পোস্ট করে শোক প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। লন্ডনগামী বিমান ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় ২৬৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ভারতীয় ছাড়া নিহতদের তালিকায় রয়েছেন বিদেশিরাও।

নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে ইংল্যান্ড সফররত ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রাও। কেন্টের বেকেনহ্যাম স্টেডিয়ামে নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে সারিবদ্ধভাবে নীরবতা পালন করেন শুভমান গিল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অর্শদীপ সিংরা। ভারত এবং ভারত 'এ' দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামেন কালো আর্মব্যান্ড পরে।

দুর্ঘটনার ভয়াবহতা, প্রাণহানির ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদেরও। রশিদ খানরাও শোক প্রকাশ করেছেন। সমাজমাধ্যমে শচীন লিখেছেন, 'আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার খবরে বিধ্বস্ত এবং মর্মাহত। ভয়ংকর ঘটনা। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা প্রিয় মানুষকে হারিয়ে বিধ্বস্ত পরিবার-পরিজনদের কঠিন সময়ে শক্তি জোগাক।'

হকি প্রো লিগে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় দলের।

বিরাট কোহলি আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার কারণে আমি মর্মাহত। নিহতদের জন্য প্রার্থনা করছি। পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা।

রোহিত শর্মা মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত বিব্রতকর খবর। নিহতদের ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রার্থনা জানাই।

রশিদ খান খবরটা শুনে খারাপ লাগছে। বিমান দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও তাঁদের পরিবারের জন্য সমবেদনা রইল।

গৌতম গম্ভীর অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা জানাই।

শুভমান গিল হৃদয়বিদারক ঘটনা। কঠিন সময়ে ঈশ্বর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার-পরিজনদের ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি জোগাক, এই কামনা করি।

মহম্মদ সিরাজ নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করি। সমবেদনা জানাই প্রিয় মানুষকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পরিবার-পরিজনদের প্রতি।

পাকিস্তান বোর্ড প্রধানকে তোপ গিলেসপির

'থাকেন না ২০ মিনিট দূরের বৈঠকেও!'

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : দায়িত্ব ছেড়েছেন বেশ কিছুদিন হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একরাশ তিক্ততা নিয়ে সরে দাঁড়ানোর ক্ষোভ এখনও যাচ্ছে না পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন হেডকোচ জেসন গিলেসপির। আগেও একাধিকবার মুখ খুলেছেন পাক ক্রিকেট, ক্রিকেট কর্তাদের গয়ংগচ্ছ মানসিকতা, চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব নিয়ে।

এদিন ফের রীতিমতো তুলোধোনা করলেন পাক বোর্ড প্রধান মহসিন নাকভিকে। বাবর আজমদের প্রাক্তন হেডস্যারের দাবি, ২০ মিনিটের দূরত্বে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আসার প্রয়োজন মনে করতেন না। দায়সারা মনোভাব দেখাতেন। যে প্রসঙ্গ টেনে পাক ক্রিকেটের উন্নতি নিয়ে পিসিবি প্রধান আদৌ কতটা আগ্রহী সেই প্রশ্নটা তুললেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার।

এক পডকাস্ট শোয়ে গ্যারি কার্স্টেনের আমলে এক ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে গিলেসপির অভিযোগ, 'পাক দলের উন্নতিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর দারুণ একটা উদ্যোগ নিয়েছিল গ্যারি। কানেকশন ক্যাম্প। পাক ক্রিকেটের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের মতামত ও পরামর্শ চেয়েছিল। আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে যে বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলাম। গ্যারি নিজে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাকিস্তানে উড়ে যায়। অথচ, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি পাকিস্তানে থেকেও সশরীরে আসতে পারেননি!'

> মহসিন নাকভি লাহোরেই ছিলেন। বৈঠকের জায়গা থেকে মিনিট কুড়ির দূরত্ব হবে। তারপরও বৈঠকে নিজে আসতে পারেননি। জুম কলে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন! গ্যারি শিবিরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছুটে এসেছে। মনে হয়েছিল, আমাদেরও যাওয়া উচিত। অথচ, এত কাছে থেকেও পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান আসার প্রয়োজন মনে করেননি! আমরা বেশ অবাকই হয়েছিলাম ওঁর যে আচরণে।
>
> **জেসন গিলেসপি**
> পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন হেডকোচ

গিলেসপি আরও বলেছেন, 'উনি লাহোরেই ছিলেন। বৈঠকের জায়গা থেকে মিনিট কুড়ির দূরত্ব হবে। তারপরও বৈঠকে নিজে আসতে পারেননি। জুম কলে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন! গ্যারি শিবিরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছুটে এসেছে। মনে হয়েছিল, আমাদেরও যাওয়া উচিত। অথচ, এত কাছে থেকেও পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান আসার প্রয়োজন মনে করেননি! আমরা বেশ অবাকই হয়েছিলাম ওঁর যে আচরণে।'

গত কয়েক বছরে পাকিস্তানের ক্রিকেট উন্নয়নের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী। জারি ব্যর্থতার দায় ক্রিকেটার, অধিনায়ক, কোচদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলির পাঁঠা বানানো। যদিও আসল দায়ী যে কর্মকর্তারাই, পডকাস্ট শোয়ে যা পরিষ্কার করে দেন পাকিস্তান দলের হেডকোচের পদ সামলানো গিলেসপি।

সদ্যসমাপ্ত ফরাসি ওপেনের শুরুতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল টেনিসের ফ্যাব ফোর (নাদাল, ফেডেরার, জকোভিচ ও অ্যান্ডি মারে)-কে।

'ত্রয়ীর একজন হয়েও অবাঞ্ছিত'

আক্ষেপ জকোভিচের

বেলগ্রেড, ১৩ জুন : ত্রয়ীর একজন হয়েও যেন 'অবাঞ্ছিত'। রাফায়েল নাদাল ও রজার ফেডেরারের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে এভাবেই দেখেন নোভাক জকোভিচ।

নাদালের ঝুলিতে গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যা ২২, ফেডেরারের ২০। এই দৌড়ে টেনিসের দুই কিংবদন্তিকে পিছনে ফেলেছেন নোভাক। বর্তমানে রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক সার্বিয়ান টেনিস তারকা। তবুও তাঁর আক্ষেপ, 'ওদের মতো ভালোবাসা আমি পেলাম কই।'

> ফেডেরার, নাদালের মতো ভালোবাসা আমি কখনও পাইনি। হয়তো আমার সেই যোগ্যতাও ছিল না। আমি তো ছোট ছেলে, তৃতীয় ব্যক্তি। যে ছেলেটা একদিন বলেছিল, আমি একনম্বর হতে চাই। এটাই হয়তো সবাই পছন্দ করেনি।
>
> **নোভাক জকোভিচ**

রাফা-ফেডেক্স-জোকার, তিনটে নাম উচ্চারিতও হয় একইসঙ্গে। এদের মধ্যে নোভাকই বয়সে সবার ছোট। তবুও টেনিস বিশ্বে পদার্পণের পর আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়েছিল তাঁর গলায়। জোকারের ধারণা, সেটাই অনেকের পছন্দ হয়নি। সেই থেকেই তাঁকে বাঁকা চোখে দেখে টেনিস বিশ্বের একাংশ। জকোভিচ বলেছেন, 'ত্রয়ীর একজন হয়েও মাঝে মাঝে নিজেকে অবাঞ্ছিত সন্তান বলে মনে হয়। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, কেন এমন হয়! তা বারবারই আমার হৃদয়ে আঘাত করে।' তাঁর সংযোজন, 'ফেডেরার, নাদালের মতো ভালোবাসা আমি কখনও পাইনি। হয়তো আমার সেই যোগ্যতাও ছিল না। আমি তো ছোট ছেলে, তৃতীয় ব্যক্তি। যে ছেলেটা একদিন বলেছিল, আমি একনম্বর হতে চাই। এটাই হয়তো সবাই পছন্দ করেনি।'

যদিও তা নিয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি কোনও অভিমান নেই। বরং যেটা আছে, তা সম্মান আর শ্রদ্ধা। জোকার বলেন, 'শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কখনও কারও ক্ষতি চাইনি, অপছন্দও করিনি। লড়াইটা কোর্টেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। রাফা, ফেডেরার দুজনকেই সম্মান করি। কখনও ওদের নিয়ে কোনও বিরূপ মন্তব্য করিনি, ভবিষ্যতেও তা করব না।'

নাপোলিতে 'কিং কেভিন'

কাম্পানিয়া, ১৩ জুন : এসএসসি নাপোলির নতুন 'রাজা' কেভিন ডি ব্রুয়েন।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে এক দশকের সম্পর্ক শেষ। এবার ডি ব্রুয়েনের গন্তব্য সিরি 'এ'। মেজর লিগ সকার ও সৌদি প্রো লিগের একাধিক ক্লাবের লোভনীয় প্রস্তাব বেলজিয়ান তারকার কাছে ছিল। তা উপেক্ষা করে সম্ভবত দুটি কারণে নাপোলিকে বেছে নিলেন কেভিন। এক, সিরি 'এ' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে আগামী মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে তারা। ফলত ইউরোপের শীর্ষ লিগে আরও একবার নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের আঙিনায় থাকলে ফিফা বিশ্বকাপে জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখা সহজ হবে তাঁর জন্য।

নাপোলিতে কেভিন ডি ব্রুয়েনকে স্বাগত জানাচ্ছেন সভাপতি অরেলিও দে লুরেন্তিস।

ফ্রি ফুটবলার হিসাবে দুই বছরের চুক্তিতে নাপোলিতে যোগ দিচ্ছেন ডি ব্রুয়েন। বৃহস্পতিবার রাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালিয়ান ক্লাবটির চুক্তিপত্রে সই করেছেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে সমাজমাধ্যমে নাপোলির পোস্ট, 'কিং কেভ এবার আমাদের।' দিয়েগো মারাদোনার স্মৃতিবিজড়িত ক্লাবে জাতীয় দলের সতীর্থ রোমেলু লুকাকুকেও পাশে পাবেন ডি ব্রুয়েন।

অভিজিতের জোড়া গোল

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে জাগ্রত সংঘ ৩-১ গোলে হারিয়েছে মর্নিং সকারকে। আলিপুরদুয়ার জংশন ভিএনসি মাঠে জাগ্রতর অভিজিৎ বর্মন জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি পিনাকী সরকারের। মর্নিংয়ের একমাত্র গোল করেন আকাশ প্রসাদ।

রিহ্যাব শুরু তালালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুন : রিহ্যাব শুরু করলেন ইস্টবেঙ্গলের ফরাসি মিডিও মাদিহ তালাল। গত ডিসেম্বরে চোট পেয়ে বাকি মরশুমের জন্য মাঠের বাইরে চলে যান তিনি। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে চুক্তি থাকলেও নতুন মরশুমে শুরু থেকে তালালকে পাবে না ইস্টবেঙ্গল। ডিসেম্বরের আগে তাঁর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা নেই। তবে তার আগেই হয়তো কলকাতায় এসে লাল-হলুদ ফিজিওর তত্ত্বাবধানে বাকি রিহ্যাব সারতে পারেন তালাল।

এদিকে মালটা প্রিমিয়ার লিগে খেলা ইতালিয়ান ফুটবলার আলেসান্দ্রো কপ্পোলাকে পছন্দ হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। দীর্ঘদেহী এই ডিফেন্ডারের সঙ্গে ইতিমধ্যে প্রাথমিক কথাবার্তা বলেছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। শোনা যাচ্ছে, একজন ইংলিশ ফুটবলারের সঙ্গেও ইস্টবেঙ্গলের কথাবার্তা এগিয়েছে।

জয়ী এসপি রায়

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার এসপি রায় কোচিং সেন্টার ৬-৩ গোলে হারিয়েছে ভিএসসিসি-কে। এসপি-র হয়ে জোড়া গোল করেন রোহিত রায় ও তপোব্রত বিশ্বাস। তাদের বাকি গোল আশিস কেরকেট্টা ও গোপী টোপ্পোর। ভিএসসিসি-র গোলস্কোরার সোয়েল আলম সরকার, বিস্মা রায় এবং চন্দন দাস। ম্যাচের সেরা হয়েছেন এসপি-র প্রণয় কুমার বোস। এদিন ম্যাচের আগে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ক্লাব বিশ্বকাপের আগে মেসিদের চিন্তা চোট

ওয়াশিংটন, ১৩ জুন : সম্পূর্ণ নতুন ফরম্যাট। দলসংখ্যাও বেড়েছে। ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করতে পারবে কি?

একঝাঁক প্রশ্ন নিয়েই শুরু হতে চলেছে ক্লাব বিশ্বকাপ। ২০০০ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হলেও ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করতে পারেনি। তাই অনেকদিন ধরেই প্রতিযোগিতায় আমূল পরিবর্তন আনার চিন্তা করছিল ফিফা। যার ফলস্বরূপ নতুন ফরম্যাটে ৩২ দলের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো এই প্রতিযোগিতাকে প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নয়া ফরম্যাটের ক্লাব বিশ্বকাপ ফুটবলে নতুন যুগের সূচনা করবে। যেমনটা ১৯৩০ প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের সময় হয়েছিল। আমরা বিশ্বের সকল ক্লাবকে সুযোগ দিতে চাই। যে সমস্ত দেশ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায়নি, সেইসব দেশের খেলোয়াড়রা

আত্মবিশ্বাসী আল আহলি

এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবে।' মায়ামির শিক্ষার্থীদের জন্য টিকিটের দাম কমানোকেও সমর্থন জানিয়েছেন ইনফ্যান্তিনো।

রবিবার ভারতীয় সময় ভোররাতে উদ্বোধনী ম্যাচে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি খেলবে মিশরের দল আল আহলির বিরুদ্ধে। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই তারা মিশরীয় দলটির মোকাবিলা করবে। কোচ জেভিয়ার মাসচেরানো বলেছেন, 'ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারাটা আমার কাছে সৌভাগ্যের বিষয়। ফিফা বিশ্বকাপের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার অনেক মিল থাকবে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য, গ্রুপপর্ব পেরিয়ে নকআউটে জায়গা করে নেওয়া।'

মায়ামির মূল ভরসা আর্জেন্টাইন জাদুকর লিওনেল মেসি। শুধু তাই নয়, গোটা প্রতিযোগিতার মূল আকর্ষণও তিনি। মেসি ছাড়াও লুইস সুয়ারেজ, জর্ডি আলবার মতো তারকারা রয়েছেন মায়ামি দলে। যদিও চোটের জন্য জর্ডি আলবা অনিশ্চিত। তেমনই অনিশ্চিত ইয়ানিক ব্রাইট, ডেভিড রুইজের মতো তারকারা। প্রথম ম্যাচের আগে বেশ চিন্তায় কোচ মাসচেরানো।

অন্যদিকে মেসিদের প্রতিপক্ষ আল আহলি কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম সেরা দল। শুধু তাই নয়, ক্লাব বিশ্বকাপের আসরে শেষ চারবারের মধ্যে তিনবারই তৃতীয় স্থান পেয়েছে তারা। মেসিদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে দলের তারকা মিডিও ইমাম আসৌর বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি উত্তেজিত। আশা করছি, আল আহলির নামের প্রতি সুবিচার করতে পারব।'

এদিকে ভিসা সমস্যায় ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না বোকা জুনিয়র্সের ডিফেন্ডার আয়ারটন কোস্তা। যদিও তাঁর ভিসা না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ফুটবলাররা।

বাংলাদেশের নয়া অধিনায়ক মিরাজ

ঢাকা, ১৩ জুন : বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একদিনের ফর্ম্যাটে নয়া অধিনায়ক হলেন মেহেদি হাসান মিরাজ। নাজমুল হোসেন শান্তর স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। আগামী এক বছর মিরাজ অধিনায়কত্ব করবেন।

আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফর থেকে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করবেন মিরাজ। এর আগে ওডিআই ফর্ম্যাটে অধিনায়কত্ব করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। তাঁর অনুপস্থিতিতে চারটি ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মিরাজ। এবার পাকাপাকিভাবে এক বছরের জন্য তিনি দায়িত্ব সামলাবেন।

অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর মিরাজ বলেছেন, 'জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করাটা আমার স্বপ্ন ছিল। বোর্ড আমার ওপর আস্থা রাখায় গর্ব অনুভব করছি। বর্তমান বাংলাদেশ দলের মধ্যে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার ক্ষমতা রয়েছে। আমরা হৃদয় দিয়ে দেশের হয়ে খেলব।'

একাধিক ওসিআই ফুটবলার চিহ্নিত, জানালেন কল্যাণ

২০৩১ এশিয়ান কাপের দরপত্র জমা দেওয়ার ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুন : প্রায় ৩৩ জন ওসিআই (ওভারসিজ সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া) ফুটবলারের নাম নাকি তালিকাভুক্ত করে ফেলেছে এআইএফএফ। অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের।

সদ্যই হংকংয়ের কাছে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে হারের পর ভারতীয় দলকে নিয়ে সমালোচনা সর্বত্র। সঙ্গে চলছে ফেডারেশনের কার্যকলাপ নিয়ে নানা কাটাছেঁড়া। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওসিআই প্রসঙ্গ থেকে মানোলো মার্কুয়েজের ভবিষ্যৎ-সবকিছু নিয়েই কথা বলেন তিনি। তবে বাস্তবে সবটাই ভাসা ভাসা উত্তর বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন মানোলো প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেছেন, 'মানোলো খুবই উচুঁ দরের কোচ এবং ভারতীয় ফুটবল ও ফুটবলারদের সম্পর্কেও তাঁর ধারণা খুবই স্বচ্ছ। শেষ কয়েকদিন ধরে আমি প্রচুর ফোন পেয়েছি যে এই কোচ আর আদৌ থাকছেন কিনা তা নিয়ে। ২৯ জুন কার্যনির্বাহী কমিটির সভা। সেখানেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। গোল করতে না পারলে যে জেতা যায় না, এটা তো সবসময়ই বাস্তব। বেশিরভাগ ভারতীয় ফুটবলারই নিজেদের ক্লাব দলে নম্বর ৯ পজিশনে খেলে না। রাতারাতি ওই পজিশনে ভালো পারফরমেন্স করা যায় না।' প্রসঙ্গত, তাঁকে ইগর স্টিমাকের জায়গায় কল্যাণই নিযোগ করেন গত জুলাইতে। কিন্তু তারপর থেকে মালদ্বীপের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ ছাড়া কোনও ম্যাচ জেতাতে পারেননি মানোলো। তিনি নিজেই দায়িত্ব ছাড়তে চাইছেন বহুদিন ধরে। কিন্তু চুক্তিসংক্রান্ত কিছু বিষয়ে দুই পক্ষের সম্মতির জন্য বিষয়টি আটকে। ভারতীয় দলে ওসিআই ফুটবলার খেলানোর বিষয়েও চারিদিক থেকে দাবি উঠতে শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গও এদিন তোলেন ফেডারেশন সভাপতি। তিনি বলেছেন, 'খানিকটা সময় লাগছে।

> খানিকটা সময় লাগছে। এআইএফএফ প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমরা ইতিমধ্যেই ৩৩ জন ফুটবলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এরমধ্যে কিছু ওসিআই কার্ড পেয়েও গিয়েছেন। তাঁদের ওসিআই কার্ড দেওয়ার চেষ্টা করছি।
>
> **কল্যাণ চৌবে**

এআইএফএফ প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমরা ইতিমধ্যেই ৩৩ জন ফুটবলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এরমধ্যে কিছু ওসিআই কার্ড পেয়েও গিয়েছেন। তাঁদের ওসিআই কার্ড দেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে খানিকটা সময় লাগবে। ফেডারেশনের তরফে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।'

এদিন বাইচুং ভুটিয়ার অভিযোগের পালটা জবাব দিতে গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন কল্যাণ। তিনি বলেছেন, 'এত উচ্চপর্যায়ে খেলা একজনের মুখে ফেডারেশনের যাবতীয় সুযোগসুবিধা নিয়ে এই ধরনের কথাবার্তা মানায় না। উনি কার্যনির্বাহী সমিতির ১১টা সভায় উপস্থিত থেকেছেন। সেখানে তাঁর কাছে সুযোগ ছিল এই সব প্রসঙ্গ উত্থাপনের। কিন্তু মিনিটসে কিছুই নেই, যার প্রমাণ আমরা দেখাতে পারি।' অনূর্ধ-২৩ দলকে উজ্জীবিত করতে এবং তাঁদের সঙ্গে থেকে শেখানোর জন্য একজন বিশ্বকাপজয়ী স্ট্রাইকারকে আনার পরিকল্পনা আছে বলে জানান কল্যাণ। এছাড়াও তিনি জানান, ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য যেমন কেন্দ্রীয় সরকার আবেদন করছে তেমনি ফেডারেশনও ২০৩১ সালের এশিয়ান কাপ আয়োজনের জন্য দরপত্র জমা দিতে চলেছে।

KHOSLA ELECTRONICS
BEST
OFFERS OF THE YEAR
ENJOY CASH DISCOUNT
ALSO IN EMI
@0 INTEREST DOWNPAYMENT
BAJAJ FINSERV
BRING YOUR BAJAJ EMI CARD GET ADDITIONAL
₹500 OFF
MEGA EXCHANGE OFFER
OLD FOR NEW
UPTO ₹7,000* HIGHEST EXCHANGE
FREE STANDARD INSTALLATION WITH BRACKET
1 EMI OFF
CASHBACK UPTO ₹45,000*
FREE GIFT COUPON WORTH ₹4,700
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC
AXIS BANK
SBI
HSBC
citibank
ICICI Bank
kotak
Bank of Baroda
FINANCE AVAILABLE
BAJAJ FINSERV
IDFC FIRST Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
kotak
COPPER-INVERTER AC
Upto 60% DISCOUNT
1.0 Ton 3* ₹19,990
1.5 Ton 3* ₹20,990
2.0 Ton 3* ₹32,990
1.0 Ton 5* ₹25,990
1.5 Ton 5* ₹28,990
2.0 Ton 5* ₹43,490
Starting EMI ₹1,522
Upto 41% DISCOUNT
600 Ltr. SBS EMI ₹2,525
FREE SAFARI Trolly Bag worth ₹10,500
396 Ltr. DD EMI ₹2,990
237 Ltr Bottom Mount EMI ₹1,994
180 Ltr SD EMI ₹1,166
FREE Chopper worth ₹695
Upto 50% DISCOUNT
ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD
80 Ltr. EMI ₹852
65 Ltr. EMI ₹834
50 Ltr. EMI ₹660
FREE Chopper worth ₹695
Upto 60% DISCOUNT
75 4K ₹69,990
55 4K QLED ₹36,990
43 4K ANROID ₹18,990
SOUND BAR ₹7,849 onwards
LG SAMSUNG SONY JBL boAt
Upto 50% DISCOUNT
7 KG FRONT LOAD EMI ₹2,525
7 KG TOP LOAD EMI ₹1,124
7 KG SEMI AUTO EMI ₹791
FREE Chopper worth ₹695
Upto 50% DISCOUNT
1350 Suc, MOTION SENSOR, AUTO CLEAN, TOUCH PANEL, HOOD CHIMNEY
EMI ₹1,207
FREE 3BB Glass Cooktop worth ₹6,999
Upto 50% DISCOUNT
RO + UV EMI ₹791
FREE Stainless Steel Bottle worth ₹999
SAMSUNG
Galaxy M56 5G
M 56 (8/128GB) ₹27,999*
CASHBACK ₹3,000 on CC
Exclusively available only at KHOSLA ELECTRONICS
iPhone
iPhone 16 (128GB) ₹72,500*
CASHBACK ₹4,000 on CC
vivo
V50 (8/128GB) ₹34,999*
CASHBACK ₹2,500 on CC
oppo
F 29 (8/256GB) ₹25,999*
motorola
Edge 60 Fusion (12/256GB) ₹24,999*
CASHBACK ₹2,000 on CC
FREE Neck Band with Every Mobile
DELL Technologies
i5 12th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD Windows 11+OFC 24 ₹50,900*
ASUS
Rizen 7 7435HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 2050 4GB, Windows 11 ₹57,500*
Lenovo
i5 12th Gen, RTX 2050 4GB, 12GB RAM, 512GB SSD, 15.6"FHD, Win 11 + MSO ₹58,900*
hp
i5 13th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD,RTX 2050 4GB Windows 11+ OFC 24 ₹62,900*
FREE Transfer & Backup Services
Starting EMI ₹4,241
FREE Bagpack, Mouse, Bluetooth Speaker & Pen Drive WORTH ₹3,499
A TATA Product
VOLTAS
Presenting
VOLTAS SMARTAIR™ INVERTER AC
INDIA'S NO.1 AC BRAND
GET FREE INSTALLATION on Split ACs (upto 2.0Tr)
Less Noise, More Work.
SMART IOT
ALEXA & GOOGLE ASSISTANT
SUPER SILENT OPERATION 28dbA
SLEEP MODE
HIGH AMBIENT COOLING
5 STEP ADJUSTABLE
10% CASHBACK UPTO ₹4000 ON ALL MAJOR BANKS
POWERED BY pine labs Paytm
NO COST EMI
BAJAJ FINSERV
HDB
IDFC FIRST Bank
*T&C Apply
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
Scan to locate your nearest Khosla store
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price includes Cashback & Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products.
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

স্টেডিয়াম বন্ধ রেখে প্রস্তুতি ম্যাচ

মা হাসপাতালে, দেশে ফিরলেন কোচ গম্ভীর

লন্ডন, ১৩ জুন : মাঝে আর দিন ছয়েক। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের উদ্বোধনী দ্বৈরথ ২০ জুন, হেডিংলিতে। জোরকদমে ভারতীয় দল সেই প্রস্তুতিতে মগ্ন। আপাতত ব্যস্ত বেকেনহাম স্টেডিয়ামে নিজেদের মধ্যে আজ শুরু হওয়া চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ ঘিরে। সফরকারী ভারতীয় 'এ' টিমের একঝাঁক ক্রিকেটারকে নিয়ে দুইটি দল করে 'ইনট্রা স্কোয়াড' ম্যাচ।

টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে শেষ অনুশীলন ম্যাচ। শুরুর দিনেই খারাপ খবর ভারতীয় শিবিরে। হঠাৎ করে দেশে ফিরতে হয়েছে গৌতম গম্ভীরকে। মা গুরুতর অসুস্থ।

> ইংলিশ কন্ডিশনে শুরুতে পিচে কিছুটা স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, যা বোলিংয়ের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু পিচ শুকিয়ে গেলে ছবিটা বদলে যায়। ব্যাটারদের সামনে সুযোগ থাকে।
>
> **মরনি মরকেল**

হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি। ক্রিকেটের বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে ইংল্যান্ড ছেড়ে দেশে ফিরতে হয়েছে।

বুধবার গম্ভীরের মা সীমা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। খবর পেয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবার প্র্যাকটিসে দলের সঙ্গে দেখা যায়নি। আজ শুরু আন্তঃস্কোয়াড প্রস্তুতি ম্যাচেও থাকছেন না। সূত্রের দাবি, অসুস্থ মায়ের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে আগামী সপ্তাহে ফের দলের সঙ্গে যোগ দেবেন গৌতম গম্ভীর।

দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশকে ঘরের মাঠে হারালেও পরবর্তী নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে একরাশ লজ্জার মুখে পড়ে গম্ভীরের ভারত। হোম সিরিজে কিউয়িদের কাছে হোয়াইটওয়াশ ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ১-৩ হারের ক্ষতে প্রলেপ দিতে মিশন ইংল্যান্ড পাখির চোখ। লক্ষ্যপূরণের নীলনকশা তৈরির মধ্যেই মায়ের অসুস্থতা, দেশে ফেরা।

গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে দলের দায়িত্ব

সামলাবেন সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। আছেন বোলিং কোচ মরনি মরকেল ও ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকও। ২০ জুন শুরু হেডিংলি টেস্টের টিম কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে ৪ দিনের চলতি প্রস্তুতি ম্যাচ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। টেস্ট সিরিজের আগে ভাবনাগুলি ঘষেমেজে নেওয়ার পালা।

ভারতীয় দলের নীল নকশা যাতে প্রকাশ্যে না চলে যায়, তাই 'ক্লোজড ডোর' প্র্যাকটিস ম্যাচের সিদ্ধান্ত। সংবাদমাধ্যমের জন্য ম্যাচে 'নো এন্ট্রি' বোর্ড। 'এ' দলের দুইটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ আন্তঃদলীয় প্র্যাকটিস ম্যাচকে আড়ালে রাখতে কোনওরকম সম্প্রচার হচ্ছে না।

বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে ম্যাচ শেষে দলের খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফরা সাংবাদিক বৈঠক করবেন। ভারতীয় দলের ক্লোজড ডোর অনুশীলন নতুন নয়। গত অস্ট্রেলিয়া সফরেও করেছিল। এবার বেশ কয়েকদিন হাতে রেখেই ইংল্যান্ডে চলে এসেছে শুভমান গিলরা। লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল সহ দলের ৫-৬ জন 'এ' দলের সিরিজেও অংশ নেন।

মরনি মরকেল খুশি দলের প্রস্তুতিতে। জানান, প্রথম কয়েকদিনের অনুশীলনে সন্তুষ্ট তাঁরা। ক্রিকেটাররাও আত্মবিশ্বাসী। ইংলিশ কন্ডিশন সবসময় ব্যাটারদের জন্য পরীক্ষার মঞ্চ। অনুশীলন সেশনগুলি তাই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াইয়ের সুর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসারের কথায়। মরকেলের যুক্তি, ইংলিশ কন্ডিশনে শুরুতে পিচে কিছুটা স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, যা বোলিংয়ের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু পিচ শুকিয়ে গেলে ছবিটা বদলে যায়। ব্যাটারদের সামনে সুযোগ থাকে।

দীর্ঘ আট বছর পর টেস্ট দলে ফেরাকে স্মরণীয় করে রাখতে যা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর করুণ নায়ার। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ, আরও একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর যা কোনওভাবে হাতছাড়া করতে রাজি নন। ২০২৩-'২৪ মরশুমে কাউন্টি ক্রিকেটে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে খেলেছিলেন। ৫৬.৬১ গড়ে ৭৩৬ রান করেন। নায়ারের বিশ্বাস, আসন্ন টেস্ট সিরিজে যে অভিজ্ঞতার সুবিধা পাবেন।

চোকার্স তকমা ঘুচিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আইডেন মার্করাম (বাঁয়ে) ও অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। লর্ডসে শুক্রবার।

স্টার্কের লড়াইয়ে জল ঢালছেন মার্করাম

অস্ট্রেলিয়া- ২১২ ও ২০৭
দক্ষিণ আফ্রিকা- ১৩৮ ও ২১৩/২
(তৃতীয় দিনের শেষে)

লন্ডন, ১৩ জুন : লর্ডসের ইতিহাসে ২৮২ বা তার বেশি রান তাড়া করে মাত্র ২ বার জিতেছে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা দল। তৃতীয় দল হিসেবে তা করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রথমবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের দিকে এগোচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটাও আবার এমন এক বাইশ গজে, যেখানে টেস্টের প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ১৪টি করে উইকেট।

পেসারদের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে ওঠা পিচে প্রোটিয়াদের ভরসা দিয়ে ওপেনার আইডেন মার্করাম (অপরাজিত ১০২) তুলে নিলেন অষ্টম টেস্ট শতরান। তাঁকে যোগ্য সংগত দিচ্ছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা (অপরাজিত ৬৫)। ২৮২ রানের টার্গেট নিয়ে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৫৬ ওভারে ২১৩/২। জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন আরও ৬৯ রান।

বাভুমার ক্যাচ ফেললেন স্মিথ

লন্ডনে রোদ ঝলমলে দিনে পিচ অনেকটাই ব্যাটিং সহায়ক হয়েছে। সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুরন্ত ছন্দে ব্যাটিং করছেন মার্করাম-বাভুমা জুটি। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা ১৪৩ রান জুড়ে ফেলেছেন। প্রথম ইনিংসের মতো শুধু উইকেট আঁকড়ে না থেকে পালটা আক্রমণে শুরু থেকে প্রোটিয়া ব্যাটাররা আগ্রাসন দেখিয়ে চাপে ফেলে দিয়েছেন প্যাট কামিন্স-জোশ হ্যাজেলউডদের।

তবে শুরু থেকে দৌড়ে খুচরো রান নিতে সমস্যায় পড়ছিলেন বাভুমা। হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তির কারণে চা পানের বিরতির আগে তাঁকে ফিজিওদের থেকে শুশ্রূষাও নিতে হয়েছে। এই সবের মাঝেই অবশ্য ২ রানের মাথায় জীবনদান পেয়েছেন বাভুমা। দ্বিতীয় স্লিপে তাঁর ক্যাচ ফেলেন স্টিভেন স্মিথ। তিনি ক্যাচ ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে চোটও পান। যার পর চিকিৎসা নিতে মাঠ ছাড়েন স্মিথ।

শুক্রবার ব্যাট হাতে অর্ধশতরানের পর বল হাতেও সফল মিচেল স্টার্ক (৫৩/২)। দ্বিতীয় ওভারেই তিনি ফিরিয়ে দেন রায়ান রিকেলটনকে (৬)। এরপর স্টার্কের শিকার ভালো শুরু করা উইয়ান মুলডার (২৭)।

দিনের শুরুতে অপরাজিত ৫৮ রানের ইনিংসে স্টার্ক লড়াই করার মতো জায়গায় অজিদের পৌঁছে দেন। শেষ উইকেটে তিনি জোশ হ্যাজেলউডকে (১৭) সঙ্গে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫৯ রান জোড়েন। ৭৩/৭ হওয়ার পরেও স্টার্কের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট হয় ২০৭ রানে। তাঁর লড়াইয়ের পরও টেস্ট সেরার মুকুট রক্ষার লড়াইয়ে চাপে অজিরা। আগামীকাল নাটকীয় কিছু না ঘটলে ট্রফি উঠছে বাভুমার হাতে।

Dated - 09/06/2025
Legal Notice
প্রতি, শ্রীমতী পূর্ণিমা (ভুইমালি) গোপ, স্বামী- শ্রী সনাতন গোপ, প্রযত্নে পিতা- পান্ডু ভুইমালি, সাং- ফালাকাটা হসপিটাল পাড়া, পোস্ট + থানা- ফালাকাটা, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন কোড- ৭৩৬১৭১.
এতদ্দ্বারা এই আইনি বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আপনার সঙ্গে শ্রী সনাতন গোপ, পিতা-নবকুমার গোপ, সাং- বেকার কুঠি, মুকুলডাঙ্গা, পোস্ট-বড় শৌলমারি, থানা- ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা- কোচবিহার, সঙ্গে গত ২১শে জুন ২০১৭ ইং তারিখের দিন হিন্দু শাস্ত্র মতে বিবাহ হয়। বিবাহের পর আপনি আপনার স্বামী অর্থাৎ শ্রী সনাতন গোপের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটাইতে থাকেন এবং আপনি সনাতন গোপের দ্বারা গর্ভবতী হন এবং আপনি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এরপর আপনি গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখের দিন আপনার নাবালিকা কন্যাসন্তানকে নিয়ে সনাতন গোপকে কোনও কিছু না জানাইয়া আপনি আপনার পিত্রালয়ে চলিয়া যান ও এযাবৎ সময় পর্যন্ত তথায় গিয়া রহিয়াছেন। গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২২ ইং তারিখ হইতে উল্লেখিত সনাতন গোপের সঙ্গে আর কোনও রকম যোগাযোগ রাখেন নাই। যে কারণে, সনাতন গোপ আপনার বিরুদ্ধে উল্লেখিত আদালতে ডিভোর্সের মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন যাহার নাম্বার MATSUIT 186/2024. ইতিপূর্বে আপনার নামে অত্র আদালত হইতে নোটিশ পাঠানো হয়, কিন্তু আপনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সনাতন গোপকে হয়রান করিবার জন্য গোপন স্থানে সরিয়া থাকিয়া আদালতের নোটিশ গ্রহণ করেন নাই। এই মোকাদ্দমাটি পুনরায় আগামী ১৬/০৭/২০২৫- ইং তারিখের দিন শুনানির দিন ধার্য রহিয়াছে। সে কারণে আপনার অবগতির জন্য এই আইনি নোটিশ দ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই নোটিশ মোতাবেক আপনি অবগত হইয়া আপনি নিজে বা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে উল্লেখিত তারিখের দিন অত্র আদালতে মোকাদ্দমায় উপস্থিত থাকিবেন এবং আপনার স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় মাননীয় আদালত এই মোকাদ্দমায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন।
অনুমত্যনুসারে
জ্যোতিষ চন্দ্র রায়, ১০/০৬/২০২৫ ইং
সেরেস্তাদার, মাননীয় অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ,
মাথাভাঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার

অনীশ-অনুজের রুপো

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : জুনিয়ার ছেলে ও মেয়েদের রাজ্য বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলা দলের অনীশ প্রধান ৪৮-৫০ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছে। পাশাপাশি অনুজ লামাও ৫০-৫২ কেজিতে রুপো পেয়েছে।

e-Tender Notice
NIT No.- 1e/CGP/2025-26, 2e/CGP/2025-26, 3e/CGP/2025-26, 4e/CGP/2025-26 & 5e/CGP/2025-26 for various work of under 15th FC & 5th SFC are invited by the U/S. Last date of bid submission on 17.06.2025 up to 14:00 PM. Details may be seen on website www.wbtender.gov.in Govt. of WB & simultaneously this office notice board on all working days during office hours.
Sd/-
Pradhan
Chuapara Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
Two cover bid system e-tender are hereby invited by the undersigned through e-tender portal for E-NIT No. **WB/APD/KMG/KGP-I/ET/03/25-26, DATED: 02/06/2025 (2ND CALL)** Details are available at the notice board of Kamakhyaguri No. I G.P. Office and also at www.wbtenders.gov.in Website.
Sd/-
Pradhan
Kamakhyaguri No.I Gram Panchayat

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide 04/APD/WBSRDA/DPR/RIDF-XXXI/2025-26 DATE : 04-06-2025. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.
Sd/-
Executive Engineer
& Head of PIU
WBSRDA Alipurduar Division

মুম্বই টি২০ লিগে রানার্সের পুরস্কার শ্রেয়স আইয়ারের হাতে তুলে দিচ্ছেন রোহিত শর্মা।

দশদিনে দ্বিতীয় ফাইনালে হার

শ্রেয়সের হাতে চেক তুলে দিলেন রোহিত

মুম্বই, ১৩ জুন : ফাইনাল গাঁটে ফের আটকে গেল শ্রেয়স আইয়ারের দল। দশদিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার। ৩ জুন আইপিএল ফাইনালের পর বৃহস্পতিবার মুম্বই টি২০ লিগ। সেকেন্ড বয়ের তকমা শ্রেয়স ব্রিগেডের। ফাইনালে সিদ্ধেশ লাডের নেতৃত্বাধীন মারাঠা রয়্যালসের কাছে হারে শ্রেয়সের সোবো মুম্বই ফ্যালকনস।

চমক অবশ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। পদক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোহিত শর্মা। শ্রেয়সদের হাতে পদক ও চেকও তুলে দেন। ফাইনালে হারলেও গোটা টুর্নামেন্টে ভালো খেলার জন্য প্রশংসা করেন শ্রেয়স এবং তাঁর দলের।

ম্যাচ শেষ শ্রেয়সের গলায় টানা ক্রিকেটের ধকলের কথা। দশদিনের মধ্যে দ্বিতীয় ফাইনাল খেলার কথা বলেন। তবে হারের জন্য দোষারোপের মধ্যে ঢুকতে নারাজ। সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাও দলের সবার বলে মন্তব্য করেন।

শ্রেয়স বলেছেন, 'হারলে মাথার মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন উঁকি মারে। তবে গোটা টুর্নামেন্টে সবাই যেভাবে পারফরমেন্স করেছে, ওদের প্রশংসা প্রাপ্য। ধন্যবাদ সমর্থকদের, আমাদের পাশে থাকার জন্য। কাউকে দোষারোপ করতে রাজি নই। গোটা প্রতিযোগিতায় একটা ম্যাচে হেরেছি, সেটা ফাইনালে।'

মুম্বই টি২০ লিগ ফাইনালের আগে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করে করে দুই দল।

ফাইনালে বালুরঘাট অ্যাকাডেমি, পিএইচএস

বালুরঘাট, ১৩ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৩ ফুটবল কোচিং ক্যাম্প প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি ও পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি।

শুক্রবার বালুরঘাট ৬-০ গোলে হেডওয়ে অ্যাকাডেমি ফর এক্সেলেন্সিকে হারিয়েছে। নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে কৌশিক পাহান একাই ৬ গোল করে নজর কাড়ে।

অন্য ম্যাচে পিএইচএস ৫-০ গোলে বালুরঘাট টাউন ক্লাব হটসাকে হারায়। জোড়া গোল করে কৃষ্ণ সোরেন ও স্যামুয়েল সোরেন। অন্য গোলটি সুদীপ্ত বেসরার।

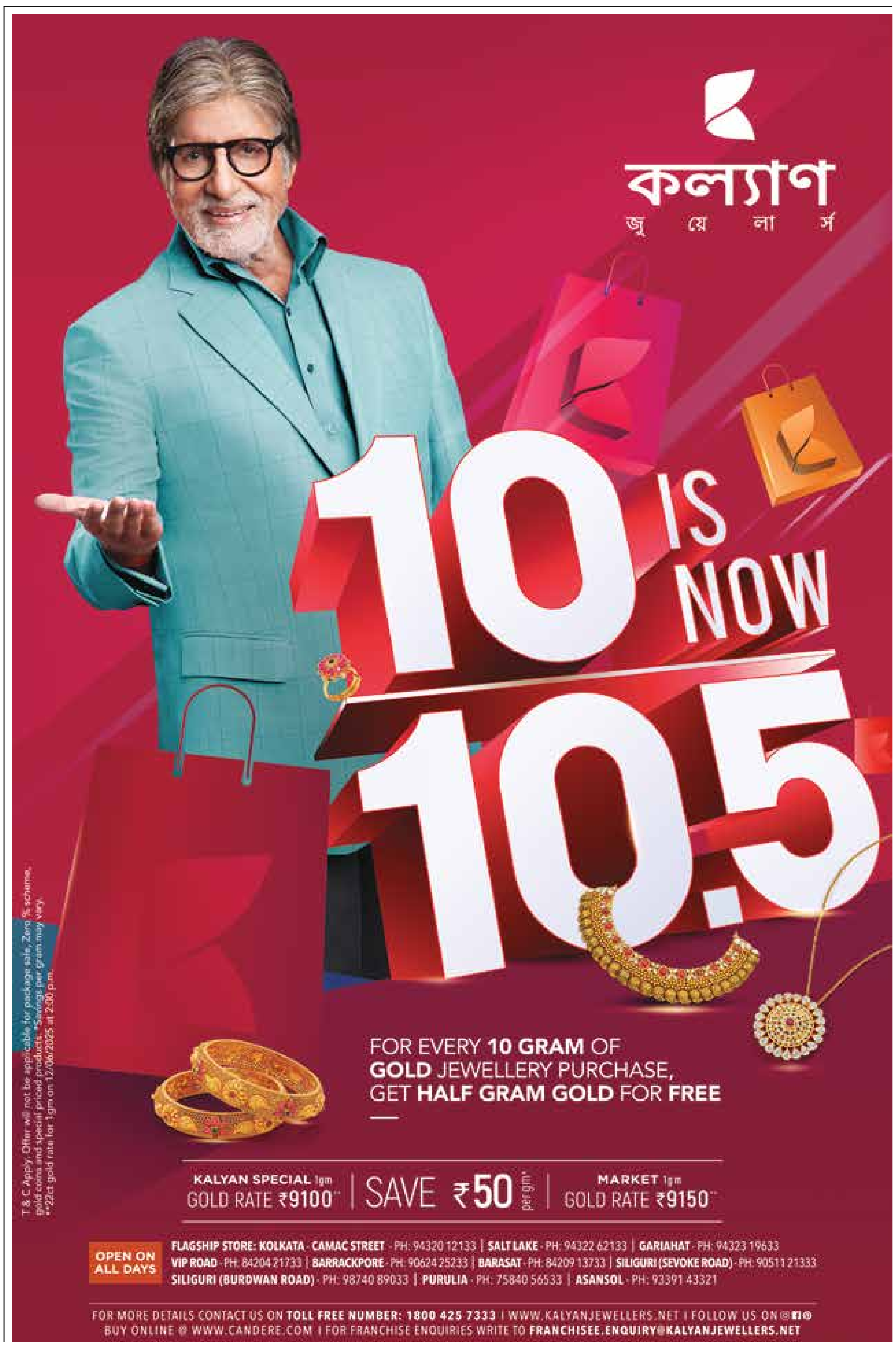

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 90L 73127 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে এটা বাস্তব। এই লটারি জেতা আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে! আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিশাল পরিমান অর্থ আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে।"

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা তোতন শেখ - কে 20.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

হার কোচবিহারের

কোচবিহার, ১৩ জুন : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট লিগে কোচবিহার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ২১৭ রানে উত্তর ২৪ পরগণার বিরুদ্ধে হেরে গেল। শুক্রবার মুর্শিদাবাদে আয়োজিত ম্যাচে প্রথমে উত্তর ২৪ পরগণা ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৮৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রোহন সাহার অবদান ৮৩ রান। রাহুল রায় ৪৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে কোচবিহার ৩৭.৫ ওভারে ৭২ রানে গুটিয়ে যায়। অনীশ নাথের শিকার ১৪ রানে ৩ উইকেট। রবিবার কোচবিহারের প্রতিপক্ষ জলপাইগুড়ি।

জয়ী অপূর্ব সংঘ

ফালাকাটা, ১৩ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার এগারো মাইল অপূর্ব সংঘ ২-০ গোলে হারিয়েছে চুয়াখোলা মডার্ন ক্লাবকে। গোল করেন দিলকুমার ওরাওঁ এবং শুভঙ্কর দাস। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অপূর্বর জুনকুমার ওরাওঁ। শনিবার এই মাঠে খেলবে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ও এসকে মোটরস।

আজ ফাইনাল

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এবিসিডি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে শনিবার। ফাইনালে অংশ নেবে দেবকুমার দত্ত স্মৃতি দল ও মানব ভৌমিক স্মৃতি দল। সংস্থার অধীনস্থ খুদে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল দুপুর দুটো থেকে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার প্রশিক্ষণ সচিব নিরঞ্জন ঘোষ।

রুপো শুভাঙ্গীর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন : উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে শুরু হল কিও ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। শুক্রবার বাংলা দলে আলিপুরদুয়ার জেলার শুভাঙ্গী রায় ১৬-১৭ বছর জুনিয়র বিভাগে কাতা বিভাগে রুপো জিতেছে।